আশা-প্রদীপ।

শ্রীমনোরঞ্জন গুহ কর্ত্তৃক লিখিত।

বরিশাল হইতে

শ্রীমনোমোহন চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা,

১৩ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ ব্রাহ্ম মিসন্ প্রেসে
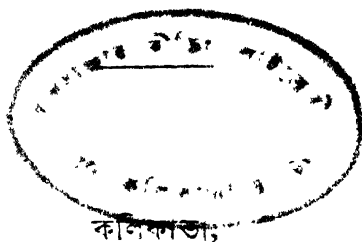
শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৪

মূল্য ১৲ এক টাকা

বিজ্ঞাপন।

আশা-প্রদীপ কোন পুস্তকের অনুবাদ নহে কিম্বা ইহা অনুমান কি কল্পনাসম্ভূত বিষয়ও নহে। প্রায় তিন বৎসর পর্য্যন্ত এখানে কতকগুলি অতি অদ্ভুত ঘটনা ঘটিতেছে, এই পুস্তকে তাহারই কতকাংশ প্রকাশিত হইল। পরলোকগত আত্মার আগমন বিশ্বাস করিতে পারিলে অতিশয় উপকারের সম্ভাবনা বটে, কিন্তু বিশ্বাস করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। এ সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে মনে কতই সন্দেহ আসে এবং বাস্তবিক সন্দেহ করিবার উপযুক্ত ঘটনাও কত উপস্থিত হয়। আমাদেরও একটু বিশেষ ক্রটী এই যে, আমরা পরকাল ও পরলোক সম্বন্ধে মনে মনে যে সকল সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়া আছি, তাহার অধিকাংশই যে অঠিক্ হইতে পারে, একথাটা আমরা বড় চিন্তা করি না। দেহ বিযুক্ত আত্মার শক্তি, স্বভাব ও অবস্থা আমরা মনে মনে যাহা কল্পনা করিয়াছি তাহাকেই ঠিক্ সত্য জ্ঞান করি, এবং কোন ঘটনা আমাদের সেই কল্পনার সঙ্গে না মিলিলে তাহাকে আমরা মিথ্যা বলিয়া সিদ্ধান্ত করি। অনেকে স্বপ্নে দেখেন, কোন সন্ন্যাসী কিম্বা অন্য কোন লোক তাহার হাতে কোন ঔষধ দিয়া গেলেন। অমনি নিদ্রা ভঙ্গে দেখিলেন হাতে একটা বস্তু রহিয়াছে। তাহা সেবন করা হইল, বহু দিনের কঠিন রোগ, যাহা শত চিকিৎসায় আরোগ্য হইতেছিল না, তাহা সেই ঔষধে আরোগ্য হইল। এরূপ ঘটনা আজি কালিও বিরল নহে, আমাদের বন্ধুদিগের মধ্যেও কত দেখিয়াছি। আমরা বিশ্বাস করি এই ঔষধি প্রদান পরলোকগত আত্মার কার্য্য। তর্কপ্রিয় ব্যক্তিরা তর্ক তুলিতে পারেন, "আত্মার জড় পদার্থ আনিয়া দেওয়ার শক্তি কিরূপে হইতে পারে? জড় শরীর ব্যতীত জড় পদার্থ ধরা

যায় না।” আবার বলিতে পারেন “আত্মাদের যদি এইরূপ ঔষধ দানের ক্ষমতাই থাকিবে, তবে কেন তাহারা সকল রোগীকেই আরোগ্য করে না ?” যখন দেহ মুক্ত আত্মার শক্তি, ইচ্ছা ও অধিকার সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছুই জানি না, তখন এই প্রকার কথার উপর নির্ভর করিয়া কোন সিদ্ধান্ত করা আমি কুবুদ্ধির কার্য্য মনে করি। ইহলোকে জীবিত মনুষ্যদিগের মধ্যেই আমরা এত বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন কার্য্য দেখি যাহা এক জনার কার্য্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না, তখন পরলোকের অবস্থা এবং আত্মার শক্তি সম্বন্ধে একটা আনুমানিক সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়া চলা কতদূর সাবধান লোকের কার্য্য বলিতে পারি না। ঐ সকল লোকেরা এক পক্ষে যেমন আপনাদের আনুমানিক সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়া ঔষধ দানাদিকে আত্মার কার্য্য বলিয়া স্বীকার করেন না, অন্য পক্ষে আবার ঐ রূপ ঔষধ প্রাপ্তির অন্য কোন উপযুক্ত কারণও নির্দ্দেশ করিতে পারেন না। যে উপায়েই হউক, উহা যে অলৌকিক শক্তিতে আনীত হয়, জড় হস্ত যে আনয়ন করে না ইহা নিশ্চয় কথা। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখুন, আমরা যে সকল সিদ্ধান্ত করি, কার্য্যক্ষেত্রে তাহার ভুল দেখি কি না ?

যাহা হউক, এই সকল বিষয় সহজে বিশ্বাস করা যেমন সম্ভব নহে, তেমনি কর্ত্তব্যও নহে, কিন্তু প্রত্যাশার সহিত দীর্ঘ দিন পর্য্যন্ত শান্ত ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করা আবশ্যক। আমরা অনেক দিন পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিতে পারি নাই, কতবার কত ভয়ানক সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, কতবার যুক্তির সহিত মিলিতেছে না দেখিয়া নিরাশ হইয়া পড়িয়াছি, কিন্তু তথাপি একদিনের অবিশ্বাসেই সকল বিসর্জ্জন করি নাই, তাই অনেকে বিশ্বাসের ভিত্তি পাইয়াছি। অদ্য পর্য্যন্তও আমাদের দলস্থ সকলে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। অনেকে অর্দ্ধ বিশ্বাসী হইয়া রহিয়াছেন, অনেকে কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন

না। কিন্তু যাঁহারা নিয়মিতরূপে প্রায়ই উপস্থিত থাকিতেন তাঁহাদের মধ্যে অবিশ্বাসীর সংখ্যা খুব অল্প। কয়েক জন সুশিক্ষিত লোকের অভিমত এই পুস্তকের সহিত সংলগ্ন করিয়া দেওয়া গেল এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে শিক্ষক মহাশয়ের বিবরণ লিখিত হইয়াছে তাঁহার নিজবাক্যও লিপিবদ্ধ করিয়া দেওয়া গেল।

আমরা কাহাকেও আমাদের অনুরোধে কিছু বিশ্বাস করিতে বলি না এবং সেই জন্যই কেবল ঘটনা না লিখিয়া যাহাতে সকলে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন, তন্নিমিত্ত সমস্ত প্রণালী লিখিত হইয়াছে। অসম্ভব নহে যে, অনুশীলন দ্বারা অনেকে অনেক সত্য লাভ করিতে পারিয়া নিজের, বন্ধুবর্গের এবং জগতের উপকার সাধন করিবেন।

আমি স্বয়ং প্রুফ্ দেখিতে না পারায় পুস্তকের অনেক স্থলে অনেক অশুদ্ধ রহিয়াছে, যথাসাধ্য তাহার একটা সংশোধনী দিলাম, পাঠক পাঠিকা তৎপ্রতি দৃষ্টি করিয়া পুস্তক পাঠ করিবেন।

নানা কারণবশতঃ উপযুক্ত সময়ের মধ্যে পুস্তকখানা প্রকাশ করিতে পারি নাই, তজ্জন্য গ্রাহকগণ ক্ষমা করিবেন। নিবেদন ইতি।

বরিশাল, আষাঢ়, ১২৯৪ } নিবেদক শ্রীম—

এই পুস্তকের বর্ণিত বিষয় সম্বন্ধে কয়েকজন সুশিক্ষিত লোকের অভিমত।

মিডিয়ম গোবিন্দ আমার বাসার লোক, তাহার বাড়ীও আমার বাড়ীর নিকটে। সে ৩।৪ বৎসর পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকে। তাহাকে লইয়া যে সকল অদ্ভুত ঘটনা হইয়াছে তাহাতে কোন প্রকার কৃত্রিমতা আছে আমি কিছুতেই এরূপ বিশ্বাস করি না। কেবল অনুমান নহে, আমি তাহার উপর কঠিন পরীক্ষা করিয়াছি। অজ্ঞান হইল কিনা জানিবার নিমিত্ত তাহার হাতের কোন স্থানে হঠাৎ এমন ভাবে অস্ত্র বসাইয়া দিয়াছিলাম যে, পরে রক্ত বন্ধ করিবার জন্য অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছিল, কিন্তু ইহাতেও তাহার হাত খানা একটুকুমাত্র কম্পিত হয় নাই। ইহা ভিন্ন আরও অনেকরূপ পরীক্ষা করিয়াছি। যাহা আত্মার আগমনের অবস্থা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। সেই অবস্থার ক্রিয়াকলাপ যে কোনরূপ রোগের শক্তি নহে, ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। ঐ সময় মিডিয়মের শরীরের অবস্থা এমন হয়, এবং এত আঘাত প্রাপ্ত হয় যে, অন্য কোন একজন লোকের সেরূপ হইলে দীর্ঘ দিন পর্য্যন্ত নিশ্চয়ই শরীরে বেদনা থাকে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যেদিন ছাড়িয়া যাইবার সময় "আর বেদনা থাকিবে না" এইরূপ বলিয়া যায়, সেদিন ঘোরতর আঘাত পাইলে কিম্বা কোন স্থান কাটিয়া ফুটিয়া গেলেও চেতনা লাভ করিয়া সে কিছুমাত্র বেদনা অনুভব করে না। ধর্ম্মবিষয় যে সকল উপদেশ দিয়াছে এবং মিডিয়মের ভাব ভক্তি প্রভৃতি যেরূপ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা গোবিন্দের জিনিষ বলিয়া আমি কোনমতে বিশ্বাস করি না।

বরিশাল,
২৩শে আষাঢ়, ১২৯৪

শ্রীতারিণীকুমার গুপ্ত
এল্, এম্, এস্।

গত বৎসর প্রায় তিন মাস যাবৎ স্পিরিট্ সার্কেলে যে সকল অনৈসর্গিক ব্যাপারের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তৎসম্বন্ধে আপনি আমার অভিপ্রায় জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। আমি পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান "থিওজফি" ও "স্পিরিচুয়ালীজম্" শাস্ত্রের পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিলাম। বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য প্রদেশে ইহাদের যেরূপ অভ্যুদয় দেখা যায়, তাহাতে আশা হয়, অচিরে এই দুই শাস্ত্র হইতে অনেক সন্তপ্ত আত্মা শান্তি লাভ করিতে পারিবে। গত বৎসরের ঘটনাপুঞ্জের মধ্যে উপস্থিত থাকিয়া আমার অন্তরে এই সত্য পরিস্ফুট হইয়াছে যে, একদিন পৃথিবীর সর্ব্বত্র অধ্যাত্মবিজ্ঞানের জয় ঘোষিত হইবে, ইহকাল ও পরকালের সম্বন্ধ ক্রমশঃই ঘনিষ্ঠতর হইয়া পড়িবে। আমাদের মণ্ডলীর মধ্যে যে বালকের শরীরে সেই পরলোকগত পূজনীয় আত্মাটী আবির্ভূত হইতেন, তাহার নিকট যে সমস্ত সত্য, উপদেশ ও সাধন প্রণালীর বাষ্পও অবগত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, তাদৃশ জটিল গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসায় কিরূপ আশাতীত সন্তোষজনক উত্তর প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। অধিক কি, এই ঘটনাগুলি প্রত্যক্ষ করিয়া সেই সেই সময়টুকু আমার ক্ষুদ্র জীবনের শুভ মুহূর্ত্ত মনে করি।

বরিশাল, ২৪শে আষাঢ়, ১২৯৪ — শ্রীজগদীশ মুখোপাধ্যায় বি, এ, শিক্ষক, বি, এম্, ইন্‌ষ্টিটিউসন্

বরিশালস্থ শ্রীযুক্ত বাবু তারিণীকুমার গুপ্ত ডাক্তার মহাশয়ের বাসায় পরলোকগত আত্মা আনয়ন সম্বন্ধে যে সমস্ত কার্য্য হইয়াছে তাহা আমি অনেক দিন প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমার যতদূর সাধ্য অনুসন্ধান করিয়া ইহাই বিশ্বাস হইয়াছে যে, পরলোকগত আত্মা ভিন্ন অন্য কিছু দ্বারা এরূপ হওয়া সম্ভবপর নহে।

বরিশাল, ২১শে মে, ১৮৮৭ — শ্রীঅশ্বিনীকুমার দত্ত এম্, এ, বি, এল্।

শ্রীযুক্ত বাবু তারিণীকুমার গুপ্ত ডাক্তার মহাশয়ের বাসায় পর-লোকগত আত্মা আনয়ন উপলক্ষে আমি দুই মাসের অধিক কাল নিয়ম মত উপস্থিত থাকিয়া অনেক অনুসন্ধান ও চিন্তা দ্বারা নিশ্চিত বুঝিতে পারিয়াছি যে, উহা পরলোকগত আত্মা বই আর কিছুরই কার্য্য নহে।

বরিশাল, ২৩শে আষাঢ়, ১২৯৪ } শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ বি, এ, শিক্ষক, বি, এম্, ইন্ষ্টিটিউসন্।

আমি কিছুই বিশ্বাস করিয়াছিলাম না, কিন্তু আমার উপর যে সমস্ত কাণ্ড হইল তাহাতে আর আমার অবিশ্বাস রাখিতে পারি নাই। আমি অজ্ঞান হইয়াছিলাম না, কিন্তু অন্য একটা অলৌকিক শক্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিলাম তাহার সন্দেহ নাই। সেই শক্তিকে বৈদ্যুতিক শক্তি বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না; কারণ কয়েকজন লোক ভগবানের নাম করিবামাত্র অমনি সে আমাকে ছাড়িয়া পলাইল। এইরূপ ঘটনায় একের মনের ভাব অন্যের নিকট প্রকাশ করিয়া বলা এক প্রকার অসাধ্য, কিন্তু এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, শত শত উপদেশ, কি অন্য উপায় দ্বারা আমার যে উপকার না হইয়াছিল, সেই দিন হইতে আমি সেই উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি। ঐ ঘটনাটী যে পরলোকগত আত্মার কার্য্য ইহা আমার বিশ্বাস হইয়াছে।

বরিশাল, ২৩শে আষাঢ়, ১২৯৪ } শ্রীচন্দ্রনাথ দাস শিক্ষক।
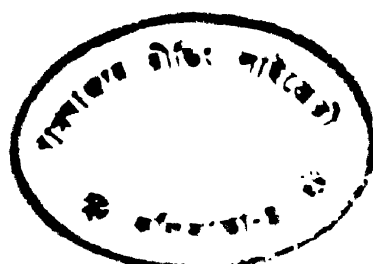
শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮	১৩	শান্তি	শক্তি
১১	২৪	সার্কেল	সার্কেলে
১২	২৪	ভঙ্গ	ভঙ্গি
৩২	১	মুগ্ধকারী	মুগ্ধকারী
৪১	৯	বস্থায়	অবস্থায়
৪৪	৯	কলে	বলে
৫২	১১	মহাস্নুভাব	মহানুভাব
৫৪	১০	বিশ্বাস	অবিশ্বাস
৫৬	৪	শক্তি	শাক্ত
৫৮	১২	সাক্ষাৎ	আঘাত
৮০	৬	সরিবার	সারিবার
৯৪	১	মুক্তি	মুক্ত

আশা-প্রদীপ।

প্রথম অধ্যায়।

যখন পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠ হইতে চক্র করিয়া পরলোক-গত আত্মার আনয়ন বৃত্তান্ত প্রথম এদেশে পৌঁছিল, তখন গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে চক্রে বসিবার ধূম পড়িয়া গেল। ঘোরতর নাস্তিকতার মধ্যে মানুষের মনে অভিনব আশার সঞ্চার হইল। মৃত্যুর পর আর কিছুই থাকে না, পাঞ্চভৌতিক দেহ পঞ্চভূতে মিশাইয়া যায়। পাপ পুণ্যের ফলাফল ইহ-জগতের সুখ দুঃখেই পরিসমাপ্ত হয়, সূতিকা গৃহে মানুষের জন্ম এবং শ্মশান ঘাটেই লয়, এই সকল নিদারুণ বিশ্বাসে মানুষ যখন শান্তিহারা, তখন মরুভূমির শীতল সলিল প্রবাহের ন্যায় আধ্যাত্মিক জগতের এই অভিনব-তত্ত্ব এ দেশকে আশ্বস্ত করিল। সকলেই আশা ও আনন্দের সহিত অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু আমাদের দেশীয় লোকের উদ্যোগ যেরূপ, অধ্যবসায় তাহার তুলনায় কিছুই নহে। যে কার্য্যে হাতে হাতে ফল না পাওয়া যায় তেমন কার্য্যে এ দেশীয় লোক প্রায়ই নিবিষ্ট চিত্ত হইতে পারেন না। এই জন্যই কিছুদিন ধূমধামের সহিত

কার্য্য আরম্ভ করিয়া কেহ বিশ্বাসে কেহ অবিশ্বাসে কেহ বা অর্দ্ধ বিশ্বাসে অনুসন্ধান উৎসাহ পরিত্যাগ করিয়াছেন। এখন আর কোন স্থানেই এ বিষয়ের বিশেষ আলোচনা বা অনুসন্ধানের কথা বড় একটা শুনা যায় না। অনেকের নিকট আবার এ সমস্ত কথা উপহাসের বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। এরূপ হইবার কারণও বিলক্ষণ আছে। পৃথিবীতে প্রায় প্রতি কার্য্যেই দেখা যায় যে সত্যের সঙ্গে অসত্য এমনি ভাবে মিশ্রিত থাকে যে তাহার মধ্য হইতে নির্ম্মল সত্য বাছিয়া লওয়া বড়ই কঠিন কার্য্য। কখন কোন সরল প্রকৃতি ব্যক্তি না বুঝিয়া অসত্যকেও সত্যের সঙ্গে মিশাইয়া লন, কখন বা সন্দেহযুক্ত ব্যক্তিরা সত্যকেও অসত্যের সঙ্গে পরিহার করিয়া থাকেন। এই উভয় প্রকারেই নিয়ত সত্যের অবমাননা হইতেছে।

চিকিৎসকদিগের গ্রন্থপত্রে এ প্রকার দৃষ্টান্ত বিরল নহে যে, যে রমণী গর্ভবতী বলিয়া পঞ্চ মাসে পঞ্চামৃত, সপ্তমাসে সপ্তামৃত এবং নবম মাসে কত সাধে সাধ খাইলেন, এমন কি দশম মাসে সূতিকা গৃহেও নীত হইলেন কিন্তু তখন প্রকাশ হইল যে গর্ভ নহে পেটে গুল্ম হইয়াছে। অতি প্রত্যক্ষ শারীরিক বিষয়েও যদি অসত্য, সত্যের ভাণ করিয়া এইরূপ বিভ্রম জন্মাইতে পারে, তবে অধিকতর দুরধিগম্য আধ্যাত্মিক রাজ্যে যে ইহা অপেক্ষাও অধিকতর গোলযোগ ঘটিবে তাহার আশ্চর্য্য কি? সুতরাং এই সমস্ত বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে হইলে অধিক মাত্রায় ধীরতা ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। অসহিষ্ণুতা ও চঞ্চলতা

লইয়া কার্য্য করিলে চলিবে না। আজি যে লক্ষণ দেখিয়া বিষয়টীকে মিথ্যা বলিয়া বোধ হইল, দেখা গিয়াছে সেই লক্ষণই দুই দিন পরে তাহার সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়াছে। আমার বিশ্বাস এ দেশে যে অনেকেই অনুসন্ধান করিতে যাইয়াও উপস্থিত বিষয়টীর প্রকৃত তত্ত্ব লাভ করিতে পারেন নাই। উপযুক্ত অধ্যবসায় ও ধীরতার অভাবই ইহার কারণ।

যখন চক্র করিয়া আত্মা আনয়নের গোলযোগ এ দেশে এক প্রকার থামিয়া গিয়াছে সেই সময় জানি না কি কারণে আমার মনে হঠাৎ এই বিষয়টীর সত্যানুসন্ধানের অভিলাষ জন্মে। দুই বৎসর হইল একদিন কৌতূহল পরবশ হইয়া আমি অন্য কয়েকটী লোকের সহিত রাত্রিতে একটী চক্র করি। একটী সঙ্গীতের পর সংক্ষেপে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া আমরা কিছুকাল নীরবে বসিয়া আছি। আলোকটী নির্ব্বাণ করা হইয়াছে। অর্দ্ধ ঘণ্টা গত হইতে না হইতেই একজন অস্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাস করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার গলায় ভয়ানক ঘড়ঘড়ি শব্দ হইতে লাগিল। আলো জ্বালিয়া দেখিলাম তাঁহার ভয়ানক অবস্থা। এরূপ অবস্থা আমরা কখনই দেখি নাই সুতরাং আমাদের কিছু ভয় হইল, বোধ হইতে লাগিল যেন লোকটা শ্বাস রোধ হইয়া কি বুক ফাটিয়া মারা যাইবে। তখন আর উপায় নাই সুতরাং কাতর প্রাণে আমরা ভগবানের নাম ও সঙ্গীত করিতে লাগিলাম। কিছু পরে অবস্থা একটু প্রশান্ত হইল কিন্তু দক্ষিণ হস্তখানা টেবিলের উপর ঘন

ঘন সজোরে নড়িতে লাগিল। যথা নিয়মে আমরা হাতে একটা পেন্সিল দিলাম এবং বিনয় সহকারে জিজ্ঞাসা করিলাম "যদি কোন পরলোকগত আত্মা অনুগ্রহ করিয়া আসিয়া থাকেন তবে আমাদিগকে আত্মপরিচয় প্রদান করিবেন কি?" অমনি ক্ষীপ্রহস্তে কাগজে কতকগুলি লিখিলেন তাহা বড় পরিষ্কার বুঝা গেল না। পরে প্রশ্ন করিতে করিতে অক্ষর ক্রমেই পরিষ্কার হইয়া আসিল এবং অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিয়া আমরা উত্তর পাইলাম কিন্তু সে সকল লিখিবার কোন প্রয়োজন দেখিতেছি না। কিছুক্ষণ পরে লিখিলেন "অদ্য আমি যাই" এই বলিয়াই মিডিয়মের চৈতন্য হইল। আমাদের কৌতূহল অত্যন্ত বাড়িয়া গেল, আমরা প্রতিদিন বসিতে লাগিলাম। প্রায় অধিকাংশ দিনই এই একই ব্যক্তি মিডিয়ম হইতেন কেবল মাঝে মাঝে দুই এক দিন অন্য দুই একজন হইয়াছিলেন।

অভিনব বিষয়ের অনুসন্ধানার্থ আমরা প্রতিদিন বসিতে লাগিলাম বটে কিন্তু উপস্থিত ঘটনা সমূহের উপর আমরা বিশ্বাসের কোন ভিত্তি স্থাপন করিতে পারিলাম না। অধিকন্তু অনেক কারণে মূল বিষয়ের প্রতিও অবিশ্বাস জন্মিতে লাগিল। যে যে কারণে আমাদের মনে অবিশ্বাসের সঞ্চার হইয়াছিল এবং যে সকল গতিকে তাহা অপনয়ন হইয়াছিল সেগুলি পরিষ্কার করিয়া লিখিলে পাঠক পাঠিকা অনেক পরিমাণে সতর্ক হইতে পারিবেন ভাবিয়া সেগুলি প্রকাশ করিতেছি।

প্রথমতঃ কিছুদিন পর্য্যন্ত এমন কোন আশ্চর্য্য ঘটনা

কিছুই দেখিলাম না যাহাতে পরলোকগত আত্মার আগমন অনুমান করিতে পারি।

দ্বিতীয়তঃ যদিই বা পরলোকগত আত্মার আগমন অসম্ভব না হয় কিন্তু কয়েকজন একত্র হইয়া বসিয়া হাতের উপর হাত রাখিয়া ডাকিলে আসিবেন ইহার তাৎপর্য্য কি?

তৃতীয়তঃ (একজন প্রশ্ন করিলেন) যখন পরলোকের আত্মা আসে তখন মিডিয়মের আত্মা থাকে কোথায়?

অল্প কিছু আলোচনার পরেই এ সকল সন্দেহ এক প্রকার দূরীকৃত হইল। প্রথমটী সম্বন্ধে এই বিশ্বাস হইল যে পরলোকগত কোন আত্মা আসিলেই যে আমাদের নিকট কোন পরীক্ষা দিবেন তাঁহার এমন গরজ কি? যদি তাঁহার কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমাদিগের নিকট আসিতেন তবেই আমাদের ইচ্ছামত পরীক্ষা দিয়া আমাদের নিকট পরিচিত হইতে হইত কিন্তু আমরাই ডাকিয়া আনিতেছি, এ অবস্থায় আমাদিগের নিকট কিছু ক্ষমতা প্রকাশ করিতে তাঁহারা বাধ্য কিসে? আর একজন ভদ্রলোক যিনি আপনাকে পরলোকগত আত্মা বলিয়া স্বীকার করিতেছেন, তাঁহার সে কথায় বিশ্বাস না করিয়া পরীক্ষার জন্য কিছু জিজ্ঞাসা করা শিষ্টাচার সঙ্গতও নহে, তবে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া কিছুদিন চলিলে আপনিই অনেক আশ্চর্য্য প্রকাশ হইবে।

দ্বিতীয় সন্দেহ সম্বন্ধে এই মীমাংসা হইল যে, অনেকে হাতের উপর হাত রাখিয়া বসিলে পরস্পরের মধ্যে বৈদ্যুতিক সংযোগে একাগ্রতা বৃদ্ধি হয়, পরস্পরের মন ও

শরীরের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দাঁড়ায়, একারণে তাঁহা-দের ডাকের জোর হয়। আর বৈদ্যুতিক সঞ্চারে শরীর একটু অবসন্ন ও মন একটু আত্মহারা হয়, প্রবাদ আছে এই অবস্থায়ই পরলোকগত আত্মা মানুষকে আশ্রয় করিতে সুবিধা পান।

তৃতীয় প্রশ্নের মীমাংসা এই যে আত্মা কিছু পাঞ্চভৌ-তিক পদার্থে গঠিত নহে সুতরাং তাহার যে স্থিতি-বিরোধ গুণ (১) থাকিবেই এরূপ অনুমান করা যায় না। এক আত্মা যখন অন্যকে অধিকার করে তখন সেই অধিকৃত আত্মা অবসন্ন হইয়া থাকে মাত্র কিন্তু স্থানান্তরিত হয় না, হইবার কোন প্রয়োজনও নাই।

যাহা হউক এইরূপ কত সন্দেহ উপস্থিত হইয়া কিছুদিন পরে আপনা আপনি মীমাংসা হইতে লাগিল। আমরা বেশ ধৈর্য্যের সহিত প্রত্যাশা করিয়া চলিতে লাগিলাম। এই সময় কিছুদিনের জন্য আমাকে ঢাকা নগরীতে যাইতে হইয়াছিল। আমি সেখানে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই আমাদের আত্মা আনয়নের বৃত্তান্ত আমাদিগের ঢাকাস্থ বন্ধুবর্গের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল। আমি সেখানে উপস্থিত হইয়া দুই চারি দিন পরেই বন্ধুবর্গের কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া সেখানে এক অভিনব চক্র করিতে বাধ্য হইলাম। প্রথম দিন বসিবার অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই একটী স্কুলের ছাত্র (এল, এ,

---

(১) জড়পদার্থের যে গুণ থাকাতে দুই বস্তু এক সময় একস্থানে থাকিতে পারে না তাহাকে স্থিতিবিরোধ বলে।

পড়িত) মিডিয়ম হইল। সে ইতিপূর্ব্বে কখন চক্র করিতে দেখে নাই, এমন কি এ সমস্ত বিষয় ভাল করিয়া শুনেও নাই। তাহার অবস্থা এমন ভয়ানক হইয়া উঠিল যে আমরা বাধ্য হইয়া তাহাকে ছাড়াইয়া দিলাম। পরদিন আবার বসিলাম কিন্তু সেই ব্যক্তি আমাদের সঙ্গে চক্রে না বসিয়া স্বতন্ত্র এক চৌকিতে বসিয়াছিলেন কিন্তু কি আশ্চর্য্য আমাদের চক্রের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না থাকাতেও তিনিই মিডিয়ম হইলেন। আমরা দেখিয়া অবাক্ হইলাম, ভদ্র-লোক ঠিক ভুতাবিষ্টের ন্যায় আচরণ করিতে লাগিলেন। আমরা আশঙ্কা করিয়া আজিও তাঁহাকে ছাড়াইয়া দিলাম।

এস্থানে ছাড়াইয়া দেওয়ার পদ্ধতি বলিতেছি কেন না সেইটীর সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাসের একটী সুন্দর সম্পর্ক রহিয়াছে। যখন কোন উচ্চ শ্রেণীস্থ আত্মা আগমন করেন তখন মিডিয়-মের বেশ শান্তভাব থাকে, কেবল প্রথম আসিবার সময় একটু ভাবান্তর হয়। পরে ভগবানের নাম কীর্ত্তন কি প্রার্থনাদি করিলে তাঁহার অতি সুন্দর আনন্দের ভাব প্রকাশিত হয়, ইঁহারা আসিয়া অধিকক্ষণ থাকিতে চাহেন না এবং সহজে কি দশ পাঁচদিনে আত্ম পরিচয়ও প্রদান করিতে স্বীকৃত হন না। আর নিকৃষ্ট আত্মা আসিলে মিডিয়মের উপর অত্যন্ত অত্যাচার হয়, বোধ হয় যেন মিডিয়ম মারা গেল কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে মিডিয়ম তখনত ইহার কিছু জানিতে পারেই না, চৈতন্য হইলেও অধিকাংশ স্থলে দেখা গিয়াছে যে তাহার কোন প্রকার অঙ্গগ্লানি থাকে না। তাহার শরীরের উপর যে কত কাণ্ডকারখানা হইয়া

গিয়াছে তাঁহা সে বিশ্বাসই করিতে পারে না। এই নিকৃষ্ট শ্রেণীর আত্মারা মিডিয়মকে ছাড়িয়া যাইতে চাহে না এবং উপস্থিত লোকদিগের উপরও সময় সময় অত্যাচার করে। মিডিয়ম যদি অত্যন্ত ক্ষীণকায় দুর্ব্বলও হয় তথাপি এ সময় তাহার শরীরে এত বল হয় যে পাঁচজন বলবান তাহার একটা হাত ধরিয়া রাখিতে পারেন কি না সন্দেহ। এ অবস্থায় ইহাদিগকে দমন করিবার কি তাড়াইবার একমাত্র ঔষধি ভগবানের নাম। সে অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার! জল ঢালিলে আগুন যেমন নির্ব্বান হয়, সেইরূপ ভয়ঙ্কর দুর্ব্বিনীত নিকৃষ্ট শ্রেণীর আত্মাগণ দয়াময় নামে অবসন্ন হইয়া পড়ে। অনেকে নাম শুনিয়া এমনই ভীত হয় যে কোথায় লুকাইবে খুঁজিয়া স্থান পায় না। যাহারা নিতান্ত নাস্তিক পাষণ্ড, এ সময় দয়াময় নামের অপূর্ব্ব শান্তি দেখিয়া তাহারাও নিশ্চয়ই আত্মবিস্মৃত হইয়া যায়। প্রসঙ্গক্রমে নামের অপার মহিমার কথা ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করা যাইবে।

ঢাকায় পূর্ব্বোক্ত বাসাতেই আমরা আর একদিন চক্রে বসিলাম। এই দিন কয়েকটী আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়াছিল। যে ঘরটীতে আমরা চক্র করিয়াছিলাম অনেকদিন পর্য্যন্ত এই ঘরে একটী ভদ্রলোক বাস করিতেন, অনতিকাল পূর্ব্বে এই ঘরেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার দুইটী পুত্র তখনও এই বাসায় বাস করিতেছিল এবং তাহার বড়টী কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া পরীক্ষার্থ আমাদের সঙ্গে চক্রে বসিয়াছিলেন। কিছুকাল বসিয়াই তাঁহার শরীর ভয়ানক বেগে কাঁপিতে লাগিল এবং শ্বাসের বিকট শব্দ হইতে লাগিল।

তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া আমরা সঙ্গীত ধরিয়াছিলাম। কিছুকাল পরে তাঁহার দুঃখের ভাব প্রকাশ হইতে লাগিল এবং আর কিছু পরে তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি কি পরলোক গত কোন মহাত্মা আমাদিগকে উপদেশ দেওয়ার জন্য আসিয়াছেন?" এই কথা শুনিয়াই "আমার বাবারে, আমার বাবারে" এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। তখন আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম "অনুগ্রহ করিয়া বলুন উপস্থিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে কেহ কি আপনার আত্মীয় আছেন?" তখন সেইরূপ কাঁদিতে কাঁদিতেই বলিলেন "আমার বাবা আছে।" তখন আমরা একজন একজন করিয়া তাঁহার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম। একে একে সকলকেই উপেক্ষা করিলেন। কিন্তু তাহার (মিডিয়মের) কনিষ্ঠ ভাইকে কাছে পাইয়াই "বাবারে বাবারে" বলিয়া জড়াইয়া ধরিলেন এবং কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন "বাবা আমি তোরে দেখি নাই," ইত্যাদি আরও কত কি কথা বলিয়াছিলেন তাহা মনে নাই এবং লিখিবারও প্রয়োজন নাই। কিন্তু এই কথাটী শুনিয়া সন্দেহ হইতে পারে এবং আমাদেরও হইয়াছিল এই জন্যই লিখিলাম। যখন পরকালবাসীরা ইচ্ছা করিলেই আমাদিগকে দেখিতে পারেন তখন মৃত্যুকালে দেখি নাই বলিয়া দুঃখ হইবে কেন? আপাততঃ শুনিতে একথাটী পরলোকের লোকের কথার মতন বোধ হয় না কিন্তু এখানে দেখার অর্থ যদি পরস্পরের সাক্ষাৎ এবং কথাবার্ত্তা হয় তবে আর কোন দোষ ঘটে না, একথা পাঠক পাঠিকাদিগকে জানাইয়া রাখা উচিত মনে

করিতেছি যে এইরূপ কোন একটী কথা বা কোন একটা ঘটনার উপর নির্ভর করিয়া আমরা কিছু বিশ্বাস করিতে অনুরোধ করি না, গ্রন্থখানি পাঠ সমাপ্ত করিয়া সমগ্র বিষয় গুলি লইয়া বিবেচনা করিবেন।

আমরা মনে করিলাম মিডিয়মের পিতার আত্মা আসিয়াছে। তাহাদের একজন কর্ম্মচারী বিঃ মহাশয় বলিলেন, কথা, কাসি, মাথাচুলকান, এবং বসা ইত্যাদি সকলই কর্ত্তা মহাশয়ের মত দেখিতেছি। জীবিত অবস্থায় তিনি ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া হাঁটু গাড়িয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেন, একটী সঙ্গীত হইলে মিডিয়মও ঠিক সেইরূপ হাঁটু গাড়িয়া প্রার্থনা করিতে লাগিল। তখন বিঃ মহাশয় বলিলেন "আমাকে কি চিনিতে পারেন?" এইকথা শুনিয়া অমনি তাঁহার হাত ধরিয়া গায় হাত বুলাইয়া কাঁদিতে লাগিল এবং আমার মনে হয় যেন মিডিয়মের কনিষ্ঠ ভ্রাতার হাত ধরিয়া তাহার হাতের উপর দিল। বিঃ মহাশয় চুপ করিয়া কোন একটা গোপনীয় বৈষয়িক কথা বলিলেন, সেও সুন্দররূপে তাহার সদুত্তর সহ আরও কয়েকটী উপদেশ দিল। এইরূপে আরও কিছুকাল থাকিয়া মনে হয় যেন সকলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া গেল।

বাসনা যুক্ত জীব ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াও যে সকল প্রকার মায়ায়ই মুগ্ধ থাকে, আজি তাহারই সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখা গেল। ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কোন একটা কার্য্য অভ্যস্ত হইয়া গেলে তাহার ভাব ছাড়াইতে বহু আয়াস ও বহুকালের প্রয়োজন। প্রবাদ আছে

একজন চোরের চুরী করা এমনই অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল যে, যেদিন কোথাও চুরী করিবার সুবিধা না হইত সেইদিন রাত্রি জাগিয়া আপন ঘরের জিনিষ পত্র একস্থান হইতে স্থানান্তরে সরাইয়া রাখিত। বাস্তবিক অভ্যাস এমন ভয়ানক জিনিষই বটে কিন্তু এই অভ্যাসই মানবের ইহকাল ও পরকালের উন্নতি ও অবনতির মূল কারণ। পাপের যেরূপ অভ্যাস হয় পুণ্যেরও সেইরূপ অভ্যাস হয়? ইহকালের পাপের অভ্যাস মানুষকে ইহকাল পরকালে অশান্তির আগুণে দগ্ধ করে, পুণ্যের অভ্যাস সেইরূপ ইহকাল পরকালকে শান্তি নিকেতন করে। যদি ইহকালের অভ্যাসে পরকালেও জীব পরিচালিত না হইত তবে মৃত্যুর পর স্বর্গ নরক কিছুই থাকিত না। ইহকালের জ্ঞান ও বিশ্বাস পরকালেও কেমন আধিপত্য করে তাহার দৃষ্টান্ত পাঠক পাঠিকা দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিশেষ রূপ দেখিতে পাইবেন। এখানে কেবল এই মনে রাখিবেন যে পরলোকে গেলেই মানুষ বাসনাশূন্য কি ভ্রমশূন্য হয় না। এই মানুষ মানুষই থাকে কেবল জড় শরীর ধ্বংশ হয় মাত্র।

যতই দিন চলিতে লাগিল আমরা ক্রমে ক্রমে একটু একটু আশ্চর্য্য দেখিতে লাগিলাম। পাঠক পরদিনকার চক্রের বিবরণ শুনুন। এদিনও আমরা গভীর মনোযোগের সহিত চক্রে বসিলে অল্প কালের মধ্যেই পূর্ব্বদিনের মিডিয়ম শ্রী অঃ আজিও মিডিয়ম হইল এবং তাহার পার্শ্বস্থ অনধিক বয়স্ক একটী যুবক শ্রী গোঃ ও মিডিয়ম হইল। ইহাব পূর্ব্বে এক সার্কেলে আমরা কখনও দুইটী মিডিয়ম হইতে দেখি

নাই। আমরা সঙ্গীত ও প্রার্থনা করিতে লাগিলাম, তাহারা ভক্তির সহিত আমাদের উপাসনায় যোগদান করিল। পরে শ্রী অঃ আপনি একটী গান ধরিয়া দিল। যাহারা ইতিপূর্ব্বে তাহার গান শুনিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই বলিলেন "এ ব্যক্তি কখনই এমন সুমিষ্ট গান গাইতে পারে না। বাস্তবিক সে এমনই সুস্বরে ভাবের সহিত গান করিয়াছিল যে আমরা একেবারে মোহিত হইয়াছিলাম, সেটী অনেক দিনের গান, কতবার কত ভাল গায়কের মুখে শুনিয়াছি কিন্তু এমন চমৎ-কার কখনই শুনি নাই। বোধ হয় এক ঘণ্টা কি তদতিরিক্ত সময় কতবার ফিরিয়া ফিরিয়া সেই গানটী করিল কিন্তু কিছুতেই আমাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল না। এইস্থানে বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে মিডিয়মের নিকট শেষে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিয়াছিল যে ঐ গানটী সে জানে না।

আজিকার চক্রে একটী অতি আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়াছিল। দ্বিতীয় মিডিয়ম শ্রী গোঃ সেন প্রথম মিডিয়মের অনুগত শিষ্য। শ্রী অঃ সঙ্গীতটী ভিন্ন আর একটী কথাও আজি বলে নাই, যেন কোন মৌন ব্রতী যোগী, অতি নম্র, অতি বিনয়ী, অতি ভক্তিমান্, কিন্তু শ্রী গোঃ কিছু চঞ্চল কিছু উদ্ধত কিছু রাগী কিছু অসহিষ্ণু। স্বাভাবিক ইহার প্রকৃতি অতি শান্ত অতি বিনয়শীল কিন্তু মিডিয়ম হইয়া কথায় কথায়ই চটিয়া উঠিতে লাগিল এবং কোন কথায় রাগান্বিত হইয়া সকলকে মারিতে উঠিল। এই সময় শ্রী অঃ তাহাকে থামাইয়া অতি কঠোর শাস্তি প্রদান করিল এবং আমাদের নিকট তাহার হইয়া ভঙ্গী দ্বারা ক্ষমা প্রার্থনা করিল। অপূর্ব্ব

শাস্তি দেখিয়া আমরা অবাক্ হইয়া গেলাম। শ্রী গোঃ মিডিয়মের ঠোঁট দুখানি চাপিয়া ধরিয়া এবং হাত দুখানি একত্র করিয়া ধরিয়া ছাড়িয়া দিল, আর সে হাতও খুলিতে পারে না, কথাও বলিতে পারে না। এই প্রকারে তাহাকে অনেকক্ষণ রাখিয়া দিল; তাহার পর সে ভাবের দ্বারা অনেকক্ষণ অবধি ক্ষমা চাহিলে আবার স্পর্শ করিয়া হাত ও মুখ খুলিয়া দিল। এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া অনেকেই অবাক্ হইলেন কিন্তু বিঃ মহাশয় বিশ্বাস করিলেন না, জানিতে পারিয়া শ্রীঅঃ তাহাকে ইঙ্গিত করিয়া কাছে ডাকিল এবং তাহার দুইখানি ঠোঁট চাপিয়া ধরিয়া ছাড়িয়া দিল, সকলে বিস্ময়ের সহিত দেখিলাম বিঃ মহাশয় চেষ্টা করিয়া মুখ মেলিতে পারিতেছেন না, কথা জিজ্ঞাসা করায় অপ্রস্তুতের ন্যায় কেবল এদিক্ সেদিক্ তাকাইতেছেন। বিঃ মহাশয়ের বয়স প্রায় ৩৫ বৎসর হইবে, তিনি বলিষ্ঠ ও সাহসী, তাঁহার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া সকলে সবিস্ময় অভিভূত হইলেন। অনেকক্ষণ পরে আবার শ্রীঅঃ মিডিয়ম তাঁহার মুখ স্পর্শ করিলে তবে মুখ ফুটিয়া কথা বলিতে পারিলেন। আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন আমি শত চেষ্টা করিয়াও মুখ খুলিতে কি কথা কহিতে পারি নাই; এই কথা শুনিয়া সকলে অবাক্ হইলেন।

আমাদের চক্রে এইরূপ অদ্ভুত ঘটনা সকল হইতেছিল ইতিমধ্যে আমাদের দ্বারে ভয়ানক আঘাত পড়িতে লাগিল। দ্বার খুলিয়া দিলে ভারি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কয়েকটী যুবা ভিতরে প্রবেশ করিল এবং আমাকে বলিল 'মহাশয়!

আপনাকে অনতিবিলম্বে আমাদের বাড়ী যাইতে হইবে। আমরা কয়েক জনে চক্র করিয়া বসিয়াছিলাম, আমাদের মধ্যের একজনকে বোধ হয় ভূতে ধরিয়াছে, দশজনে তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না, বড়ই অত্যাচার করিতেছে আপনি অনুগ্রহ করিয়া শীঘ্র আসুন।" আমি ইহাদিগকে এই অবস্থায়ই অন্যান্য লোকের নিকট রাখিয়া আর একটী যুবককে সঙ্গে করিয়া তাহাদের পশ্চাৎ চলিলাম।

মিডিয়মের চরিত্রটী না জানা থাকিলে এই সময় বড় ভুল হয়। কোন স্বার্থ না থাকিলেও অনেক দুষ্ট চরিত্র লোক ইচ্ছা করিয়া সকলকে প্রতারণা করে। কিন্তু স্থিরভাবে কিছুকাল প্রণিধান করিয়া দেখিলে নিশ্চয়ই ধরা পড়িয়া যায়। এইরূপ ঘটনায় পাঠকগণকে আমরা অনুরোধ করি একটী কার্য্য করিবেন। কোন একটী লোক দশের মধ্যে প্রবঞ্চক বলিয়া প্রতিপন্ন হইলে তাহার জীবনের অত্যন্ত অনিষ্ট ও অধোগতি হইতে পারে। এই জন্য কাহারও ঐরূপ প্রবঞ্চনা জানিতে পারিলে অন্য কাহাকেও না বলিয়া তাহাকে চক্র হইতে কোনরূপে ভিন্ন করিবেন। দুষ্ট স্বভাব লোকেরা সংসারে নিয়ত ভূতের নামে অনেক অদ্ভুত কার্য্য করিয়া থাকে। যাহাদের স্বামীর সঙ্গে প্রণয় নাই এমন অনেক স্ত্রীলোককে ভূতে পায়। পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী হইলে অনেক বিদ্যালয়ের ছাত্রকে ভুতে পায় এবং অল্প বয়সে বিবাহিত ছাত্রদিগকেও ভূতগ্রস্ত হইয়া বিদ্যালয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাড়ীতে বসিয়া থাকিতে দেখা যায়। এইরূপ ভাণ করিয়া অনেকের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। একদিন করিয়া আর একদিন

ভাণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। এইরূপ বেশীদিন করিয়া করিয়া অনেকে প্রকৃতই পাগল হইয়া গিয়াছে। অতএব ভূতে পাওয়া রোগীর স্বভাব কেমন ইহা তাহার পাড়া প্রতিবেশী এবং সহচরদিগের নিকট হইতে জানা আবশ্যক। আমি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যাহাকে দেখিতে যাইতেছি তাহার স্বভাব ভাল। যাই আমরা সেই বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছি অমনি সে "শত্রু শত্রু" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। আমি গিয়া দেখিলাম, কয়েকজন তাহাকে ধরিতেছে কিন্তু সে অনায়াসে তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া ফেলিতেছে। সে শুইয়াছিল আমি গিয়া তাহার নিকটে বসিলাম। আমি একবার ভগবানের নাম উচ্চারণ করা মাত্র প্রায় দুই হাত দূরে যেন ছিটিয়া পড়িল। তখন আমিও রোগের ঔষধ বুঝিলাম। সাহস করিয়া "জয় দয়াময়" বলিয়া উহাকে চাপিয়া ধরিলাম এবং কাণের কাছে অবিশ্রান্ত দয়াময় নাম বলিতে লাগিলাম। তাহার সে বল সামর্থ্য দর্প প্রতাপ কোথায় যেন লুকাইল। সে কেমন ভাবে চীৎকার করিতেছিল তাহা আমি শুনিতে পারি নাই কারণ আমি কেবল চীৎকার করিয়া ঘন ঘন অবিশ্রান্ত নাম করিতেছিলাম। প্রায় ১৫ মিনিট পরে সে আমার সঙ্গে সঙ্গে "দ" "দ" বলিতে লাগিল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টারও অধিক পরে সে "দয়াময়" বলিল এবং একটু পরেই উঠিয়া বসিল, তখন দেখা গেল কোন গণ্ডগোল নাই যেই মানুষ সেই মানুষই হইয়াছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিল ইহার কিছুই সে জানে

না। ইহার পর আমরা বাসায় আসিলে কিছুক্ষণ পরে আমাদের চক্রের আত্মাগণও আমাদের নিকট বিদায় চাহিয়া চলিয়া গেলেন, এদিন এই পর্য্যন্ত।

আর একদিন একটী উকীল আসিয়া বলিলেন যে অদ্য অনুগ্রহ করিয়া আমাদের বাড়ী চক্র করিতে হইবে। আমরা সন্ধ্যার কিছু পরেই তাহাদের বাড়ী গেলাম। আমরা চক্র করিয়া কিছুকাল বসিয়া আছি একটী যুবকের মিডিয়ম হইবার পূর্ব্ব লক্ষণ দেখা যাইতেছে, শ্বাসের বড় শব্দ হইতেছে, গলায় ঘড়ঘড়ি উঠিতেছে, তাড়িৎ পৃষ্টের ন্যায় হাত নড়িতেছে, আমরা ভাবিলাম এই ব্যক্তিই মিডিয়ম হইবে। কিন্তু এমন সময় দ্বারে ভয়ানক ঘা পড়িল, একজন যেই উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন অমনি দ্রুতবেগে আমাদের পূর্ব্বোক্ত মিডিয়ম শ্রীঅঃ ঘরে প্রবেশ করিয়া কিছুক্ষণেই অজ্ঞান হইয়া পড়িল। পূর্ব্বে যাহাতে মিডিয়মের লক্ষণ প্রায় সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছিল সে উঠিয়া বসিল, শ্রীঅঃই মিডিয়ম হইল। এদিন যে সমস্ত ঘটনা হইল তাহা লিখিবার বিশেষ প্রয়োজন দেখিতেছি না। কিন্তু চক্র ভাঙ্গিলে আমরা শ্রীঅঃকে জিজ্ঞাসা করিলাম এখানে যে চক্র হইবে তাহা কি তুমি জানিতে? তুমি কোথা হইতে এখানে আসিলে? তখন সে আমাকে বলিল 'মহাশয়! আপনি বলেন কি? অমুক রাস্তায় আমি যাইতেছিলাম আপনি গিয়া আমাকে বলিলেন তুমি পচা রাস্তায় ঘুরিতেছ কেন? অমুক বাসায় যাও সেই কথা শুনিয়াইত আমি এখানে আসিয়াছি।' আমরা শুনিয়া কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কেন না আমি

তাহাকে আসিতে বলিব কি, এ সকল ঘটনার দুই তিন ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতেও তাহার সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছে মনে হইল না।

এতদ্ব্যতীত ভিন্ন ভিন্ন অনেক সময় আমরা অনেক স্থলে চক্র করিয়াছি, তাহার কতস্থলে কত প্রকার ঘটনা ঘটিয়াছে এবং অনেক স্থলে নিরাশও হইয়াছি অর্থাৎ কত যত্ন করিয়া চক্রে বসিয়াও কোন ফল হয় নাই। সে সমস্ত না লিখিয়া আমাদিগের চক্র সম্বন্ধীয় ঘটনা নিচয়ের বিস্তারিত বর্ণনায় পাঠক পাঠিকার নিকট ক্ষান্ত রহিলাম এক্ষণে চক্র করিয়া বসিবার প্রকরণ লেখা যাইতেছে।

কোন বিষয় প্রত্যক্ষ না করিলে প্রকৃত পূর্ণ বিশ্বাস কখনই হওয়ার কথা নহে তথাপি যাঁহারা এরূপ আত্মার আগমন অসম্ভব বলিয়া মনে করেন না, এমন কয়েকজন সচ্চরিত্র সরল লোক কোন একটী নির্জ্জন গৃহে দরজা বন্ধ করিয়া পরিহাসাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক গম্ভীর ভাবে কিছুকাল এই বিষয়ের আলোচনা বা সকলে মনে মনে চিন্তা করিবেন। ইহা কেবল চিত্ত সংযমের জন্য। যে ঘরটীতে বসিবেন সেটী বেশ পরিষ্কার ও পবিত্র রাখিবেন এবং বসিবার কালীন ধূনা ও চন্দনাদি পোড়াইবেন। মধ্যস্থলে এমন একখানি কাষ্ঠের উচ্চাসন রাখিবেন যে ছয় সাত জন তাহার উপর হাত রাখিয়া বসিতে পারেন। চেয়ারে বসিতে হইলে একটা টেবিল, মাটিতে বসিতে হইলে একখানা বড় চৌকী হইলেই হইতে পারে। তাহার উপর কাপড়াদি কিছু দেওয়ার প্রয়োজন নাই। যে কয়েকজন চক্রে বসি-

বেন তাহার অতিরিক্ত লোক ঘরে না থাকিলেই ভাল হয় কিন্তু সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী কিম্বা উপহাসকারীকে প্রথম প্রথম কখনই আসিতে দিবেন না। পরে চক্রে আত্মা আসিলে তাহার অনুমতি লইয়া যাহাকে ইচ্ছা আনিতে পারেন। বসিবার নিয়ম এই ঃ—

টেবিল বা চৌকীর চারিদিকে সকলে ঘিরিয়া বসিবেন, সকলের হাতচৌকীর উপর এমন ভাবে রাখিবেন যেন একজনার বাম হাতের উপর আর একজনার ডাহিন হাত থাকে। আলোটী যদি ল্যাম্পের মধ্যে হয় তবে খুব ক্ষীণ করিয়া রাখিবেন, অন্যথা নিবাইয়া ফেলিবেন, কিন্তু কাছে দেশলাই ও বাতী রাখিবেন যেন যখন ইচ্ছা প্রদীপ জ্বালিতে পারেন। স্থিরভাবে বসিয়া ভগবানের আরাধনা সূচক একটী গান গাইবেন। সে গানটী এমন সাধারণ ভাবে হওয়া উচিত যেন চক্রস্থ সকলে এবং পরকালস্থ সকল সম্প্রদায় তাহাতে যোগ দান করিতে পারেন অর্থাৎ শাক্ত, বৈষ্ণব, খ্রীষ্টান, মুসলমান কাহারও যে নাম লইতে আপত্তি নাই এমন নামে ও ভাবে যেন গানটী হয়। নতুবা চক্রের মধ্যের একজনারও চিত্তে কোন প্রকার চাঞ্চল্য উপস্থিত হইলে ফল লাভ হওয়া দুষ্কর; সঙ্গীতের পর একজন এই ভাবে একটী সংক্ষেপ প্রার্থনা করিবেন;—"হে করুণাময় পরমেশ্বর! সামান্য মানব বুদ্ধিতে তোমার অসীম অনন্ত জ্ঞানপূর্ণ কার্য্য কলাপের কিছুই অবধারণ করিতে পারি না। তুমি কৃপা করিয়া যাহা দেখাও ও জানাও কেবল তাহাতেই আমরা কৃতার্থ হই। আজি আমরা বড় আশা করিয়া কয়েকটী তোমার

সন্তান চক্র করিয়া বসিয়াছি। পরকাল কিরূপ, পরলোকে জীবকুল কিরূপে অবস্থিতি করে, কিরূপেই বা পাপের শাস্তি ও পুণ্যের পুরস্কার লাভ করে এ সমস্ত জানিবার জন্য আমরা বড়ই কৌতূহলী হইয়াছি। তাই প্রার্থনা করি হে কৃপাময়! তুমি কৃপা করিয়া আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর। আমাদের এই চক্র মধ্যে তুমি পরলোকগত একটী উৎকৃষ্ট আত্মা প্রেরণ কর, আমরা তাঁহার নিকট পরকালের সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কৃতার্থ হই এবং অধিকতর বিশ্বাসী হইয়া আনন্দের সহিত পরলোকের প্রতীক্ষা করি।" প্রার্থনা অন্তে সকলে নীরবে চক্ষু বুজিয়া বসিবেন এবং মনে মনে কেবল আত্মার জন্য প্রার্থনা করিতে থাকিবেন। এক ঘণ্টার অধিক কোন দিনও বসিবার আবশ্যক নাই, যদি হয় তবে প্রায়ই এক ঘণ্টার মধ্যেই হইয়া থাকে।

যদি দেখেন কেহ অস্বাভাবিকরূপে শ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতেছে কি কাহারও গলায় ঘড় ঘড়ী শব্দ হইতেছে অথবা কাহারও ঘন ঘন হাত কাঁপিতেছে তখন চক্রটী না ভাঙ্গিয়া অর্থাৎ নিজের শরীরে পার্শ্বস্থ দুই জনার হস্ত রাখিয়া হাত দুখানি অবসর করিয়া প্রদীপটী জ্বালিবেন অথবা গৃহে যদি অন্য কেহ থাকেন তিনি এই কার্য্যটী করিবেন। চক্রস্থ সকলে পূর্ব্ববৎই থাকিবেন। যখন দেখিবেন অত্যন্ত শব্দ হইতে কিম্বা ভয়ানক হাত কাঁপিতে ও নড়িতে লাগিল তখন আপনারা অন্য সকলে একটী গান গাহিবেন। সম্ভবতঃ একটী গানের পরই কিছু স্থির হইবে। তখন একজন একটী পেন্সিল ও কাগজ হাতে

দিয়া সবিনয়ে বলিবেন "যদি পরলোকগত মহাত্মা আসিয়া থাকেন তবে অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে বলুন অথবা এই কাগজে লিখিয়া দিন্!" এইরূপ দুই তিন বার বলিলেই হয় মুখে বলিবেন না হয় লিখিয়া দিবেন। প্রথম প্রথম প্রায়ই মুখে বলিতে পারেন না ইহার কারণ আমরা লিখিয়া দিব না আপনাদের জিজ্ঞাসা করিয়া জানাই ভাল হইবে। চক্রের মধ্যে একজনার অধিক কথা কহিবেন না, তিনিও খুব নম্রভাবে বিনয় সহকারে কহিবেন। অন্য কাহারও কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইলে তিনি কাগজে লিখিয়া যিনি কথা বলার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন তাঁহাকে দিবেন তিনিই চক্রের প্রতিনিধি হইয়া সকলের কথা জিজ্ঞাসা করিবেন।

একদিন যাহাদিগকে লইয়া চক্র হইবে প্রতি চক্রেই যাহাতে তাহারা থাকিতে পারে সেই চেষ্টা করিবেন। মানুষ পরিবর্ত্তনেত অসুবিধা হইবেই স্থান পরিবর্ত্তন ও আসন পরিবর্ত্তনে পর্য্যন্ত অসুবিধা। কোন নির্দ্দিষ্ট আত্মাকে লক্ষ্য করিয়া মনে মনে কেহ ডাকিবেন না। চক্রের প্রথম অবস্থায় তাহাতে অনিষ্ট আছে, উপকার নাই। এক এক জন এক একটা ভাবিলেত কিছু হইবেই না, সকলে মিলিয়া কোন একটী নির্দ্দিষ্ট আত্মাকে ডাকিয়া আনাও বড়ই কষ্টকর এবং দুই চারি দিনের কার্য্য নহে। কারণ নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকে ডাকিতে গেলে সে যেখানে আছে সেখানে ডাক পৌঁছান চাই এবং তাঁহার ইচ্ছা হইলে হয়। যদি অতি দূরে তিনি থাকেন কিম্বা তাঁহার ইচ্ছা না হয়, এই উভয় কারণেই নির্দ্দিষ্ট

আত্মাকে ডাকিয়া লাভ করা কষ্টকর বিষয়। তবে ক্রমে ক্রমে চক্রের বল বাড়িলে তাহাও সহজ হইতে পারে। আমাদের চারিদিকে নিয়ত কত আত্মা বিহার করিতেছে কিন্তু আমরা আধ্যাত্মিক জগত সম্বন্ধে নেত্রহীন বলিয়া তাহাদিগকে দেখিতে পাইতেছি না। আমাদের মঙ্গলের জন্যই ভগবান্ ইহকাল পরকালের মধ্যে এই মায়ার আবরণ ফেলিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু ইচ্ছা করিলে মানব ইহলোকে থাকিয়াই সাধন বলে এই আবরণ ভেদ করিয়া পরলোক দর্শন করিতে পারে। কিন্তু হায়! অনেকেরই ইচ্ছা আছে কিন্তু উপযুক্ত চেষ্টা নাই। পূর্ব্বকালের যোগীগণ যোগনেত্র প্রাপ্ত হইয়া ইহকাল পরকাল সমান দেখিতেন ইহা রূপক বা কল্পনা নহে, এখনও এমন কত মহাপুরুষ দিব্যনেত্র প্রাপ্ত হইয়া পরলোকবাসীদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং আলাপাদি করিতেছেন। কিন্তু পাশ্চাত্য মতানুরাগী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট এ সকল কথা পরিহাসের বিষয়। কিন্তু আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি সত্যের কখনই পরাজয় হইতে পারে না, এই সুস্নিগ্ধ সলিলই যখন আবার ইয়ুরোপীয় মস্তিষ্করূপ ফিল্‌টার্ হইতে পুনঃ নিঃসৃত হইবে ভারত সন্তান তখন বিবেচনায় অবিবেচনায় ইহার জন্য লালায়িত হইবে। অন্ততঃ এ বিষয় বিবেচনা করিতে যে বাধ্য হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। যাহা হউক কথায় কথায় আমরা অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। বলিতেছিলাম আমরা চারিদিকে আত্মাগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া রহিয়াছি সুতরাং অনির্দ্দিষ্ট ভাবে ডাকিলে প্রায়শই আমাদের বঞ্চিত হইবার সম্ভা-

বনা নাই। নিকটে যাঁহারা আছেন একজন না একজন প্রায়ই অনুগ্রহ করিয়া থাকেন।

চক্র সম্বন্ধে প্রায় সকল কথাই বলা হইয়াছে এ সম্বন্ধে ইংরাজী বাঙ্গালা পুস্তক এবং অনেক সংবাদ পত্রেও অনেক জানিবার সম্ভাবনা আছে এইজন্যই এ সম্বন্ধে বাহুল্য কিছু আমরা বলিব না। কেবল পাঠক পাঠিকার সাবধানতার জন্য কয়েকটী কথা বলিয়াই প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত করিব। এইপ্রকার চক্রে অনেক সময় যে অতিশয় কুফল ফলে তাহা আমি নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। পূর্ব্বে শ্রীগোঃ মিডিয়ম বলিয়া যাহার উল্লেখ করিয়াছি, সে ব্যক্তি আমার একটী আত্মীয়। চক্রে বসিয়া মিডিয়ম্ হইতে হইতে তাহার এমনি ভাব হইল যেন দিবানিশি সে ভূতগ্রস্ত। কোন স্থানে ধর্ম্ম বিষয়ের একটী গান শুনিলেই সে অজ্ঞান হইত, এমন কি কোন পুস্তকে ভগবানের মহিমার একটী কথা শুনিলে সে আপনাকে রক্ষা করিতে পারিত না। চক্রে বসিবার পূর্ব্বে কখনও তাহার ধর্ম্ম ভাবের লক্ষণ কিছু দেখা যায় নাই। একদিন কোন ধর্ম্মালয়ে সংকীর্ত্তনে তাহাকে লইয়া গিয়া আমি মহাবিপদেই পড়িয়াছিলাম। কিছুকাল কীর্ত্তনের পরই সে ভয়ানক নাচিতে ও গর্জ্জন করিতে লাগিল এবং ঠিক্ ভূতাবিষ্টের ন্যায় বকিতে লাগিল। সেখানকার উপাসকদের অনেক অসুবিধা বোধ হইতে লাগিল এবং কেহ কেহ শ্রীগোঃকে ভণ্ড ভাবিয়া বড়ই তিরস্কার করিতে এবং ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কিন্তু আমি জানিতাম সে ভণ্ডামির লোক নহে এবং ঐ প্রকার তিরস্কার কি ভয়

প্রদর্শনে কোনরূপ উপকার লাভের সম্ভাবনা নাই। অনেক চেষ্টায় তাহাকে কোনরূপে বাসায় আনা হইল। কত ঔষধ কতবা অন্যান্য উপায় অবলম্বন করিয়া কিছুতেই কিছু হইল না, প্রায় ঐরূপ অবস্থায়ই সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল। পরে আমাদের একটী বন্ধু 'মেসমেরাইজ' করিয়া করিয়া ক্রমে ক্রমে তাহাকে ঘুম পাড়াইতে লাগিলেন। এইরূপে কিছু শান্ত ভাব অবলম্বন করিয়া রহিল, বাহিরে কিছুই প্রকাশ ছিল না বটে কিন্তু ভিতরে ভিতরে রোগের মূল বেশ ছিল। পরে কোন একজন লোক তাহাকে ভগবানের একটী নাম বলিয়া দেন এবং সেই নামটী নিয়ত জপ করিতে বলেন। আর সকাল ও বিকাল বেলা কাক-চঞ্চু প্রাণায়াম করিতে শিখাইয়া দেন। তাহাতেই সে আরোগ্য লাভ করিয়াছে এবং পূর্ব্বের স্বাভাবিক অবস্থা হইতেও তাহার মানসিক অবস্থা ভাল বলিয়া অল্প দিন হইল আমার নিকট ব্যক্ত করিয়াছে। তাহার আত্মীয় স্বজনেরা যত্ন করিয়া চিকিৎসা করাইতেছিলেন। কিন্তু তাহার আরোগ্যের কারণ যে কি তাহা সে ব্যতীত অতি অল্প লোকেই জানে। সচরাচর চক্রে প্রায়ই এ প্রকার অবস্থা ঘটে না কিন্তু যখন আমাদের ঘটিয়াছিল তখন পাঠক পাঠিকার হিতার্থ এ কথা পরিষ্কার করিয়া লেখা কর্ত্তব্য মনে করিলাম।

কোন রুগ্ন বা দুর্ব্বল লোককে চক্রে বসাইবেন না। যাহাদের কোনরূপ বুকের ব্যারাম আছে তাহারা চক্রে বসিলে বড়ই অনিষ্ট হইতে পারে। গর্ভবতী স্ত্রীলোক চক্রে বসিবেন না। চারি জন কি তদতিরিক্ত দশ জন পর্য্যন্ত চক্রে

লইতে পারেন, ইহার অতিরিক্ত হইলে গোলযোগ হইবার সম্ভাবনা। মিডিয়মকে প্রথমেই পরীক্ষার জন্য কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না বা অতিরিক্ত কথা বলার জন্য ব্যস্ত করিবেন না। আপনারা সঙ্গীত ও প্রার্থনা করিবেন মাঝে মাঝে কথা জিজ্ঞাসা করিবেন। যদি নিকৃষ্ট আত্মা আসিয়া উৎপাৎ করে তবে ভগবানের নামের দোহাই দিয়া শান্ত হইতে কি ছাড়িয়া যাইতে বলিবেন। অনেক মন্দ আত্মা আসিয়া মিথ্যা কথা বলিয়া বড় লোকের নাম করিয়া আপনার পরিচয় দেয়, প্রবঞ্চকের স্বভাব পরলোকে যাইয়াই পরিবর্ত্তিত হয় না। অতএব বাক্যের সহিত ব্যবহার মিলাইয়া বিশ্বাস করিবেন। কেননা সাধু বলিয়া আপনার পরিচয় দেওয়া সহজ কিন্তু সাধুর মত ব্যবহার করা অসাধুর কর্ম্ম নহে। ভাল আত্মাদের রাগ থাকে না, অহঙ্কার অভিমানের কথা থাকে না এবং সহজে তাঁহারা আত্ম পরিচয়ও প্রদান করিতে চাহেন না। অতএব এ সমস্ত বিষয়ে সতর্ক থাকিবেন। কোন একটা নিয়ম করিয়া চক্রে বসিবেন অর্থাৎ সপ্তাহে একবার কি দুইবার কিম্বা একদিন অন্তর একদিন যেন ঠিক থাকে। সময়টাও ঠিক থাকা আবশ্যক, রাত্রি দশটার সময় আরম্ভ হইলেই ভাল হয় কারণ বাহিরের গোলযোগ তখন বড় থাকে না।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয়-অধ্যায়।

এই অধ্যায়টীই আমার পুস্তকের **সারাংশ** এবং কেবল এই অধ্যায়টীর অনুরোধেই এই পুস্তক প্রচার করিতে কৃত-সংকল্প হইয়াছি। নতুবা চক্র করিয়া আত্মা আনয়ন সম্বন্ধে এত পুস্তক এবং পত্রিকাদি প্রচারিত হইয়াছে এবং আজিও হইতেছে যে, সে বিষয় লইয়া আমার একখানা পুস্তক লেখার কোনই প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু আমাদিগের এই অধ্যায়ের লিখিত ঘটনা সকলে পূর্ব্ব প্রচারিত সমস্ত বিষয়ের সহিত অনেক পার্থক্য ও বিশেষত্ব আছে, পাঠক পাঠিকা তাহা জানিতে পারিবেন।

আমরা চক্র করিয়া অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়াছিলাম এবং আর কিছুদিন অধ্যবসায়ের সহিত ঐরূপ চলিলে যে, আরও অধিকতর আশ্চর্য্য ঘটনা সকল দেখিতে পাইতাম তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু ইতিমধ্যেই ভগবানের কৃপায় দৈবাৎ আমরা এক অভিনব তত্ত্বে প্রবেশ করিলাম। ইহা দ্বারা আমাদের এত উপকার হইল এবং অনেকের বিশ্বাসের ভিত্তি ইহার উপর স্থাপিত হইয়া এমনই অটল হইল যে, অন্য কোন উপায়ে এরূপ হইত কি না সন্দেহ। পাঠক পাঠিকার গোচরার্থ ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিতেছি।

চক্ষে চক্ষে চাহিয়া একজন আর এক জনকে অজ্ঞান করিতে পারে, এই কথা শুনা ছিল মাত্র। বাস্তবিক কখনই

এইরূপ বশীকরণ কি মুগ্ধকরণ * স্বচক্ষে দেখিয়াছিলাম না। নিজে প্রত্যক্ষ না করিলে শত বিশ্বাসী লোকের নিকট শুনিয়াও এইরূপ বিষয়ের প্রকৃত বিশ্বাস জন্মে না। আমি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া একজনকে বশীভূত বা মুগ্ধ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। এই সময় একখানা পুস্তক আমার কিছু সাহায্য করিয়াছিল। কিছু দিন পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়া আমি কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। অনেক চেষ্টার পর এক দিন একটী লোক অজ্ঞান হইল। সে চক্ষু বুজিলে ক্রমে ক্রমে তাহার শরীর শক্ত হইতে লাগিল এবং গলায় শব্দ হইতে লাগিল। কিছু কাল পরে তাহার সমস্তটী শরীর লৌহবৎ শক্ত হইল। সে ব্যক্তি তত সবল নহে কিন্তু তাহার হাতের মুষ্টি খুলিতে একজন মহা বলবানেরও সাধ্য রহিল না। অন্যে চীৎকার করিয়া ডাকাতেও আর তাহার সাড়া নাই। এই ব্যক্তি এখানকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার বাবু তারিণীকুমার গুপ্ত এসিষ্টাণ্ট্ সার্জ্জন মহাশয়ের বাসার লোক; আমরা ইহার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া তারিণী বাবুকে খবর দিলাম। তিনি আসিয়া অনেক প্রকার পরীক্ষাদি করিলেন এবং অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার নাম ধরিয়া গোবিন্দ গোবিন্দ বলিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিলেন। তাহার ভরসা ছিল তাঁহাকে গোবিন্দ যেরূপ সম্মান ও সম্ভ্রম করে, তাঁহার কণ্ঠের

---

* ইংরাজীতে ইহাকে "মেস্‌মেরিজম্" বলে। মেস্‌মার নামক একজন সাহেব ইহা আবিষ্কার করিয়াছিলেন বলিয়াই ইহার এই নাম হইয়াছে। কিন্তু ভারতে যে অতি পূর্ব্বকালেও ইহা বিদিত ও প্রচলিত ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

একটুমাত্র শব্দ কাণে গেলেও আর সে উত্তর না করিয়া থাকিতে পারিবে না। কিন্তু গোবিন্দ এমন ভাবেই অভিভূত হইয়াছে যে, বাহিরের কামানের শব্দও তাহার কাণে প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমি অতি ছোট করিয়া ডাকা মাত্র অমনি যথাসাধ্য উত্তর করিতেছে। আমরা পুস্তকাদিতে যেরূপ পাঠ করিয়াছিলাম সেইরূপে তাহাকে পরীক্ষা করিতে লাগিলাম। তারিণী বাবু তাহার মুখে কতকগুলি অতি তীব্র এসিড্ দিলেন। ইহাতে তাহার জিহ্বা এমন পুড়িয়াছিল যে, ৩।৪ দিন পর্য্যন্ত আহার করিতে কষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু তখন সে ব্যক্তি তাহাতে মুখ একটু মাত্র বিকৃত করিল না কিম্বা তাহার মুখে যে কোন বস্তু দেওয়া হইয়াছে এরূপ ভাব কিছুমাত্র প্রকাশিত হইল না। এই সময় তারিণী বাবু গোবিন্দ কোনরূপে জানিতে না পায়, এইভাবে আমার মুখে অল্প একটুকু কুইনাইন দিলেন, অমনি সে মুখটাকে বিকৃত করিতে লাগিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "গোবিন্দ, কি খাইতেছ?" মৃদুস্বরে উত্তর হইল 'তিতো'

আমরা এই সকল কাণ্ড লইয়া ব্যস্ত আছি, এমন সময় ঘরের পশ্চাতে "চট্ চট্" করিয়া একটা শব্দ হইতে লাগিল। আমাদের একজন দৌড়াইয়া সেখানে গেলেন, তিনি কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না এবং সেখানে কাহারও আসার সম্ভাবনাও ছিল না; কিন্তু সেখানে একটী অভিনব গর্ত্ত হইয়াছে। দুর্ব্বাঘাস আদি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া তৎক্ষণাৎ কি প্রকারে সে গর্ত্ত হইল বুঝা গেল না। আমরা সকলে দেখিতে

গেলাম, কিন্তু অনেক অনুসন্ধান করিয়াও বুঝিতে পারিলাম না। কি প্রকার অস্ত্রদ্বারা হঠাৎ সেই প্রকার গঠনের একটী গর্ত্ত হইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত শব্দটীর সঙ্গে এই গর্ত্তের সম্বন্ধ আছে, অর্থাৎ সেই শব্দটী এই গর্ত্ত করারই শব্দ, আমরা এ প্রকার অনুমান করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম, কিন্তু শব্দ এবং আমাদের অনুসন্ধান ইহার মধ্যে এক মিনিটের অধিক সময় যায় নাই, অথচ অনুসন্ধানে কিছুই জানিতে পারিলাম না। এই ঘটনার সহিত আমাদের অবলম্বনীয় বিষয়ের কোন সম্বন্ধ আছে কি না জানি না এবং কিছুই বুঝিতেও পারি-নাই; কেবল যাহা ঘটিয়াছিল তাহাই পাঠক পাঠিকাকে জানাই-লাম। এইরূপ অদ্যকার আরও একটী ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। যখন আমাদের এই দিনকার ঘটনা সমাপ্ত হইতেছে অর্থাৎ যখন গোবিন্দের চেতন করাইতেছিলাম, তখন ঠিক্ চেতনের সঙ্গে সঙ্গে একটী কার্য্য হইল। আমরা যেখানে বসিয়া এই সমস্ত করিতেছিলাম, সে একটী ডাক্তার খানার কম্পাউণ্ডিং রুম্। সেখানে একটী জানালার কাছে টেবিলের উপর কতকগুলি শিশি, বোতল এবং গ্লাস ছিল। গোবিন্দের চেতনের সঙ্গে সঙ্গে একটা কি দুইটা গ্লাস টেবি-লের উপর পড়িয়া গেল। তাহার পর একজন তাহা তুলিতে গিয়া দেখিলেন আরও অনেকগুলি শিশি বোতল ভাঙ্গিয়া রহিয়াছে। টেবিলটীতে কোন প্রকার আঘাত কিম্বা নাড়া পড়ে নাই, এমন কি, তখন কেহ টেবিল স্পর্শ করিয়াছিলেন বলিয়াও মনে হয় না এবং বাতাসও প্রবল ছিল না। এ ঘটনার সঙ্গেও প্রস্তাবিত বিষয়ের কোন সম্বন্ধ আছে কি

না জানিতে পারি নাই ; কিন্তু ইহাকে আমরা তখন কোন বৈদ্যুতিক শক্তির কার্য্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলাম।

যাহা হউক, মুগ্ধকরণ বা মেস্‌মেরিজম্‌ এক প্রকার অভ্যাস হইল, এবং দিন দিনই এ বিষয়ে উন্নতি লাভ করিতে লাগিলাম ; ইহা আমাদের অবসর সময়ের আনন্দদায়ক ঘটনা হইল। একদিন এখানকার একজন উকীলের বাসায় সেই বাসারই একজনকে মেস্‌মেরাইজ্‌ অর্থাৎ মুগ্ধ করা হইল। সে লোকটার আর নিজের কোন অস্তিত্ব রহিল না। তাহাকে আমি হাসিতে বলিলাম হাসিতে লাগিল, কাঁদিতে বলিলাম ভয়ানক কাঁদিতে লাগিল ; আমি বলিলাম "বড় শীত পড়িতেছে" অমনি সে শীতে অত্যন্ত কাঁপিতে লাগিল। আবার গরম পড়িতেছে বলায় যেন তাহার শরীরে জ্বালা হইতে লাগিল। আমি বলিলাম "তুমি জলে পড়িয়াছ" অমনি জলমগ্নের ন্যায় আস্‌ফাস্‌ করিতে লাগিল এবং নিশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ করিয়া রহিল। আবার যাই বলা হইল "জলে পড় নাই" অমনি দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া সুস্থ হইল। আমি বলিলাম "তোমাকে বোল্‌তায় কামড়াইতেছে," তখনই এমন ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল যে, দেখিয়া দুঃখ হইল। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আবার সেই কথাটী ফিরাইয়া না বলা যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্তই ঐ ভাব থাকে। হাসিতে কি কাঁদিতে বলিলে যতক্ষণে নিষেধ না করিবে ততক্ষণ হাসিতে কাঁদিতেই থাকিবে। ঐরূপ শীত, গ্রীষ্ম, জলেপড়া কি বোল্‌তায় কামড়ান, যে কোন কথা বলিবে, যতক্ষণে কথা ফিরাইয়া না লইবে ততক্ষণ কিছুতেই ঐ সকল ভাব যাইবে না। আমাকে চিমটী কাটিলে সে

বেদনা পাইতে লাগিল। আমি জল পান করিলাম সে জল পান করার মত গিলিতে লাগিল। এখানকার একজন এম্,এ, বি, এল্, আমাকে সেই ঘর হইতে প্রায় পঞ্চাশ হাত দূরে রাস্তার উপর ডাকিয়া লইয়া গিয়া আমার মুখে কিছু মিষ্টি দিলেন, কিন্তু সে ব্যক্তি ওখানে কোন মিষ্টরস আস্বাদন করার মত মুখ ভঙ্গি করিতে লাগিল, আমি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "তুমি কি খাইতেছিলে?" উত্তর করিল "বড় মিষ্টি"

আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "তোমার নাম হারাধন?" উত্তর "হাঁ"। বাস্তবিক তাহার নাম হারাধন নহে। আমি বলিলাম "না, তোমার নাম রামনাথ।" উত্তর "হাঁ। রামনাথ।" আমি বলিলাম "রামনাথ! বড় বৃষ্টি হইতেছে" উত্তর "খুব বৃষ্টি," সেই ব্যক্তির বাস্তবিক যে নাম আমি সেই নাম ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "তুমি রাইচরণকে জান?" উত্তর "হাঁ জানি।"

প্রশ্ন। তাহার বাড়ী কোথায়? যে গ্রামে বাড়ী তাহার নাম করিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "রাইচরণের পিতার নাম কি বলিতে পার?" উত্তর হইল, "জানি না।" আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম, সে ব্যক্তি নিজের পিতার নাম বলিতে পারিতেছে না কারণ তাহার পিতার নাম আমি জানি না। আমি জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার পিতার নাম জানিলে পরে সে বলিতে পারিল। এইরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, আমি যাহা জানি না সে তাহা বলিতে পারে না, কিন্তু আমি যাহা জানি তাহাই যে সে বলিতে পারে এমনও নহে। সে আমার সমস্ত জানে না কিন্তু আমাকে অতিক্রম করিয়া

কিছুই বলিতে পারে না। আমার বোধ হয় বেশী কিছুদিন এই প্রকার করিলে সে আমার সকল কথাই বলিতে পারিত। কিন্তু আমরা অন্য পথে গমন করায় এ বিষয়টী পরীক্ষা করিতে পারি নাই। কলিকাতার মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পুত্র পুরুবিক্রম ও সরোজিনী প্রভৃতি রচয়িতা শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই সময় কোন কার্য্যোপলক্ষে এখানে আসিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট এক দিন এইরূপ একটী লোককে মেস্‌মেরাইজ্ করা হইয়াছিল। তিনি এবং তাঁহার সঙ্গীয় লোকেরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন, কিন্তু পরিশেষে এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া সত্যসত্যই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। ঢাকায় বান্ধব সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের বাসায় সেই বাসারই একজন ভদ্রলোককে দুই দিন মেস্‌মেরাইজ্ করি। তথায় অনেক শিক্ষিত ভদ্রলোক ছিলেন, সকলেই দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন। এই প্রকার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অনেক দিন অনেককে মেস্‌মেরাইজ্ করা হইয়াছে এবং চেষ্টা করিয়া অনেক স্থলে সম্পূর্ণ অকৃতকার্য্যও হইয়াছি।

এই ঘটনা দ্বারা আমরা এই কয়েকটী সত্য লাভ করিয়াছি।

১ম। এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তিকে মেস্‌মেরাইজ্ অর্থাৎ মুগ্ধ বা বশীভূত করিতে পারে।

২য়। মুগ্ধ ব্যক্তি মুগ্ধকারীর সম্পূর্ণ আজ্ঞাধীন হয়। তাহার একটী কথার অন্যথা করিতে কিম্বা একটী আজ্ঞা উপেক্ষা করিতে শক্তি থাকে না।

৩য়। মুগ্ধ ব্যক্তি মুগ্ধকারী ভিন্ন অন্য লোকের কথা-বার্ত্তা, এমন কি, কাণের কাছে কামানের শব্দ হইলেও শুনিতে পায় না।

৪র্থ। মুগ্ধ ব্যক্তির নিজের শরীরের সঙ্গে মনের কোন সম্বন্ধ থাকে না। তাহাকে প্রহার করিলে, অস্ত্র করিলে, কিম্বা কোন স্থান অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিলেও সে তাহা টের পায় না।

৫ম। মুগ্ধকারী যাহা জানে না, মুগ্ধ ব্যক্তি তেমন কথার উত্তর দিতে পারে না। মুগ্ধকারীর শরীরে আঘাত পাইলে মুগ্ধ ব্যক্তি বেদনা পায় এবং মুগ্ধকারী আহার করিলে সে তাহার আস্বাদ পায়।

৬ষ্ঠ। মুগ্ধকারী যাহা বলে মুগ্ধ ব্যক্তি তাহাই বিশ্বাস করে। অতি কদর্য্য বস্তুকে ভাল বলিলে সে অমনি তাহাতে স্বীকৃত হয়। একদিন একজনকে মুগ্ধ করিয়া পরিহাস পূর্ব্বক পরীক্ষার্থ তাহার ভগিনীপতির নাম করিয়া বলা হইয়াছিল, "তিনি তোমার পিতা হন?" অমনি সে তাহাতে স্বীকৃত হইল।

মোট কথা এই যে, মুগ্ধ ব্যক্তির মনের স্বাধীনতার কোন অস্তিত্ব ভাব পাওয়া যায় না। সে সম্পূর্ণ রূপে মুগ্ধকারীর হাতের পুতুল। যতক্ষণ পর্য্যন্ত মুগ্ধাবস্থায় থাকে ততক্ষণ সে কোথায় কি ভাবে ছিল, সংজ্ঞা লাভ করিয়া তাহার কিছুই বলিতে পারে না। সে শুইয়া ছিল এবং এই উঠিল ইহার মধ্যে যে একটা সময় গিয়াছে, তাহাও সে জানে না। রাত্রি ৮টা হইতে ভোর ৮টা পর্য্যন্ত একদিন আমরা এই

১২ ঘণ্টা একজনকে মুগ্ধ অবস্থায় রাখিয়াছি। সে এক পলকের জন্যও নিদ্রা যায় নাই, অথচ এই সময়টার খবর কিছুই জানে না। পাঠক পাঠিকা এই মুগ্ধ ও মুগ্ধকারীর সম্বন্ধ মনে রাখিবেন, নতুবা যাহা লইয়া আমাদের গ্রন্থের অবতারণা, তাহাই বুঝিতে পারিবেন না। আপনারা মনে করিবেন না যে, এই মুগ্ধ করা দেখিয়া আমরা বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি, এই ঘটনা লইয়াই আপনাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছি। বাস্তবিক আমাদের মূল ঘটনার মর্ম্ম জানিতে হইলে, এই ঘটনা গুলি জানা অত্যন্ত আবশ্যক, এগুলি না লিখিয়া মূল ঘটনাটী লিখিলে কেহই কিছু বুঝিতে পারিতেন না, এই জন্যই মুগ্ধকরণ সম্বন্ধে এতদূর লিখিলাম। আমরা যাহা যাহা লিখিতেছি পাঠক পাঠিকা সেই কথা গুলি কেবল আমাদের মুখে না শুনিয়া যাহাতে নিজেরা করিয়া প্রত্যক্ষ দেখিতে পারেন, সেই জন্য এক একটী বিষয়ের বিবরণ সমাপ্ত করিয়া অমনি তাহা করিবার প্রকরণ লিখিতে ইচ্ছা করিয়াছি। এই জন্যই প্রথম অধ্যায়ে চক্রসংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিয়া তাহার প্রকরণও লিখিত হইয়াছে, এবং মুগ্ধ করার ফলাফল লিখিয়া এক্ষণ তাহারও প্রকরণ প্রকটিত করা যাইতেছে।

মেস্মেরাইজ বা মুগ্ধ করার প্রকরণ।

১ম। শান্ত স্বভাব, সুশীল ও সচ্চরিত্র, স্থিরদৃষ্টি অর্থাৎ যাহার চক্ষে ঘন ঘন পলক পড়ে না, যে তোমাকে অবিশ্বাস করে না, যে মিথ্যাকথা বা কুটিলতার ব্যবসায় করে না, এমন একটী লোক বাছিয়া লও।

২য়। কোন গোলযোগ শূন্য স্থানে (খোলা স্থানে নয়) একখানা বিছানায় তাহাকে দস্তর মত শোয়াও। মাথায় উঁচু বালিশ না দিয়া একখানা কাপড় দাও। তখন যেদিক হইতে বাতাস আসিতেছে সেই দিকে মাথা রাখিয়া শোয়াইবে। মশা কিম্বা মাছিতে বিরক্ত করিতে না পারে এজন্য গায়ে একখানা কাপড় দিবে কিম্বা মশারী খাটাইয়া লইবে, কিন্তু পাখার বাতাস করিবে না।

৩য়। ঐ ব্যক্তিকে বলিবে সে যেন বাহিরের বিবিধ বিষয় চিন্তা না করিয়া ঈশ্বর চিন্তা করে অথবা সে যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে সেই বিষয়ের চিন্তা করে। সে ব্যক্তি চিৎ হইয়া শুইলে তুমি তাহার মুখের ধারে আসিয়া এক পাশে বসিবে। এবং যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছ সেই কার্য্যে সিদ্ধ হইবার জন্য ভগবানের নিকট বল প্রার্থনা করিবে। আর আমি এই বিষয় কৃতকার্য্য হইবই হইব মনের এই প্রকার ধারণা যাহাতে হয় সেজন্য চেষ্টা করিবে।

৪র্থ। এখন তুমি ঐ ব্যক্তির দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলী দুইটীকে তোমার দুই হাতের তর্জ্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলীর মধ্যে আনিয়া মুটো করিয়া ধর। ইহাতে অবশ্যই তাহার ডানি হাত তোমার বাম হাত এবং তাহার বাম হাত তোমার ডানি হাতে ধরা পড়িবে।

৫ম। এখন তাহাকে তোমার চক্ষের দিকে চাহিতে বল এবং তীব্র দৃষ্টিতে একাগ্রতার সহিত তুমি তাহার চক্ষের দিকে চাহিতে থাক। এক সময় দুই চক্ষের দিকে চাওয়া যায় না এজন্য এক চক্ষের দিকেই চাহিও। তাহার চক্ষু

এবং তোমার চক্ষু যেন অর্দ্ধ হাতের অধিক অন্তর থাকে না। এজন্য অবশ্যই তোমাকে একটু কাত হইয়া বসিতে হইবে সুতরাং সুবিধা বোধ করিলে তুমি এক হাতের নীচে একটা বালিশ কি ছোট তাকিয়া দিতে পার।

৬ষ্ঠ। কিছু কাল চাহিয়া থাকিয়া যদি দেখ যে, সে ব্যক্তি চক্ষু স্থির রাখিতে পারে না, খুব ঘন ঘন পলক ফেলে, কিম্বা তাহার চক্ষু দিয়া কেবল জল পড়ে তবে তাহাকে পরিত্যাগ করিও কারণ সহজে তাহাকে করিতে পারিবে না। আর যদি দেখ ক্রমে ক্রমে ঘুমের আবেশের ন্যায় তাহার চক্ষের পাতা ভারি হইতেছে কি চক্ষু বুজিয়া আসিতেছে, তবে তুমি ইচ্ছা করিয়া তোমার চক্ষুকে ধীরে ধীরে এক এক বার বুজিবে। দেখিবে সেই সঙ্গে সঙ্গে সে ব্যক্তিও চক্ষু না বুজিয়া থাকিতে পারিবে না। এইরূপে ক্রমে ক্রমে আগ্রহ সহকারে কতক্ষণ কার্য্য করিলেই যদি দেখ তাহার চক্ষু বুজিয়া গেল, তখনই একটু ত্রস্ত হস্তে উভয় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলী এক হাতে নুটো করিয়া ধরিয়া আর এক হাতে মাথা হইতে পায়ের দিকে ঘন ঘন পাশ দিতে থাকিবে।

৭ম। আমাদের দেশে যে মন্ত্র পড়িয়া ঝাড়ার নিয়ম আছে তাহা অনেকেই দেখিয়াছেন। পাশ দেওয়া সেই ঝাড়ার মতন। মাথার দিক্ হইতে পায়ের দিকে ঝাড়িতে হয়। সতর্ক হইতে হইবে যে, গায়ে হাত না লাগে অথচ গায়ের নিকট দিয়া ঝাড়া হয়। বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে যে, কোন রূপে উলটা পাশ না পড়ে। অর্থাৎ মাথা হইতে নীচের দিকে পাশ দিয়া হাত ফিরাইয়া আনিতে আবার

নীচের দিক্ হইতে মাথার দিকে পাশ না পড়ে। এজন্য এই উপায় অবলম্বন করিবে যে, হাত ফিরাইয়া আনিবার সময় হাত মুটো করিয়া উপর দিয়া কিম্বা এক পাশ দিয়া আনিবে।

৮ম। পাশ দিতে দিতে গলায় খুব ঘড়ঘড়ী শব্দ হইতে, শ্বাস খুব প্রবল ও অস্বাভাবিক হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে ভয় করিবার কোন কারণ নাই। যতক্ষণ দেখিবে অন্য লোকে ডাকিলে উত্তর দেয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঠিক্ হয় নাই জানিও এবং পূর্ব্বের ন্যায় পাশ দিতে থাকিও, কিন্তু যখন দেখিবে অন্যের কথা শুনিতে পায় না কেবল তোমারই কথা শুনিতে পায়, তখন পাশ দেওয়া বন্ধ করিবে এবং তুমি সজোরে স্থির হইতে হুকুম করিবে। এইরূপ হইলেই সে তোমাদ্বারা মুগ্ধ হইল, এক্ষণ যেরূপ ইচ্ছা তাহাকে পরীক্ষা করিয়া লইবে। কিন্তু এই কথা মনে রাখিও যে, প্রথম প্রথম সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ নাও হইতে পারে, তবে তোমার আজ্ঞা যে তাহাকে মানিতে হইবে এবং তুমি যাহা বলিবে, তাহাই যে বিশ্বাস করিবে তাহার সন্দেহ নাই।

৯ম। চৈতন্য করিতে অন্য কিছুই করিতে হইবে না কেবল বিপরীত দিকে অর্থাৎ পা হইতে মাথার দিকে পাশ দিলেই অতি শীঘ্র চৈতন্য হইবে। যদি কিন্তু বিলম্ব দেখ তবে তাহাকে তোমার দিকে চাহিতে হুকুম করিবে। যদি চাহিতে পারে ভালই, না পারিলেও অবশ্যই চেষ্টা করিবে। তখন তুমি চক্ষের কাছে বুক হইতে ঘন ঘন বিপরীত পাশ দিবে। ইহাতে আর চৈতন্য হইতে প্রায়ই বিলম্ব হইবে না।

অনেকে একদিনের চেষ্টায় মুগ্ধ হয় না, ২।৩ দিন কি তদধিক দিন চেষ্টা করিতে হয়। কিন্তু একবার যে হইল, তাহার আর না হইয়া রক্ষা নাই। ক্রমে ক্রমে তাহার এমন অবস্থা হইবে যে, তাহাকে মুগ্ধ করিতে পাঁচ মিনিটও লাগিবে না। এক দিনে কেহ কাহাকেও এক ঘণ্টার অধিক চেষ্টা করিবেন না।

রাত্রিতে করিতে হইলে এমন ভাবে আলোর বন্দোবস্ত করিবেন, যেন উভয়ে উভয়ের চক্ষু পরিষ্কার ভাবে দেখিতে পায়। দিবস অপেক্ষা রাত্রিতেই ভাল হয়। প্রথম প্রথম করিতে একটু গোলমাল হইলে অসুবিধা হয়। দূরে বড় বড় কথা শুনিলেই অনিষ্ট হয়। কাছে বসিয়া চুপি চুপি কথাও বলিবে না। অন্য শব্দ অপেক্ষা মানুষের কথা-বার্ত্তায়ই চিত্ত অধিক চঞ্চল হয়।

সাবধানতা।

কখন কখন মুগ্ধ করিতে যাইয়া বড়ই ভয়ানক গোল-যোগ উপস্থিত হয়। কাহার কাহার শারীরিক গঠনের দোষেই হউক, অথবা মানসিক দুর্ব্বলতাবশতঃই হউক, তাহাদিগকে মুগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে কিছুকাল পরেই ভয়ানক যন্ত্রণা হইতে থাকে। এ প্রকার লোকদিগকে তৎক্ষণাৎ বিপরীত পাশ দিয়া সুস্থ করা উচিত। একদিন কোন এক স্থানে আমি একটী লোককে মুগ্ধ করিতেছিলাম। প্রায় ২ ঘণ্টার চেষ্টায় তাহাকে মুগ্ধ করি; কিন্তু তাহার অবস্থা এমন হইয়া পড়িল যে, কোন প্রকারেই চেতন করিতে পারি না। কত বিপরীত পাশ দিলাম, কিন্তু কিছুতেই কিছু

হইল না। পরিশেষে হঠাৎ এক বুদ্ধি হইল,—তাহার চক্ষের উপরে একটুকু (কেজুপুট্ অয়েল) এলাচির আরক দিলাম; তখন সে চক্ষু মেলিতে চেষ্টা করিতে লাগিল, এবং এই সুযোগে আমি উল্টা পাশ দিয়া তাহাকে সুস্থ করিলাম। এ প্রকার ঘটনা কদাচিৎ ঘটে। আমি কত লোককে মুগ্ধ করিয়াছি, কিন্তু আমার হাতে এরূপ ঘটনা একটী মাত্র হইয়াছে। আমি ভরসা করি, অন্য চেষ্টা না করিয়া কিছু কাল ধৈর্য্যের সহিত অপেক্ষা করিলে ইহাকেও সহজেই চেতনা করা যাইত।

যে সকল লোকের কোন প্রকার হৃদ্‌রোগ আছে, তাহাদিগকে মুগ্ধ করিতে চেষ্টা করিবে না।

যাহার কোন কুৎসিত সংক্রামক রোগ আছে, এমন লোককে মুগ্ধ করিবে না এবং এমন লোকের দ্বারা মুগ্ধ হইবে না।

মনে কোন খারাপ ভাব লইয়া মুগ্ধ করিতে বসিবে না। তোমার মনকে বিশুদ্ধ ও প্রার্থনাযুক্ত করিয়া লইলে যাহাকে মুগ্ধ করিবে, তাহার আধ্যাত্মিক উপকার হইবে।

কোন বাহাদুরী দেখাইবার জন্য একার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে না, তাহা হইলে অধিকাংশ সময়ই অকৃতকার্য্য হইবে এবং ক্রমে ক্রমে তোমার মুগ্ধকারী শক্তি নষ্ট হইয়া যাইবে! মুগ্ধ করিবার সময় মুগ্ধকারী ব্যতীত অন্য লোকে ছুঁইবে না। ছুঁইলে যে মুগ্ধ না হইবে এমন নহে, কিন্তু কষ্ট হইতে পারে।

কাহাকেও চক্ষু মুদ্রিত করার পর দুই মিনিট কি এক মিনিট পাশ দিলেই সম্পূর্ণ মুগ্ধ হয়, কাহাকেও বা অনেকক্ষণ

পাশ দিতে হয়। মুগ্ধ হইয়াছে কিনা জানিবার জন্য মুগ্ধকারী ব্যতীত অন্য একজন তাহাকে ডাকিয়া দেখিবে, যদি তাহাতে উত্তর না দেয় এবং মুগ্ধকারী ডাকিলে উত্তর দেয়, তবেই জানিবে যে মুগ্ধ হইয়াছে। তখন চারিদিকে অন্য লোকে শত গোলযোগ করুক, তাহাতে কিছুমাত্র অনিষ্ট হইবে না। মুগ্ধ হইলে আর হাত ধরিয়া রাখার প্রয়োজন নাই।

চক্ষে চক্ষে না চাহিয়া একজন লোককে শোয়াইয়া কিম্বা বসাইয়া অনবরত কেবল পাশ দিতে থাকিলেও মুগ্ধ হইতে পারে। কিন্তু সেরূপ করিতে বড় কষ্ট এবং সে অনেক চেষ্টাসাপেক্ষ, তবে কাহারও পক্ষে তাহাতেও সহজ হইতে পারে। আমার বোধ হয় পূর্ব্বোল্লিখিত উপায়ই শ্রেষ্ঠ এবং উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ।

মুগ্ধ অবস্থায় আত্মার আগমন।

একদিন কোন বাড়ীতে আমরা আমাদের পূর্ব্বোক্ত গোবিন্দকে মুগ্ধ করিয়া আমোদ দেখিতেছিলাম। সে মুগ্ধ হইয়াছে, হাসিতে বলিলে হাসে, কাঁদিতে বলিলে কাঁদে, আমি ভিন্ন অন্যে কথা বলিলে শুনিতে পায় না এবং তাহার সমস্ত শরীর লৌহের মত আড়ষ্ট। এইরূপ কিছুকাল গত হইলে আমি তাহাকে একবার নাম ধরিয়া ডাকিলাম, কিন্তু উত্তর নাই। আবার ডাকিলাম, উত্তর নাই। এইবারে আমি কিছু আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম যে, আমার ডাকে সে উত্তর দিতেছে না। মুগ্ধের এমন শক্তি নাই যে, মুগ্ধকারীর কথার উত্তর না দিয়া থাকিতে পারে। আমি বিস্ময়ান্বিত হইয়া

আবার "গোবিন্দ, গোবিন্দ" বলিয়া ডাকায় সে তীব্রস্বরে "কে তোর গোবিন্দ," এই বলিয়া এক মুষ্ট্যাঘাত করিল। এই নূতন কাণ্ড দেখিয়া কিছুকাল আমরা কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। পরে কিছু অপেক্ষা করিয়া বিনয় সহকারে জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি যদি গোবিন্দ নহেন, তবে আপনি কে?" অমনি একটা নাম করিল, কিন্তু সে নামের লোক আমরা কেহই চিনি না। তাহার পর যে কি কি কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা ঠিক্ ঠিক্ আমার মনে নাই। এই সমস্ত বিষয় লইয়া যে পুস্তক লিখিব, তাহা তখন মনেও ভাবি নাই। কিন্তু এইরূপ যেন বলিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়,—"আমি ইচ্ছা করিয়া আসিয়াছি।" অনেকক্ষণ পরে আবার রূপান্তর হইল। মিডিয়মের শরীর যে নরম হইয়াছিল, তাহা আবার পূর্ব্বের ন্যায় শক্ত হইল। এতক্ষণ অন্যের কথা শুনিতেছিল, এখন আবার কাহারও কথা শুনিতে পাইতেছে না। আমি এইবারে আবার "গোবিন্দ" বলিয়া ডাকিলে অমনি উত্তর করিল এবং পূর্ব্বের ন্যায় আমার সমস্ত আজ্ঞা পালন করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে আমি তাহাকে বিপরীত পাশ দিয়া চৈতন্য সম্পাদন করিলাম। সে এ সমস্ত ঘটনার কিছুই জানে না।

পাঠক মুগ্ধ-করণ প্রবন্ধে জানিয়াছেন যে, মুগ্ধব্যক্তি কোন প্রকারে মুগ্ধকারীর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারে না, এমন কি, মুগ্ধ ব্যক্তির নিজের একপ্রকার অস্তিত্বই থাকে না। কিন্তু এই এক অভিনব অবস্থায় দেখা গেল যে, মুগ্ধকারীর আজ্ঞা প্রতিপালন করা দূরের কথা, তাহার আজ্ঞা সম্পূর্ণ-

রূপে উপেক্ষা করিয়া তাহার প্রতি অত্যাচার করিতেছ। আবার মুগ্ধ ব্যক্তি মুগ্ধকারী ব্যতীত অন্তের কোন কথা শুনিতে পায় না, কিন্তু এ অবস্থায় সকলেরই কথার উত্তর দিতেছে, এবং সকলের সঙ্গেই প্রায় কথা কহিতেছে। আর একটী বিশেষ কথা এই যে, আপনাকে অন্ত কোন পরলোকগত আত্মা বলিয়া পরিচয় দিতেছে। মুগ্ধ অবস্থার সহিত এ অবস্থার প্রায় কিছুই সাদৃশ্য নাই। যখন বলিতেছে 'তবে এখন যাই', তাহার পর অমনি পূর্ব্বের অবস্থায় অর্থাৎ মুগ্ধ অবস্থায় পরিবর্ত্তিত হইতেছে।

অনেকে এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া পরলোকগত আত্মার আগমন বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু বিশ্বাস অন্তরের বস্তু, যাঁহার অন্তরে বিশ্বাস আছে তিনি বাহিরে একটু লক্ষণ দেখিলেই বিশ্বাস করেন। আর যাহাদের অন্তরে বিশ্বাস নাই, প্রত্যক্ষ পরিষ্কার প্রমাণ পাইলেও তাহাদের মনের সন্দেহ দূর হয় না। পরলোকগত আত্মার আগমন ত অতি দূরের কথা, মানুষের আত্মা বলিয়া যে একটা কিছু আছে, পাঞ্চভৌতিক দেহ বিনষ্ট হইলে যে আর কিছু থাকে, আজি কালিকার লেখাপড়া-জানা লোকদিগের মধ্যে বোধ হয় শতকরা ৯০ জনের সে বিশ্বাস নাই। সুতরাং আমাদিগের এই ঘটনা দেখিয়াও যে নানা জনে নানা রূপ তর্ক উপস্থিত করিলেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই। আমরাও কোন দিকে গড়াইয়া না পড়িয়া তাহাদেরই অনেকের সহিত মিলিত হইয়া সত্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। বস্তুত আমাদের মধ্যে কাহারও জোর করিয়া

কোন পক্ষ সমর্থনের প্রয়োজন বা অভিসন্ধি ছিল না। উভয় পক্ষের লোকেরই সত্যের জন্য অনুসন্ধান ছিল। কিন্তু বহু পরীক্ষা এবং বহু অনুসন্ধানের পরও প্রতিবাদ-কারীদিগের পক্ষ সমর্থনের উপযুক্ত হেতু পাওয়া গেল না, এবং দেখা গেল তাঁহারা বিপরীত পক্ষ সমর্থন করিতে যে যে কথা বলিয়াছিলেন, সে সকলের সঙ্গে ঘটনার সামঞ্জস্য হয় না। আপত্তি সমূহের উল্লেখ এবং তাহার অসঙ্গততার প্রমাণ করিবার পূর্ব্বে আমাদিগের আরও অনেক ঘটনা উল্লেখের প্রয়োজন। এস্থলে পাঠক পাঠিকাদিগকে জানাইতেছি যে, ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে আপত্তিকারীরা কখনও কোনও সন্দেহ করেন নাই। আমরা সাবধান করিতেছি, অনেকে জগৎকে প্রবঞ্চনাময় দেখে, তাদৃশ ব্যক্তিরা যদি এই ঘটনাকে অবিশ্বাস করে, তবে নিজেদের সঙ্কীর্ণ হৃদয়ের দোষে এত বড় একটা গুরুতর বিষয়ের সত্যানুসন্ধানে বিরত থাকিয়া আত্মপ্রবঞ্চিত হইবে।

মুগ্ধকরণ কার্য্যের মধ্য হইতে আমরা এই আশ্চর্য্য অভিনব তত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়া উৎসাহের সহিত বাবু তারিণীকুমার গুপ্ত এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন মহাশয়ের বাসায় মাঝে মাঝে এইরূপ চর্চ্চা করিতে লাগিলাম। প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছি যে, একটু আত্মহারা অবস্থায়ই আত্মাগণ মানুষকে অধিকার করিতে সুবিধা পায় এদেশে বহুদিন অবধি এইরূপ প্রবাদ আছে; এখন এই বিশ্বাস আসিতে লাগিল যে, মুগ্ধ অবস্থায় আত্মাগণ মানুষকে অধিকার করিতে অধিকতর সুবিধা পায়। এই হইতে আমরা চক্র করা পরিত্যাগ করিলাম এবং এক-

জনাকে মুগ্ধ করিয়া তাহার উপর কোন আত্মার আগমনের জন্য সকলে প্রার্থনা করিব এই স্থির করিলাম। মুগ্ধ ব্যক্তি একটী মৃত শবের ন্যায়, সুতরাং তাহার উপর কোন ক্রিয়া কাণ্ড হইলে আর অবিশ্বাসের কোন কারণ থাকিবে না। একদিন আমরা গোবিন্দকে ঐ প্রকার মুগ্ধ করিয়া বসিয়া সকলে কোন একটী উৎকৃষ্ট আত্মার জন্য প্রার্থনা করিতেছি, কিছুকাল পরেই তাহার একটা ঘোরতর পরিবর্ত্তন হইল। শরীরটা এমন ভাবে মোচড়াইয়া যাইতে লাগিল যে, হাত পা যেন ভাঙ্গিয়া যায়। আমরা একটুকু ভয় পাইয়া ভগবানের নাম ও সঙ্গীত করিতে লাগিলাম; কিছুক্ষণ পরেই শরীরটী স্থির হইল। নাম ধরিয়া কত ডাকিলাম, কিন্তু উত্তর পাইলাম না। এই সময় আমি বলিলাম "একদিন প্রহার পাইয়াছি, তাই কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে ভয় হয়।" এই কথা শুনিয়া একটু অতি সুন্দর হাসি হাসিলেন। তখন একটু ভরসা পাইয়া খুব বিনয় সহকারে বলিলাম, "আমরা কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?" অতি ছোট স্বরে উত্তর হইল "কি জিজ্ঞাসা?" "আপনি যদি পরলোকগত কোন মহাত্মা আসিয়া থাকেন, তবে অনুগ্রহ করিয়া পরিচয় দানে বাধিত করিবেন।"

উত্তর। কি প্রয়োজন?

প্রশ্ন। তবে আপনি কেন এখানে আসিলেন?

উত্তর। ভাল লাগে।

প্রশ্ন। সঙ্গীত শুনিতে আপনার ভাল লাগে?

উত্তর। হাঁ।

প্রশ্ন। তবে একটী সঙ্গীত হইবে ?

উত্তর। যেমন ইচ্ছা।

এই কথার পর একটী ভক্তি রসের সঙ্গীত হইল। আমরা দেখিতে লাগিলাম, সঙ্গীত শুনিয়া যেন ভক্তিভাবে সে গদ-গদ হইতে লাগিল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই নয়নধারায় দুই গণ্ড ভাসিয়া যাইতে লাগিল। আর মাঝে মাঝে আবেশ জনিত "আহা" এই শব্দ অতি ছোটস্বরে হইতে লাগিল। আমরা দেখিয়া অবাক্ হইলাম। কারণ আমাদের মিডিয়ম্ উপাসনা কাহাকে বলে বা ভগবদ্ভক্তি জিনিষটা কি তাহাও বোধ হয় জানে না। এরূপ ভক্তিভাব যে তাহাতে থাকিতে পারে তাহার জীবনে আজি পর্য্যন্ত তাহার সহ-বাসী আত্মীয় স্বজনগণ এমন কোন আভাস প্রাপ্ত হন নাই। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন "আজি তবে বিদায় হই।" রাত্রি অধিক হইয়াছিল কিন্তু তথাপি অনেকের বিদায় দিতে ইচ্ছা ছিল না, কেবলমাত্র তিনি নিজে আর থাকিতে না চাহিবায় বাধ্য হইয়া আমরা তাহাকে বিদায় দিলাম। বিদায়ের আগে বলিলাম "আমরা ডাকিলে আপনি অনুগ্রহ করিয়া আসিবেন ?" তিনি বলিলেন "চেষ্টা করিব।" আমরা নমস্কার করিলাম; তিনিও নিয়মমত নমস্কার করিলেন। যাই নমস্কার করিয়া হাত দুখানা ছাড়িয়া দিলেন, অমনি মুগ্ধ অবস্থা উপস্থিত হইল। তখন বিপরীত পাশ দিয়া চৈতন্য-বিধান করা গেল। মিডিয়ম বলিল সে কিছুই জানে না।

এই প্রকার নিয়মিতরূপে কয়েক দিন চলিতে লাগিল এবং একই আত্মার আগমন আমরা অনুমান করিতে লাগি-

লাম। কিন্তু তিনি কিছুই পরিচয় দেন না এবং অনেক ডাকিয়া ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলে অনেকক্ষণ পরে কোন একটী কথা বলেন। অধিকাংশ সময়ই যেন ধ্যানমগ্ন, মাঝে মাঝে যখন সংজ্ঞা লাভ হয় তখন "উ—" এইরূপ একটী শব্দ করেন। কেবল সঙ্গীত শুনিলেই দুই চক্ষের জলে ভাসিয়া যান।

একদিন আমরা এই প্রকার ভাবে মুগ্ধ করিয়া তাহার উপর আত্মা আনয়ন করিয়াছি। পূর্ব্বোক্ত মহাশয়ের আবির্ভাবই অনুভব করিতেছি। সঙ্গীতাদি হইতেছে এবং তাহাতে যেরূপ লক্ষণাদি হয়, তাহাও হইতেছে। কিন্তু কথা প্রায়ই কহিতেছেন না। এক এক কথা জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া আমরা পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। এমন সময় এখানকার একজন বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ইনি আজ প্রথম এই দেখিতে আসিয়াছেন, সমস্ত ঘটনাগুলিই ইহার কেমন কেমন লাগিতেছে। আমাদিগকে অবিশ্বাস করেন না বলিয়া এখনও আছেন, নতুবা হয়ত জুয়াচুরী মনে করিয়া চলিয়া যাইতেন। তিনি বলিলেন "মহাশয়, যদি আমার উপর ভূত আনিতে পারেন, তবে বিশ্বাস করিতে পারি।" আমি বলিলাম "চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারি, আমি আপনাকে মুগ্ধ করিতে হয়ত পারিব, কিন্তু আত্মা আনয়নে আমার অধিকার এই পর্য্যন্ত যে, সেজন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে পারি।" তিনি পরীক্ষা করিতে অত্যন্ত ব্যস্ত হইলে আমি তাঁহাকে লইয়া অন্য একটা পাশের ঘরে প্রবেশ করিলাম। আমার সঙ্গে অনেকে সেখানে গেলেন, কেবল

দুই একজন পূর্ব্বোক্ত মিডিয়মের নিকট রহিলেন। কথা বলেন না বলিয়া তাঁহার নিকট কাহারও বড় থাকিতে ইচ্ছা ছিল না।

আমি উক্ত শিক্ষক মহাশয়কে মুগ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছি, তাঁহার চক্ষু প্রায় বুজিয়া আসিয়াছে, এমন সময় পূর্ব্বোক্ত মিডিয়ম্ আপনা-আপনি "ভাল হইবে না, ভাল হইবে না" বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিল। আমরা শুনিয়া একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। শত চেষ্টা করিয়া যাহাকে কথা বলান যায় না, সে আপনি চীৎকার করিয়া কথা বলিতেছে। কারণ জানিবার জন্য আমরা শিক্ষক মহাশয়কে এই অর্দ্ধ মুগ্ধ অবস্থায়ই রাখিয়া সকলে উঠিয়া তাঁহার নিকট গেলাম এবং জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি কি বলিতেছিলেন?" আবার বলিলেন "ভাল হইবে না"।

প্রশ্ন। কি হইবে?

উত্তর। অনিষ্ট হইবে।

প্র। কার অনিষ্ট, আপনার কি আমাদের?

উ। আমার অনিষ্ট কি?

প্র। তবে কি আমাদের?

উ। হইতে পারে।

এই সময় আমি একটু ভুল বুঝিলাম, আমি মনে করিলাম ইহাকে এই অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া আমরা সকলে চলিয়া গিয়াছি, বোধ হয় এই জন্য রাগান্বিত হইয়াছেন। এই ভাবিয়া আমি বলিলাম "তবে কি আপনি আজি যাইতে ইচ্ছা করেন?" উত্তর করিলেন "আপনাদের যেমন ইচ্ছা।"

আমি বলিলাম "তবে আজি আপনি আসুন, আমরা নমস্কার করি।" অমনি প্রতি নমস্কার করিয়া ছাড়িয়া গেলেন, অবিলম্বে মিডিয়ম্ মুগ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হইল। আমি বিপরীত পাশ দিয়া তাহাকে চেতন করিলাম। শিক্ষক মহাশয় অর্দ্ধ মুগ্ধ অবস্থায় শুইয়া আছেন, আমরা সকলে তাঁহার নিকট চলিলাম। যাই আমি গিয়া তাঁহার নিকটে বসিয়াছি, (দুই একটা পাশ দিয়াছিলাম কিনা মনে নাই) অমনি তিনি বক্ষঃস্থল স্ফীত করিয়া ঘোর গর্জ্জন আস্ফালন করিতে লাগিলেন। আমি তাহাকে থামাইবার জন্য কত চেষ্টা করিতে লাগিলাম, কিন্তু সমস্ত চেষ্টাই বিফল হইল। ক্রমেই তাহার অত্যাচার বাড়িতে লাগিল। শিক্ষক মহাশয় স্বাভাবিক দুর্ব্বল শরীর, কিন্তু তিনি অসাধারণ বলশালীর ন্যায় কার্য্য করিতে লাগিলেন। হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া চৌকীর উপর ঘুসি এবং দেয়ালের উপর যেরূপ সজোর পদাঘাত করিতে লাগিলেন যে, অত্যন্ত বলশালীর পক্ষেও সেরূপ করা সাধ্যায়ত্ত নহে। ফলতঃ সেই সময় তাঁহার মুষ্ট্যাঘাত পদাঘাত ও তর্জ্জন গর্জ্জন এমনই ভয়াবহ হইয়াছিল যে, উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ প্রায় সকলে সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্য ঘরে পলায়ন করিয়াছিলেন। কেবল নেহাত কর্ত্তব্যের অনুরোধে অতি সাহসে ভর করিয়া আমি এবং আর দু একটী সে ঘরে ছিলাম, আমাদিগকেও সরিয়া দূরে দাঁড়াইতে হইয়াছিল। কেহ পলায়ন করিয়া, কেহ দূরে সরিয়া আত্মরক্ষা করিলাম বটে, কিন্তু আমরা দেখিতে লাগিলাম যে প্রকার কাণ্ড হইতেছে, তাহাতে মিডিয়মের ঘোরতর

অনিষ্টের সম্ভাবনা এমন কি, প্রাণ সংশয়ও হইতে পারে। আর উপায়ান্তর কিছু না দেখিয়া আমরা অতি কাতর ভাবে সঙ্গীত ও প্রার্থনা ধরিয়া দিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বোধ হয় এক মিনিটের মধ্যে শিক্ষক মহাশয় সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া চৌকীর উপরে বসিলেন। আমরা সঙ্গীত ক্ষান্ত করিয়া তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিলাম, তিনি বেশ স্বাভাবিক ভাবে উত্তর দিয়া সকলকে তাঁহার নিকটে ডাকিয়া আনিতে বলিলেন। গোলযোগ থামিয়াছে দেখিয়া একে একে সকল বীর সেখানে উপস্থিত হইলে শিক্ষক মহাশয় বলিলেন, "আপনারা শুনুন আমি এক আশ্চর্য্য কথা বলিতেছি।"

তিনি বলিলেন "সমস্ত সময়ই আমার জ্ঞান ছিল, আমি সম্পূর্ণ মুগ্ধ হইয়াছিলাম না, ইহাই বোধ হয় জ্ঞান থাকার কারণ। আমার শরীর কিছু অবসন্ন হইয়াছিল। কিন্তু আপনারা কি বলেন কি করেন আমি সমস্তই শুনিতেছিলাম এবং আমার যে কিছুই হইবে না তাহাই ভাবিয়া মনে মনে হাসিতেছিলাম। এমন সময় আপনারা অপর কোটা হইতে যাই আসিয়া আমার কাছে বসিলেন, অমনি আমি অনুভব করিতে পারিলাম,—তেজোময় কি একটা আসিয়া আমার মধ্যে জোর করিয়া প্রবেশ করিল। জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও আমার উপর আর আমার বিন্দুমাত্র অধিকার রহিল না। হাত পা সমস্তই আমার অনিচ্ছায় প্রবল বেগে চলিতে লাগিল এবং আমার মধ্যে আমি এমন একটা প্রবল শক্তি অনুভব করিতে লাগিলাম যে, আমি যেন সমস্ত সংসার

চূর্ণ করিতে পারি এবং সেই রূপই আমার প্রবৃত্তি হইতে লাগিল। ইহার পরিণাম যে কত দূরে কি দাঁড়াইত বলিতে পারি না, কিন্তু অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আপনাদের ভগবানের নামযুক্ত সঙ্গীত আমার কাণে প্রবেশ করিতে না করিতে তৎক্ষণাৎ সেই মহাশক্তি আমাকে পরিত্যাগ করিল, অমনি আমি আমার স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইলাম। আজ আমি অত্যন্ত উপকৃত হইলাম এবং শত শত উপদেশ এবং আলোচনায় আমার যে বিশ্বাস জন্মিবার সম্ভাবনা ছিল না, আজ আমি এই ঘটনা দ্বারা সেই বিশ্বাস লাভ করিলাম।"

ভগবানের কৃপা হইলে, অবিশ্বাস করিতে আসিয়া বিশ্বাসী হইয়া যায়, হারাইতে আসিয়া হারিয়া যায়, বিদ্রূপ করিতে আসিয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া যায়, ধর্ম্মজগতে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। আমরাও আজি সেইরূপ একটী দেখিলাম। এই শিক্ষক মহাশয়ের লিখিত এই বিষয় সংক্রান্ত একখানা পত্র এই পুস্তকের স্থানান্তরে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা রহিল। অনেকেই অনুমান করিয়াছিলেন যে, শিক্ষক মহাশয়ের উপর কোন নিকৃষ্ট শ্রেণীস্থ আত্মা আবির্ভূত হইয়াছিল। কি পৃথিবী, কি আকাশ সকল স্থলেই অসংখ্য আত্মা নিরন্তর বিহার করিতেছে, সুতরাং সুবিধা পাইলে কোন মানুষকে আশ্রয় করিবে আশ্চর্য্য নহে। তবে যে নিরন্তর এরূপ ঘটনা সংঘটন হয় না তাহার কারণ এই যে, আত্মহারা না হইলে সহজভাবে তাহারা কাহাকেও বশীভূত করিতে পারে না। যাঁহারা আত্মার অস্তিত্বে

বিশ্বাস করেন, মনুষ্য শরীরে পরলোকগত আত্মার আবির্ভাব অস্বীকার করার পক্ষে তাঁহাদের বড় অধিক কারণ ও যুক্তি নাই। এ বিষয় স্থানান্তরে বিশদরূপে আলোচনা করিব মনে করিয়াছি। শিক্ষক মহাশয়ের প্রতি নিকৃষ্ট আত্মার আবির্ভাব এবং অত্যাচারাদির সঙ্গে অপর মিডিয়মের "ভাল হইবে না, ভাল হইবে না" এই কথার তাৎপর্য্য পশ্চাৎ আমরা বুঝিতে পারিলাম। যিনি শত জিজ্ঞাসা করিলে কথা বলেন না, তিনি ঐ নিকৃষ্ট শ্রেণীস্থ আত্মার মিডিয়মের মধ্যে প্রবেশের উদ্যোগ দেখিয়াই বোধ হয় এই-রূপ বলিয়াছিলেন। একারণ এস্থলে অসঙ্গত বোধ হয় না, এবং পাঠক পাঠিকা বোধ হয় এই ভিন্ন "ভাল হইবে না" কথার অন্য কোন তাৎপর্য্যও বাহির করিতে সক্ষম হইবেন না।

এই সমস্ত ঘটনার পর আমরা অধিকতর মনোযোগী হইলাম এবং ইহার উপর অনেক শিক্ষিত লোকের দৃষ্টি পড়িল। এই হইতে প্রায় প্রতিদিনই আমাদের কার্য্য চলিতে লাগিল। এস্থলে আমার একটী কথা বলার বড়ই প্রয়োজন বোধ হইতেছে। চক্ষু এবং কর্ণ চারি অঙ্গুল দূরে বসতি করে বটে, কিন্তু ইহারা একজনে অন্য জনার নিকট প্রাণের কথা খুলিয়া বলিতে পারে না, মানুষের ভাষা এমনই অপূর্ণ এবং বর্ণনা শক্তি এমনই ক্ষীণ যে, কোন একটী ব্যাপার দেখিয়া যে জ্ঞান হয় তাহা বর্ণনা করিয়া প্রকাশ করা অস-ম্ভব। আমরা দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, যে সকল অবস্থা দেখিয়াছি এবং তাহা দেখিয়া আমাদের মনে যেরূপ

ভাবের উদয় হইয়াছে তাহা কিছুই লিখিয়া জানাইতে পারিতেছি না। আমাদের মিডিয়ম গোবিন্দ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে এক কথা এই জানাইয়াছি যে, মিডিয়ম হইলে ইহার যেরূপ আশ্চর্য্য ধর্ম্মভাবের লক্ষণ প্রকাশ পায়, একজন ভক্ত চূড়ামণি বলিয়া বোধ হয়, বাস্তবিক তাহার স্বাভাবিক ভক্তির কথা দূরে থাকুক, সামান্য ভক্তির বা ধর্ম্মের লক্ষণও প্রকাশিত নাই। ইহাতেও মনে সন্দেহ থাকিতে পারে, হয়ত গোপনভাবে, তাহার অন্তরে খুব ভক্তি ছিল, নানা কারণে লোক মধ্যে প্রকাশ পায় নাই, কি প্রকাশ করে নাই। যদিও এস্থলে এরূপ অনুমান নিতান্ত অসত্য কিন্তু এরূপ যুক্তি অসঙ্গত নহে। তাই গোবিন্দ সম্বন্ধে আর একটী কথা বলিতেছি,—প্রকৃত লেখাপড়া জানা যাহাকে বলে গোবিন্দ তাহার কিছুই জানে না। পাড়াগাঁয়ে বোধ হয় পাঠশালায় লেখা পড়া করিয়াছিল, তাহাতে কতদূর বিদ্যা হইবার সম্ভাবনা সকলেই বুঝিতে পারেন। তাহার পর যে আর বিশেষ কিছু শিক্ষা হইয়াছে তেমন বোধ করিবার কোন কারণ পাই নাই। এখানে থাকিয়া সে তারিণী বাবুর কম্পাউণ্ডারের সহকারিতা করে। একেই ত পূর্ব্ব বঙ্গের ব্যবহৃত বাঙ্গলা ভাষা খুব অপরিষ্কার, তাহার মধ্যে গোবিন্দের ভাষা অধিকতর নিন্দনীয়; তাহার সঙ্গে যাহাদের একদণ্ডের তরেও আলাপ হইয়াছে, সেই বুঝিতে পারিয়াছে যে, সে বর্ত্তমান এবং প্রাচীন উভয় সমাজের শিক্ষাতেই বঞ্চিত রহিয়াছে। কিন্তু মিডিয়ম হইয়া সে অতি পরিষ্কৃত বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ব্যবহার করে, একটী স্থলেও গোলযোগ হয় না এবং

সে যে সমস্ত গুরুতর প্রশ্নের নূতন রকমের সুন্দর দৃষ্টান্ত দ্বারা হঠাৎ সদুত্তর প্রদান করে, বিশেষ একজন জ্ঞানী ও সাধক না হইলে সেরূপ করা কখনই সম্ভবপর হয় না। তৃতীয় অধ্যায়ে সেই সমস্তের কতক প্রকাশিত হইল, ভরসা করি তদ্দ্বারা একদিকে পাঠক পাঠিকার যেমন কৌতূহল প্রবৃত্তি চরিতার্থ হইবে, অন্যদিকে অনেকের বিশেষ উপকার হইবে সন্দেহ নাই।

মানব প্রকৃতির একটী স্বাভাবিক ভাব এই যে, আপনি যাহা সত্য বলিয়া বুঝে, জগৎকে তাহা বুঝাইতে চেষ্টা না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে না। জগতের যত কিছু উন্নতি সমস্তই মানব প্রকৃতির এই মহানুভাব হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। যখন মানবদেহে পরলোকগত আত্মার আগমন বিষয় আমরা এক প্রকার বিশ্বাস করিতে পারিলাম, তখন মানব প্রকৃতির সেই স্বাভাবিক ভাবকে অতিক্রম করিতে না পারিয়া এই বিষয়টী যাহাতে সকলের বিশ্বাস পথে আসিতে পারে সেই জন্য চেষ্টা করিতে আগ্রহ জন্মিল। তখন আর কাহারও নিকট কিছু গোপন না করিয়া যিনি ইচ্ছা করিলেন তাঁহাকেই মুগ্ধকরণ এবং আত্মা আনায়ন প্রণালী শিক্ষা দিতে লাগিলাম। কেহ কেহ কৃতকার্য্য হইলেন, কেহ বা অধ্যবসায় অভাবে কিছু দিন চেষ্টা করিয়াই নিরাশ হইলেন। যাঁহারা শিক্ষা করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে আমার একটী বন্ধু ছিলেন, ইনি এখানকার হিন্দুরক্ষিণী সভার একজন উদ্যোগী ও বক্তা। অধ্যবসায়ের সহিত চেষ্টা করিয়া অল্পদিনেই ইনি কৃত-

কার্য্যতা লাভ করিলেন। এবং ইহারাও সমবিশ্বাসী কয়েক-জন একত্রিত হইয়া একজনকে মুগ্ধ করিয়া আত্মা আহ্বান করিলেন। সমস্ত স্থানে আত্মা বিচরণ করিতেছে, আমাদের নিকটে নিকটেই বা কত ঘুরিতেছে কিন্তু আমাদের চক্ষুর শক্তি অতি ক্ষীণ বলিয়া আমরা তাহাদিগের সূক্ষ্ম শরীর দেখিতে পাইতেছি না। আমরা তাঁহাদিগকে ডাকিলে আসিতে যদি সুবিধা হয় তবে সর্ব্বদাই আসিবেন ইহা কিছু আশ্চর্য্য নহে। আমার উপরোক্ত বন্ধুদিগের নিকটও আত্মা আসিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যেও সত্যানুসন্ধিৎসু শ্রদ্ধেয় লোক ছিলেন এবং কয়েকদিন দেখিয়া তাঁহারা আত্মার আগমন বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এখানেও এমন সকল আশ্চর্য্য কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল যাহা মিডিয়মের শক্তির অতীত।

ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াই যে মানুষের সঞ্চিত সংস্কার দূরীভূত হয় না, প্রত্যুত মৃত্যুর পরও দীর্ঘ দিন পর্য্যন্ত উহা আত্মাকে অধিকার করিয়া থাকে, এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইব বলিয়া আমরা প্রথম অধ্যায়ে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইয়াছি। অতএব পাঠক পাঠিকা এ বিষয়ে মনোযোগ করিবেন। আমাদের দলে যাহারা একত্র হইয়া বসিতাম তাহার অধিকাংশই ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী, এবং পরবর্ত্তী দলে যাঁহারা বসিতেন তাঁহাদের প্রায় সকলেই গোঁড়া হিন্দু অর্থাৎ ব্রাহ্মধর্ম্ম বিরোধী এবং সাকার দেব দেবীর উপাসক কি উপাসনার পক্ষপাতী। বর্ত্তমান প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মে এবং ব্রাহ্মধর্ম্মে অনেক বিষয়ে মতভেদ আছে এবং তাহা

লইয়া নিরন্তর কত বিরোধই বা মতভেদ,—ইহা প্রায় সকলেই জানেন। আমাদের উভয় দলের আগত পর-লোকবাসী আত্মাদিগের মধ্যেও সেইরূপ মতদ্বৈধ দেখা গেল। অর্থাৎ আমাদের দলে যিনি আসিতেন তিনি নিরাকার ব্রহ্মোপাসনার পক্ষপাতী এবং সাকারোপাসনার বিরোধী। আবার দ্বিতীয় দলে যিনি আসিতেন তিনি তাহার ঠিক্ বিপরীত। এই ঘটনায় অনেকের মনে একটু গোলযোগ উপস্থিত হইতে পারে এবং কিছুক্ষণের জন্য আমরাও একটু চমকিত হইয়াছিলাম। কিন্তু যে সমস্ত কার্য্য পাইয়াছি তাহাতে আমাদের হঠাৎ বিশ্বাস করিবার সাধ্য ছিল না। তাহার পর কিছু ভাবিয়া দেখিলে এরূপ হওয়া কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া বোধ হয় না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইহলোকের সঞ্চিত সংস্কার পরলোকে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত আত্মার উপর আধিপত্য করে, এ কথা যে আমরা অনুমান করিয়া বলিয়াছি তাহা নহে, বোধ হয় অনেক ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের লোক এ কথার সত্যতা পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিবেন, কেন না ইহা না হইলে মৃত্যুর পর পাপ পুণ্যের ফলাফল কিছুই থাকে না। এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন পরলোকে যখন সকল মতাবলম্বী আত্মাই রহিয়াছে তখন ব্রাহ্মদিগের নিকট ব্রাহ্ম এবং পৌত্তলিকদিগের নিকট পৌত্তলিক মতাবলম্বী আত্মা আসিবেন কি আসিতে ভালবাসিবেন ইহা সম্ভব ব্যতীত অসম্ভব নহে। আর হিন্দু আত্মা সপ্তম স্বর্গের উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাও তাহার সংস্কারজনিত। আর একটী কথা বলিয়াছে—

"চৈতন্য পঞ্চম স্বর্গে আছেন এবং কাশীর ত্রৈলঙ্গ স্বামী সপ্তম স্বর্গে যাইবেন।" এ ভাবটীও তাহার পৃথিবীর সংস্কার সঞ্জাত বলিয়া বোধ হয়, কেন না এই আত্মাটির অন্যান্য কথা ও কার্য্যকলাপ দেখিয়া বুঝা গিয়াছে যে, ইনি একজন শাক্ত এবং সম্ভবতঃ তান্ত্রিকাচারী ছিলেন। এদেশীয় শাক্তগণ অধিকাংশই চৈতন্য সম্প্রদায়ের উপরে শ্রদ্ধা-বিহীন, অন্ততঃ শাক্তগণ মহাত্মা চৈতন্যকে যে সমুচিত শ্রদ্ধা অর্পণ করিতে পারেন না এ কথা অতি স্বীকার্য্য। মধ্যযোগের শাক্ত বৈষ্ণবের ভয়ানক বিসম্বাদই ইহার প্রমাণ।

অপরদিকে কাশীবিহারী শ্রীযুক্ত ত্রৈলঙ্গ স্বামী মহাশয়ের উপর শাক্তমাত্রের অচলা ভক্তি। কেহ কেহ তাঁহাকে স্বয়ং শিব বলিয়া বিশ্বাস করেন। অনেকের বিশ্বাস তিনি সহস্র সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত এই ভাবেই কাশীতে আছেন। কিন্তু তিন শত বৎসর পূর্ব্বে চৈতন্য মহাপ্রভু সন্যাসে বহির্গত হইয়া যে যে স্থানে যে যে সাধু মহান্ত ও পণ্ডিতের সঙ্গ পাইয়াছিলেন, বৈষ্ণবদিগের গ্রন্থ সমূহে তাহার সবিশেষ বর্ণনা আছে। কাশীধামেও তিনি অনেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। যদি সেই সময় ত্রৈলঙ্গ স্বামীর ন্যায় একজন মহাযোগী কাশীক্ষেত্রে থাকিতেন, তবে সেই কাশীতে অবস্থিতিকালে চৈতন্যের ন্যায় একজন ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তির তাঁহার সঙ্গে দেখা না করা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। বৈষ্ণবদের কোন গ্রন্থে ত্রৈলঙ্গ স্বামী মহাশয়ের নামোল্লেখ বোধ হয় কেহ দেখেন নাই। প্রগাঢ় বিশ্বাসী যাত্রীদিগের মুখে ছাড়া স্বামী মহাশয়ের কাশীতে শতাধিক

বৎসর অবস্থিতির কোন প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু বিরুদ্ধ প্রমাণ অনেক আছে। যাহা হউক, সে বিষয়ে আমাদের বিশেষ আলোচনা এ গ্রন্থে করিবার প্রয়োজন নাই। আমরা দেখিতে ছিলাম পূর্ব্বোক্ত শক্তি আত্মা পৃথিবীতে থাকিতে চৈতন্য অপেক্ষা ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে সমধিক শ্রদ্ধা করিতেন এবং সেই সংস্কার বশতঃই ঐরূপ প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। আর ভগবান কাহাকে কি ভাবে কোথায় রাখিবেন মানুষ তাহার সংবাদ পূর্ব্বেই বলিতে পারে কি না জানি না। ব্রাহ্ম আত্মাও যে তাঁহার পূর্ব্ব সংস্কার বশতঃ কোন কোন উত্তর দিয়াছেন ইহা অবশ্যই সম্ভব। আমরা পাঠকগণের কৌতুহল নিবারণার্থ তৃতীয় অধ্যায়ে এই দুই আত্মার বিরুদ্ধ উত্তর প্রত্যুত্তর সকল প্রদান করিলাম।

এইরূপ আত্মার আগমন সময় কয়েক দিন চৈতন্যের পর মিডিয়ম মাথা ধরায় বড়ই কষ্ট পাইতে লাগিল। এক দিন আমরা বলিলাম আমাদের মিডিয়মের যেরূপ অসুখ হইতেছে তাহাতে ইহাকে লইয়া আর যে আমরা এরূপ করিতে পারিব এমন ভরসা নাই। আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া ইহার কিছু উপায় করেন তবেই ভাল হয়। সেই দিন বলিলেন "আর অসুখ হইবে না" এবং সত্য সত্যই সেই দিন হইতে মিডিয়মের কোন অসুখই রহিল না। ইহার পর যে যে দিন নিকৃষ্ট আত্মাগণের আগমনে মিডিয়মকে লইয়া অনেক গোলযোগ হইয়াছে, সেই দিনই শেষে উৎকৃষ্ট আত্মা আসিলে তাঁহার নিকট মিডিয়মের স্বাস্থ্যের জন্য প্রার্থনা করিয়াছি এবং কষ্টও কিছু থাকে নাই। কিন্তু

একদিন জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিলেন "বিশেষ কষ্ট না থাকিতে পারে," এই দিন জ্ঞানোদয়ের পর মিডিয়মের কিছু কষ্ট ছিল। কিন্তু যে যে দিন কষ্ট থাকিবে না বলিয়াছেন সে সকল দিন কিছুই থাকে নাই। মিডিয়মকে লইয়া যেরূপ কাণ্ড হয় তাহা যদি দেখেন, তবে আপনারা বুঝিবেন যে, লোকটা হয়ত মারা গেল কিম্বা নিতান্ত বাঁচিলেও এক মাসের মধ্যে সুস্থ হইতে পারিবে না। এক দিন এখানকার এক জন পব্‌লিক্ ওয়ার্ক বিভাগের ওভারসিয়র মহাশয়ের বাসায় এমন ঘটনা হইয়াছিল যে, অনেকে মিডিয়ম মারা যাইবে সন্দেহ করিয়াছিলেন। সে অত্যাচার যে কি প্রকার অস্বাভাবিক তাহা বর্ণনা করা সহজ নহে। মানুষে চেষ্টা করিয়া ওরূপ করিতে পারে বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু অতি আশ্চর্য্য এই যে, তাহাতে পরিশেষে মিডিয়মের কোন কষ্টই থাকে না। কষ্টের কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে অবাক্ হইয়া উত্তর করিল "কষ্ট হইবে কিসের জন্য ?"

এই বিষয় সকল দিন অপেক্ষা একদিন এমন একটী অদ্ভুত ঘটনা হইয়াছিল যে, আমরা দেখিয়া একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিলাম। অনেক দিন পরে একদা আমরা গোবিন্দকে মেস্‌মেরাইজ করিয়া আত্মা আহ্বান করিলাম। কিছুক্ষণ পরে মিডিয়মের অত্যন্ত যন্ত্রণা হইতে লাগিল। ঠিক্ ধনুষ্টঙ্কারের অবস্থায় কিছুকাল ঘুরিতে ঘুরিতে চৌকী হইতে মাটিতে পড়িয়া গেল। তাহাতে নানাস্থানে লাগিয়া হাতের উপরের প্রায় চারি অঙ্গুল দীর্ঘ ও এক অঙ্গুল পরিসর

স্থানের চামড়াটা উঠিয়া গিয়াছিল; বিশেষ জোরে ঘসা লাগিলে যেরূপ হয়, ঠিক্ সেইরূপ হইয়াছিল। এ অবস্থায় রক্ত পড়ে না কিন্তু জল পড়িয়া থাকে, ইহা হইতেও সেইরূপ জল বাহির হইতেছিল, আমাদের একজন একবার এই জল মুছাইয়া দিলেন। অপর কোন একটী কাঁটা কি তদ্রূপ অন্য কিছুতে আঁচড় লাগিলে যেরূপ হয় মিডিয়মের পেটের উপর অনূ্যন আট আঙ্গুল পর্য্যন্ত দাগ পড়িয়াছিল। দাগটা লাল রক্তমুখো ছিল। আমরা ভাবিলাম আজি চৈতন্যের পর মিডিয়ম নিশ্চয়ই কষ্ট পাইবে। বেচারির জন্য আমাদের কষ্ট বোধ হইতে লাগিল এবং আত্মা গমন করিবার পূর্ব্বে আমরা সকলেই তাহার নিকট মিডিয়ম যে সাক্ষাৎ পাইয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া কষ্ট না হওয়ার জন্য প্রার্থনা করিলাম। তিনি বলিলেন "ওসব কিছু থাকিবেক না।" এই বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন। তাহার কথা শুনিয়া আমরা বুঝিয়াছিলাম যে, অন্যান্য দিনের মত আজিও গোবিন্দের বেদনা বোধ মাত্র থাকিবে না। কারণ পূর্ব্বে একদিন কপালে খুব আঘাত লাগিয়া কপাল ফুলিয়াছিল, তবুও ঐরূপ কথার পর চৈতন্য হইলে গোবিন্দ কিছুই বেদনা অনুভব করিতে পারে নাই। এবং সময়ান্তরে আয়নায় মুখ দেখিতে যাইয়া তাহার কপাল ফোলার প্রতি দৃষ্টি পড়িল। কিন্তু আজি যে ঘটনা হইল তাহা অতি অসম্ভব ও আশ্চর্য্য। ঐরূপ কথা বার্ত্তার পর দশ কি পনের মিনিটের মধ্যেই মিডিয়মের চৈতন্য হইল। তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে যাইয়া আমরা তাহার হাত

ও পেটের দিকে চাহিলাম কিন্তু সকলেই যুগপৎ বিস্ময়ের সহিত দেখিলাম সে সকলের চিহ্ন মাত্র নাই। এমন কি কখনও যে ঐরূপ লাগিয়াছিল তাহা কোনরূপ অনুভব করিবার জন্যও কোনও কিছু পাওয়া গেল না। সকলেই অনুমান করিয়াছিলেন হাতের আঁচড় শুকাইতে অন্ততঃ ৩।৪ দিন লাগিবে এবং শুকাইলেও ১০।১৫ দিন পর্য্যন্ত তাহার দাগ অবশ্যই থাকিবে। কিন্তু একি ব্যাপার হইল। আমরা সেখানে সাতজন লোক ছিলাম তাহার কেহই বালক বা বৃদ্ধ নহে; এমত অবস্থায় আমাদের বিশেষ লক্ষ্য বিষয়ে এরূপ চক্ষু বিভ্রম জন্মিবে ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। পাঠক পাঠিকা ইহার কি অর্থ করেন ?

যে আত্মাটী খুব ভাল, আমাদিগকে অনেক উপদেশাদি দিয়াছেন,এবং যাঁহাতে জ্ঞান ও ভক্তির লক্ষণ দেখিয়া আমরা মোহিত হইয়াছি, তিনি ডাকিলেই আসিবেন বলিয়া আমাদের নিকট এক প্রকার অঙ্গীকার করিয়াছেন। সেই কথানুসারে আমরা যতদিন ডাকিয়াছি প্রতিদিনই তিনি আসিয়াছেন। কিন্তু মাঝে মাঝে আমাদিগকে বড়ই উৎপাতে পড়িতে হইয়াছে। আমাদের প্রার্থনীয় আত্মার আগমনের পূর্ব্বে অনেক দিন অন্য আত্মা আসিয়া অতিশয় দৌরাত্ম্য করিয়াছে। পাঠক ইহার আভাস পূর্ব্বে পাইয়াছেন। কিন্তু ঐ সকলের আগমনে যে কখন কখন উপকার হয় নাই এমন নহে। একদিন এক পাপী আত্মার যন্ত্রণা দেখিয়া দর্শকগণের মধ্যে অনেকের চিত্তে ত্রাস জন্মিয়াছিল এবং কেহ কেহ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া অধীর হইয়াছিলেন।

সে সমস্ত ভাব না দেখিলে বর্ণনা করিয়া বুঝান কঠিন ব্যাপার।

যিনি নিয়মিতরূপে আমাদের নিকট আসেন, যদিও তিনি অনেক উপদেশাদি দান করেন কিন্তু অনেকদিন পর্য্যন্ত ইহাঁর নিকট হইতে আমরা তাঁহার পরিচয় বাহির করিতে পারি নাই, জিজ্ঞাসা করিলেই বলিতেন "তাহাতে আপনাদের কি প্রয়োজন?" তথাপি আমরা জনিতে কৌতুহলী হইলে বলিয়াছিলেন "একদিন জানিবেন," আমরা কিন্তু প্রতিবারেই প্রায় ঐ কথাটী জিজ্ঞাসা করিতাম। অনেকদিন অনেক মাস গত হইলে একদিন বলিলেন "শুক্রবার বলিব।" শুক্রবার আসিল আমারা বলিলাম আজি আপনার পরিচয় দেওয়ার কথা, কিন্তু তিনি বলিলেন "আর কি শুক্রবার নাই?" আমরা এ উত্তরে বড় সন্তুষ্ট হইলাম না, যাহা হউক অনুপায় ভাবিয়া চুপ করিলাম। ইহার কিছুদিন পরে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় এখানে আসিলেন। তাঁহার কাছে আমরা এই সমস্ত বিবরণ বলিলাম, তিনি একদিন দেখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। আমাদের আত্মাটী ব্রাহ্ম বলিয়া আমাদের বিশ্বাস, সুতরাং গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে পরিচয় থাকার নিতান্তই সম্ভাবনা মনে করিয়াছিলাম, আমরা মনে করিলাম গোস্বামী মহাশয়কে গোপনে আনিতে হইবে; এইজন্য তাঁহার আসার কথা গোবিন্দ না জানিতে পারে সেজন্য চেষ্টা হইয়াছিল। ইহা আমরা গোবিন্দকে অবিশ্বাস করিয়া করি নাই কিন্তু অন্য সন্দেহে করিয়াছি, যাহা স্থানান্তরে

লিখিতে ইচ্ছা রহিল। গোবিন্দকে মেস্‌মেরাইজ করিয়া পরে গোস্বামী মহাশয়কে আনা হইল। তাঁহার সঙ্গে আরও চারিজন ব্রাহ্ম ছিলেন, তাঁহারাও আসিলেন। ইতিপূর্ব্বেই মিডিয়মে আত্মার আগমন হইয়াছে। একটী সঙ্গীত হইতে-ছিল এবং পূর্ব্বের ন্যায় তাহার অশ্রু, আবেশ প্রভৃতি ভক্তির লক্ষণ প্রকাশিত হইতে লাগিল। গোবিন্দ ইতিপূর্ব্বে কখনই গোস্বামী মহাশয়কে দেখে নাই, এবং তাঁহার সঙ্গীয় আরও দুইজনার তাহার মত পরিচ্ছদ গেরুয়া বসন পরিধান ছিল। বিশেষতঃ মেস্‌মেরাইজ অবস্থায় চক্ষু এমনভাবে থাকে যে, তাহাতে কিছুই দেখিতে পাওয়ারও সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যাই গোস্বামী মহাশয় সেখানে গিয়াছেন, অমনি তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল এবং কথা না বলিয়াও যেন কতই আদর করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে 'তুমি' 'তুমি' বলিয়া কতই আদরে তাঁহার কোলের উপর মাথা রাখিয়া কত কি করিতে লাগিল। এই স্থানে আমরা একটু কিছু নূতন দেখিলাম; যতদিন পর্য্যন্ত ইহাঁর আগমন হইতেছে, তাহার মধ্যে কত লোকের সঙ্গে কথা বলিয়াছেন, কিন্তু কাহাকেও কখনও 'আপনি' ভিন্ন তুমি বলেন নাই। গোস্বামী মহা-শয়কেই প্রথম তুমি বলিয়া সম্বোধন করিলেন। ইহার পর গোস্বামী মহাশয় কি দেখিলেন, আমরা জানি না, কিন্তু তাঁহার কথাদ্বারা বোধ হইতে লাগিল, যেন তিনি চিনিয়াছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন আছ?" "সাধন ভজন কেমন চলিতেছে?" "কেশব বাবু কেমন আছেন?" ইত্যাদি। "আমি এক প্রকার আছি", "সাধন ভজন এক প্রকার চলি-

তেছে", "কেশব বাবু ভাল আছেন", এই প্রকার ভাবে সব উত্তর হইল। পরে তিনি আপনি গোস্বামী মহাশয়কে বলিলেন,- "তুমি ইহাঁদিগের নিকট আমার পরিচয় দাও, আমি শুক্রবার ইহাঁদিগকে পরিচয় দিব, বলিয়াছিলাম, আজি সেই শুক্রবার, (সেই দিনও শুক্রবার ছিল) তুমি আসিয়া আমার পরিচয় দিবে বলিয়া অপেক্ষা করিয়াছি।" গোঁসাই বলিলেন, "তুমি পরলোকবাসী, তোমার পরিচয় তুমি দিলে যেমন হবে, আমি বলিলে লোকের তেমন প্রাণে লাগিবে কেন?" উত্তরে বলিলেন, "তুমিই বল, তুমি তাহা পার।" অনেক কথাবার্ত্তা হইল, তাহা পাঠক স্থানান্তরে দেখিতে পাইবেন। ইহার পর কীর্ত্তন হইল, উভয়ে একত্র হইয়া চমৎকার নৃত্য করিলেন।

মিডিয়ম কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া গোস্বামী মহাশয় ভাবে সকলকে এ কথা জানাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, ইনি "সাধু অঘোরনাথ গুপ্তের মুক্তাত্মা।" পূর্ব্বে আমরা যে প্রকার জ্ঞান ভক্তির পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতেই বুঝিয়াছিলাম, তিনি যেই হউন না কেন, ব্রাহ্ম সমাজের একজন বড় লোক, তাহার সন্দেহ নাই। আজিকার গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গের ব্যবহারে আমাদের কাহার কাহারও অঘোর বাবুকেই মনে পড়িয়াছিল। শুনিয়া সে বিশ্বাস অধিকতর দৃঢ় হইল।

এই সময় আমরা নিয়ম করিয়া সপ্তাহে দুই দিন সোমবার ও শুক্রবার এই কার্য্য করিতাম। গোস্বামী মহাশয় এখানে থাকিতেই সোমবারে আবার কার্য্য আরম্ভ হইল। কিন্তু এই দিন আর গোস্বামী মহাশয়কে লওয়া হয় নাই। আত্মা আসিয়া প্রথমই জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোঁসাই আসেন

নাই কেন ?" একজন উত্তর করিলেন, 'তাঁহাকে খবর দেওয়া হয় নাই"। "অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাকে খবর দিবেন ?" এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে এখানকার একজন উকীল বলিলেন, "তিনি আসিবেন কি না জানি না, আপনি একটু চিঠী লিখিয়া দিন।" স্বীকৃত হইলে পেন্সিল ও কাগজ দেওয়া হইল। সংক্ষেপে গোঁসাইকে আসিতে লিখিলেন, এবং পত্রের নীচে দস্তখত করিলেন মাত্র, "তোমার সেই।" তৎক্ষণাৎ সেই উকীল মহাশয় সেই পত্র লইয়া নিজেই অন্ধকারের মধ্যে গোঁসাইর নিকট ছুটিলেন। গোঁসাই পত্র পাইয়া তৎক্ষণাৎ আসিলেন এবং সকলকে বলিলেন, "এই সহী ঠিক্ অঘোরের। জীবিত অবস্থায় সে আমার নিকট যত চিঠি পত্র লিখিত, সকলের নীচেই "তোমার সেই" এই মাত্র সহী করিত।" এ গোপনীয় কথা বাহিরে কোথাও প্রকাশ নাই, অদ্যকার পূর্ব্বে আমরা কখনও শুনি নাই এবং ব্রাহ্মদিগের মধ্যেও বোধ হয় অনেকেই জানেন না। গোবিন্দ একথা জানিবে দূরে থাকুক, সে অঘোর বাবুকেও জানিত না। একেত তাহার ব্রাহ্মধর্ম্মের সঙ্গে কোন সংস্রব নাই,তাহাতে অঘোর বাবু যখন বরিশালে ছিলেন, তখন সে বোধ হয় জন্ম গ্রহণও করে নাই।

একটী ব্রাহ্ম-যুবক, ইনি প্রায় সর্ব্বদাই কলিকাতা থাকেন, সংপ্রতি এখানে আসিয়াছেন। এই বিষয়ের সত্যতা সম্বন্ধে ইহাঁর অনুসন্ধানের অত্যন্ত ইচ্ছা হয়। কয়েক দিন হইল, ইহাঁকে মেস্‌মেরাইজ করা হয়। হাসিতে বলিলে হাসেন, কাঁদিতে বলিলে ভয়ানক কাঁদেন, আর কাহারও কথা শুনিতে পান না, ইত্যাদি পূর্ব্ব লক্ষণ সকল প্রকাশিত হইলে, আমরা

তাঁহাতে কোন পরলোকগত আত্মার অধিষ্ঠানের জন্য প্রার্থনা করিয়া সঙ্গীতাদি করিলাম। পরে আত্মার অধিষ্ঠান হয় এবং অনেক কাণ্ড কারখানা হয়; কিন্তু সে সকল লেখায় আর বিশেষ প্রয়োজন দেখিতেছি না। যাঁহারা সত্যের জন্য প্রকৃত পিপাসু, সরলভাবে সত্যের অনুসন্ধানই যাঁহাদের গ্রন্থাদি পাঠের উদ্দেশ্য, ভরসা করি তাঁহারা এই সকল বিষয়ের মধ্যে অনেক বস্তু পাইবেন। আর যাঁহারা মতবদ্ধ, নিজে যাহা বুঝেন, জগতে তাহার অতীত কিছু থাকিলে লজ্জা পান, বিশ্বাস করিব না বলিয়া যাঁহারা কোমর বাঁধিয়া বসেন, স্বয়ং ভগবান চক্ষের কাছে দাঁড়াইলেও তাঁহাদের বিশ্বাস হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

আপত্তিখণ্ডন।

যাঁহারা নিয়মিত রূপে দীর্ঘদিন পর্য্যন্ত এ সমস্ত ব্যাপার দেখেন না, দুই এক দিন দেখেন অথবা অন্যের মুখে শুনেন, তাঁহাদের মনে এবিষয় অনেক সন্দেহ উপস্থিত হয়। কেহ বলেন, "মিডিয়ম যে ব্যক্তি হয়, সমস্ত তাহারই ভণ্ডামি।"

এই কথাটী যে সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং অতি অদূরদর্শীর কথা; তাহা আপনারা যখন 'মেস্‌মেরাইজ' করিতে শিখিবেন তখই বুঝিবেন। মিডিয়ম্ যে ভণ্ডামি করিতে পারে না, সে বিষয় আমরা সাক্ষ্য দিতে পারি। এই অযৌক্তিক কথ সম্বন্ধে আমরা অধিক লিখিব না।

কেহ বলেন 'মেস্‌মেরিজম্' বা মুগ্ধকরণ ঘটনায় কো সন্দেহ নাই, কিন্তু আত্মার আগমন মিথ্যা। উহা মুগ্ধ ব্যক্তিরই একটা অবস্থান্তর মাত্র।

পূর্ব্বেই পাঠ করিয়াছেন যে, মুগ্ধ অবস্থার সঙ্গে এ অবস্থার সম্পূর্ণ অসাদৃশ্য। এমন কি, সমস্ত বিপরীত ভাব। এটী পরীক্ষার জন্য আত্মা আসিলে মিডিয়মকে চেতন করিবার জন্য খুব বিপরীত পাশ দিয়াছি, কিন্তু তাহাতে তাহার কিছুই হয় নাই। আজ পর্য্যন্ত মেস্‌মেরিজম্ সম্বন্ধে যাহা কিছু আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে গেলেই যুক্তি দিতে হইবে, আকাশে হাতী বেড়ায় বলিয়া বসিলে ত হইবে না। কেহ বলেন, "মুগ্ধ-কারীর মনের ভাব অনুসারেই মুগ্ধ ব্যক্তি ঐ রূপ করে ও বলে।" একথাটিও অত্যন্ত ভ্রান্তিময়। তাহার প্রথম কারণ এই, প্রথম যে দিন আত্মা আসে, সে দিন আমাদের সেরূপ প্রত্যাশা বা মনের ভাব ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, যে সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়াছে, তাহার মধ্যে এমন কথা আছে যাহা মুগ্ধকারীর বিশ্বাস ও জ্ঞানের বিরুদ্ধ। কাছে বসিয়া মুগ্ধকারী কোন প্রশ্নের যে মীমাংসা ভাবিতেছেন, মিডিয়ম্ তাহার বিপরীত উত্তর করিতেছে। তৃতীয়তঃ, এ বিষয়টী পরীক্ষা করার জন্য আমরা আর একটী উপায় অবলম্বন করিতাম। মুগ্ধ-কারী ব্যক্তি মুগ্ধ করিয়াই স্থানান্তরে চলিয়া যাইতেন এবং সেখানে তিনি নিশ্চিন্ত মনে ৬।৭ ঘণ্টা নিদ্রা যাইতেন, কিন্তু এদিকের কার্য্য পূর্ব্ববৎই চলিতে থাকিত।

কেহ কেহ এ অবস্থাকে ব্যাধি বিশেষ বলিতেন। পাঠক পাঠিকা এ ব্যাধির উৎপত্তি, স্থিতি ও বিলোপের কারণ অনুধাবন করিবেন। আমরা আর এবিষয় অধিক বলিতে ইচ্ছা না করিয়া এই মাত্র জানাইতেছি যে, একজন বহুদর্শী

সুযোগ্য এসিষ্টাণ্ট্ সার্জ্জন নিরন্তর প্রায় তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন। মিডিয়মও তাঁহারই লোক, এ কার্য্যও প্রায় তাঁহার বাসায়ই হইত; কিন্তু তিনি দীর্ঘ দিন পর্য্যন্ত দেখিয়া শুনিয়া পরীক্ষা করিয়া কোন রোগ বলিয়া সন্দেহ করিতে পারেন নাই। তবে দূর হইতে সিদ্ধান্ত করা সহজ, তাহার সন্দেহ নাই।

কেহ বলেন, "অনেক লোক স্বপ্নে কিম্বা মূর্চ্ছাবস্থায় কথা বলে, কথার উত্তরও প্রদান করে, কিন্তু জাগ্রত বা চেতন হইয়া সে বিষয়ের কিছু মাত্রই তাহার মনে পড়ে না। এ হয়ত তাহারই একটু পরিপক্ক অবস্থা।"

এ কথাটী সুন্দর এবং ইহার উত্তর দিতেও আনন্দ হয়। কিন্তু দুইটী কার্য্যে এ আপত্তি খণ্ডিত হইতেছে। প্রথমটী এই যে, সহজ অবস্থায় একজন মানুষের সেরূপ হইতে পারে, এবং চক্রে বসিলেও হইতে পারে, কিন্তু মুগ্ধব্যক্তি যে মুগ্ধ-কারীকে চুল প্রমাণ অতিক্রম করিতে পারে না, সে যে তাহাকে অগ্রাহ্য করিতেছে, ইহার কারণ কি? আবার সেই অগ্রাহ্যই যদি করিয়া থাকিতে পারিত, তবে এক কথা ছিল; কিন্তু "যাই" বলিয়া যখনই আত্মা ছাড়িয়া গেল, তখনই মুগ্ধব্যক্তি আবার বশে আসিল। তাহার শরীর ও মনের ঘোরতর পরিবর্ত্তন ঘটিল। দ্বিতীয় কথা এই যে, একজন লোক অজ্ঞান অবস্থায় কতকগুলি কার্য্য করিতে পারে, কিন্তু সে অবস্থায় তাহার ভয়ানক আঘাত লাগিলে, শরীরের চামড়া উঠিয়া গেলে, কপাল কাটিয়া গেলেও চেতনা লাভ করিলে, যে সে বিষয় কিছুই যাতনা থাকিবে না, ইহার কারণ

কি? ডাক্তার মহাশয়েরা কি ইহার কোন উত্তর দিতে পারেন? অন্যান্য যে সকল আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে, তাহারই বা তাৎপর্য্য কি?

এ বিষয় সমস্ত সন্দেহ ও সমস্ত উত্তর এক সময় মনেও হয় না, লিখাও কঠিন। কিন্তু কেহ যদি সত্যানুসন্ধানার্থ কিছু জানিতে চাহেন, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে জানাইলে যথাসাধ্য উত্তর দিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছি।

সাবধানতা।

এইরূপ আত্মার আনয়ন কার্য্য বিশেষ বদ্ধস্থানে করিবেন। কারণ নিকৃষ্ট শ্রেণিস্থ আত্মা আসিলে হয়ত মিডিয়মকে লইয়া এক দিকে চলিয়া যাইতে পারে।

কোন নিকৃষ্ট আত্মার আগমনে মিডিয়মের উপর অত্যন্ত অত্যাচার হয়, কিন্তু তাহা দেখিয়া দর্শকগণের ভীত হওয়া উচিত নহে। কারণ তাহাতে অত্যাচার বাড়িতে পারে, এবং অন্য অনিষ্ট হয়ত হইতে পারে। সকল সাহসের সহিত অবস্থিতি করিবেন, এবং নিকৃষ্ট আত্মা ছাড়িয়া যাইবার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবেন।

যাহারা এই সকল বিষয় লইয়া পরিহাস করে, তাহাদিগকে আপনাদের দলে লইবেন না। কিন্তু অবিশ্বাসী হইয়াও যিনি ধীর প্রকৃতি এবং সত্যানুসন্ধিৎসু তাঁহাকে লওয়ায় ক্ষতি নাই।

প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে কোন পরীক্ষার ভাবে করিবেন না। কিন্তু সরল ভাবে ইহা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন— আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না, আপনি

অনুগ্রহ করিয়া ইহার কোন উপায় করুন।" ইহাতে যে উত্তর পাইবেন, আপনাদিগকে তদনুযায়ী চলিতে হইবে।

কিরূপ নিয়মে, কতদিন অন্তর, কোন্ সময়, কি প্রকার লোক লইয়া বসিতে হইবে, জিজ্ঞাসা করিয়া লইবেন। তাহার অন্যথা করিলে কোন ফল লাভ করিতে পারিবেন না।

প্রথমে নিজেরা বিশ্বাসের উপযুক্ত কারণ না পাইয়া অন্যকে দেখাইতে প্রয়াসী হইবেন না। বিষয়টী যত গোপনে রাখিতে পারেন ততই ভাল।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়।

এই অধ্যায়ে আমরা আমাদের পরলোকগত আত্মার উপদেশ ও প্রার্থনা সকল প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। সকল দিনের সমস্ত কথা বার্ত্তা প্রকাশ করিতে গেলে পুস্তক সুদীর্ঘ হইয়া পড়ে, বিশেষতঃ সেরূপ প্রকাশ করার বিশেষ কোন প্রয়োজনও বোধ করিতেছি না। যখনকার কথা, তখনই পেন্সিল দ্বারা লেখা হইত। একে দ্রুত লেখায় অনেক স্থান পড়িয়া গিয়াছে, তাহাতে অনেক দিনের পেন্সিলের লেখা বলিয়া অনেক স্থান বুঝা যাইতেছে না, পেন্সিলের দাগ উঠিয়া গিয়াছে, এইরূপ নানা কারণে অনেক স্থান সংলগ্ন হয় না। কিন্তু আমরা কোন রূপ পরিবর্ত্তন না করিয়া যাহা আছে তাহাই প্রকাশ করিলাম। তাহাতে স্থানে স্থানে ভাষার অসংলগ্নতা দৃষ্ট হইবে। পাঠকগণ ভাষার বিচার না করিয়া ভাব গ্রহণ করিবেন। কেবল ( ) এই চিহ্নের মধ্যে যে যে কথা, তাহাই আমাদের প্রদত্ত। আমাদের কথা "মা" অর্থাৎ মানুষ এবং আত্মার কথা "আ" এই সঙ্কেতে প্রকাশ করা গেল।

১৪ই ফেব্রুয়ারি—১৮৮৬।

ঘটনা লেখক শ্রীযুক্ত বাবু জগদীশ মুখোপাধ্যায় বি, এ শিক্ষক বি, এম্ ইন্‌ষ্টিটিউসন্, বরিশাল।

মা। আমাদের ইচ্ছা, আপনি আরাধনা করেন, শুনি।

আ। (প্রাণায়াম করিয়া) প্রার্থনা। আমি কি কর্ব্বো, প্রার্থনা? কি জানি প্রার্থনা? (উত্থান ও পদ্মাসন করা)—

দীনবন্ধু, আমি তোমার সেই, আমি নরাধম পাতকী ঘোর যাতনা ভোগ করিতেছি। আমার সেই বন্ধু, আমার আছে সে কই? তোমাকে প্রেমময় দয়াময় বলে, তোমার সেই দয়ার পরিচয় কই? সেই করুণার পরিচয় কই পাই? তোমাকে লোকে করুণাময় বলে, আমি সেই সাগরে পড়িয়াছি, কই সেই কূল? আমি সেই কূল পাইতে চাই। আমি অকূল সাগরে ভাসিতেছি! হে দীনবন্ধু! কই তোমার সেই জীবের প্রতি দয়া কই? আমিত দীন হীন! আমার প্রতি তোমার দয়া কই? তুমি দয়াময়, আমার প্রতি তুমি নির্দ্দয় হইলে কেন? আমি কত পাপ করিয়াছি, আমার সে পাপের মুক্তি নাই? হে দয়াময়! তোমার সেই দয়ার পরিচয়, সেই স্নেহের পরিচয় আমাতে ঢালিয়া দাও। নিষ্পাপী, যার শরীরে পাপ নাই, তাকে যদি কেহ সাহায্য করে, সে নিজের বাহুবলে মুক্ত হবে। আমি নরাধম পাপী, আমাকে যদি মুক্ত করিতে পার, জানিব কেমন দয়াময় তুমি। আমি জঘন্য, আমা হইতে পাপী আর এ পৃথিবীতে আছে কে? হে করুণানিদান! করুণাসিন্ধু! হে দয়াময়! হে অগতির গতি! কই আমি সেই—আমার গতি কি হইবে? আমার এ হতভাগার অদৃষ্টে এত কষ্ট ছিল, এ পাপীর কি প্রায়শ্চিত্ত, এ মহাপাপীর কি আর গতি হইবে না? হে পরমাত্মা পরমেশ্বর! হে ঈশ্বর! হে দয়াময়! এই—কে বলে তোমায় দয়াময়? তোমার দয়া জানিতে পারি কই? তবে কি

পাপীর প্রতি দয়া করিবে না? এই হতভাগার প্রতি দয়া করিবে না, তবে দয়া করিবে কার প্রতি? নিষ্পাপীর প্রতি? জীবেরা বাহুবলে নিজের কাজ করে, সে মুক্তি পাইবে, আমার সে ক্ষমতা নাই, আমার বাহুবল নাই, আমাকে রক্ষা করিলে, উদ্ধার করিলে, তোমার দয়াময় নাম সফল হইবে। হে দীনবন্ধু! অনাথনাথ! হে অকুলের কুল—(ধ্যানস্থ)।

প্র। সঙ্কীর্ত্তন হবে? উ। হ্যাঁ।

("অখিল তারণ বলে ডাক তাঁরে" এই সঙ্কীর্ত্তনটী হইল।)

প্র। প্রশ্ন করি? উ। হুঁঃ। (ইহার পরে বাহ্য-জ্ঞান সম্পাদনের জন্য "হরিনামামৃত রসে ডুবে থাক্‌রে আমার মন রসনা", "সদা আনন্দে সদানন্দে হৃদয় প্রাণ ভ'রে ডাক ও আমার মন", এই দুইটী সঙ্কীর্ত্তন হইল। ইহার পরে আবার প্রার্থনা করিলেন, যথা—)

হে প্রভু! কোথায় রইলে এ সময়? হে জীবনধন! এ দীনের কি গতি হইবে? (প্রাণায়াম) হে প্রভু! তোমাকে অন্তর্যামী বলিয়া—আমার হৃদয়ের বেদনা বুঝিবে কে? তুমি ব্যতীত কার কাছে এ হৃদয়ের বেদনা বলিব? কার সাধ্য এ বেদনা ঘুচায়?

(বাহুল্য ভয়ে এই প্রার্থনার অন্যান্য অংশ তুলিলাম না। প্রার্থনার মধ্যে কোন কারণে সকলে হাসিয়াছিলেন, তাঁহাতে রাগান্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "তোমাদের এই ভাবে কোন কার্য্যই হইবে না, মাত্র আমার অপমান, আর ইচ্ছা নাই এখানে থাকি।")

মা। ক্ষমা করুন্‌।

আ। উপহাস করিবার কোন্ কার্য্য হইয়াছে, জানিতে ইচ্ছা করি।

মা। আপনাকে উপহাস করা হয় নাই, আমাদের গাম্ভীর্য্য নাই। দুই একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব?

আ। এই মাত্র খেলা হইতেছে, কিন্তু এ খেলা দ্বারা কত কি পর্য্যন্ত কার্য্য হইবে, আমি কিছুমাত্র বুঝিতেছি না। আমি বলিতে পারি, খেলা খেলিলে কোন কার্য্য হইবে না। এখন এ অবস্থায় এই খেলা না খেলাই ভাল বলিয়া বোধ হয়। কারণ এরূপে কোন কার্য্য না হইলে কেবল ঈশ্বরের অবমাননা। এরূপ ঈশ্বরের অবমাননা করিতে আমি ইচ্ছা করি না।

এইরূপ ঈশ্বরের অবমাননা করা উচিত কি না, যার যেরূপ মনে ধারণা এবং বিবেচনা সেরূপ—

মা। আমাদের চঞ্চলতা প্রকাশ হইয়াছে।

আ। চঞ্চলতা? আমি চঞ্চলতা আমার ঈশ্বরের নিকট প্রকাশ——

মা। আমাদের ক্ষমা করুন্।

আ। আমার একমাত্র নিবেদন এই যে, এরূপ ছেলে খেলায় কোন কাজ হইবে না। কারণ ছেলে খেলায় ঈশ্বরের মমতা হয় বটে, (কিন্তু) আমাদের মত এমন পাপীর কার্য্যই নয়। যে ব্যক্তি সাপ না ধরিতে পারে, সে কখনও খেল্‌তে পারে না; আমাদের মত পাপীর কার্য্যই নয়, এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া। কারণ আমাদের দ্বারা কোন কার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই। কাজেই কোন কার্য্য না হইলে চেষ্টা করা বিফল।

মা। আপনি ঈশ্বরের নিকট বলিবেন, যেন আমাদের সুমতি হয়।

আ। সুমতি? আমারই সুমতি হইল না? আমি তা বল্‌ছি যে পর্য্যন্ত এ ছেলেখেলা দূর না হয়, সে পর্য্যন্ত মাত্র ঈশ্বরের নিকট এই জন্য প্রার্থনা করা উচিত।

সমুদয় কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া—

মা। এইরূপ অবস্থা আমাদের দূর না হইলে কোন কার্য্য করিতে পারিব না, এ ঠিক্ কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এখনি প্রার্থনা হউক—

('জানিতেছ হৃদয় বাসঃ এই সঙ্গীত হইল।)

কিছু জিজ্ঞাসা করব?

আ। জিজ্ঞাসা কর।

মা। আগে বলুন ক্ষমা করেছেন?

আ। সময় যে সময় হবে সে সময় জিজ্ঞাসা না করলে—

পূর্ব্বে বলা হইয়াছিল, স্মরণ নাই?

মা। কি বিষয় বুঝিতে পারিলাম না।

আ। এইরূপে যদি সেই ঈশ্বরকে পাইতাম, তা হইলে জোর পূর্ব্বক কোন এক গাছের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিতে পারিতাম। সেইরূপ ক্ষমতা হয় নাই। এবং হইবেকও না; যদি বুঝি যে সেইরূপ ক্ষমতা হইবেক না তা হইলে যেরূপে সেই দয়াময় দীনবন্ধু, দীনবন্ধুকে পাইতে পারি সেই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এ বলের কার্য্য নয়, জোরের কার্য্য নয়, কলের কার্য্য নয়, ভক্তির কল দ্বারা সেই কার্য্য। আমাদের

সেইরূপ ভক্তি নাই এবং হইবেও না। যদি সেই দয়াময়ের দয়ার গুণে কিছুমাত্র করুণা করেন, তা হইলে এ পাপ হইতে মুক্ত হইবার সম্ভব। কিন্তু আমাদের সে সম্ভব নাই। কারণ আমরা সেই দয়াময়ের, সেই দীনবন্ধুর, সেই মহাপুরুষ, তার কিছুমাত্র জানি না। কিরূপে জানি না সেই কল—যে সেই কল বিদিত আছে সে পাইতে পারিবে। আমাদের অদৃষ্টে নাই পাইব সে কল, তথাপি চেষ্টা করা উচিত—কিন্তু আমাদের মত পাপিষ্ঠের চেষ্টার ফল হয় না; কারণ চেষ্টা কিছু মাত্রই নাই। কোন কার্য্যের চেষ্টা না করিলে, মাত্র অদৃষ্ট ঠিক্ করিয়া থাকিলে, কোন কার্য্য হয় না। কারণ কার্য্যের জন্য চেষ্টা করিতে হয়। কিন্তু কিরূপ চেষ্টা করিতে হয় আমরা জানি না——জ্ঞান শূন্য, যার জ্ঞান নাই তার কিছুই হইবার সম্ভব নাই। একমাত্র ঈশ্বর সেই অজ্ঞানকে জ্ঞান দান করিয়া যদি মুক্তি দেন সে মুক্ত হইবে। আমাদের পক্ষে বড় দূর।

মা। সেই চেষ্টায় প্রবৃত্তি হয় কি রূপে?

আ। চেষ্টায় প্রবৃত্তি? সকল কার্য্যে নিজের ~~মনের~~ একাগ্রতা চাই। অন্যের সাধ্য নাই প্রবৃত্তি জন্মাইতে পারে, নিজের অপ্রবৃত্তি হইলে, সে চেষ্টা না করিলে। প্রথমে চেষ্টা না করিলে হবে না।

মা। ইচ্ছা কি রূপে হয়?

আ। সেই ইচ্ছা? মনের ইচ্ছা? ইচ্ছা একরকম—ইচ্ছা বলা হইয়াছিল ত? ইচ্ছা হবার উপায়? ইচ্ছা ব্যতীত কোন কার্য্য হইতে পারে না। সেই ইচ্ছা কিসে হয়?

প্রবৃত্তি, প্রবৃত্তি হইলে ইচ্ছা জন্মে। কার্য্যের আগ্রহ, কোন কার্য্যের জন্য ব্যস্ত হইলে সেই কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মে। আগ্রহ, আগ্রহ কি রকম? আগ্রহ অভিপ্রায়। কোন একটা কার্য্য করিতে অভিপ্রায়, ইচ্ছা করিলে তার জন্য আগ্রহ হয়, পরে প্রবৃত্তি জন্মে, পরে ইচ্ছা হয়।

মা। অভিপ্রায় হবে কিরূপে?

আ। অভিপ্রায় না থাকিলে কিরূপে? বড় বেশী কথা। এই কার্য্যে——অভিপ্রায় না থাকিলে ন্যায় অন্যায় এই দুইটী সকলে বুঝে। ভাল কি মন্দ সকলে বুঝে, যদি কোন একটী কার্য্য করিতে, কোন একটী কার্য্য উপস্থিত (হয়) আমার সেই কার্য্যটী করিতে ইচ্ছা নাই। সেই সময় দেখা উচিত এ কার্য্য করা ন্যায় কি অন্যায়, ভাল কি মন্দ! ঐ কার্য্য করিলে পরিণামে ভাল কি মন্দ। যদি কোন কার্য্য দ্বারা আমার অপকার হইয়া পরে মঙ্গল হয়, উপকার হয়, সেই কার্য্য করিতে আমি কুণ্ঠিত না; কারণ পরিণামে যে ভাল ফল পাই (ইহা) সকলের ইচ্ছা, অভিপ্রায়। কিন্তু নিজে সেই ভাল মন্দ এবং ন্যায় অন্যায় দেখিতে হইবে। যদি অন্যায় বিবেচনা হয় তবে সেই কার্য্যে অপ্রবৃত্তি হয়। যদি ন্যায় বিবেচনা হয়, ভাল বলিয়া মনে ধারণা হয় যদি, তা হইলে সে কার্য্য করা উচিত। প্রবৃত্তি নিজের ইচ্ছা, ন্যায় অন্যায়ে যদি প্রবৃত্তি না হয় নিজের, অন্যের সাধ্য নাই সেই কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মাইতে পারে। নিজের অপ্রবৃত্তি যদি হয়, কোন প্রকারে (যদি) কেহ প্রবৃত্তি জন্মায়, সে প্রবৃত্তিতে কোন কার্য্য হয় না। নিজের অভিপ্রায় ইচ্ছা মত হয়।

আর যদি নিজের অভিপ্রায় থাকে কার্য্য করিতে, অন্যে বাধা জন্মাইয়া কোন বাধা দিতে পারে না। আমার অভি-প্রায় নাই ঈশ্বরের চিন্তা করি, এক জনে বলে ঈশ্বরকে ডাক, আমি সেই অন্যের কথা শুনিয়া একবার ডাকিলাম, "ঈশ্বর এখানে এসো" কি হবে আমার ডাকায়, সে পরিশ্রম বৃথা, সে পরিশ্রম নিষ্ফল হয়। কিন্তু যদি এরূপ নিষ্ফল পরিশ্রম হয়, তবে আমি পূর্ব্ব হইতে সাবধান করি পরিশ্রম করিও না। পরিশ্রম করিলে ফল কি? আমাদের মতন মহাপাপীর বৃথা পরিশ্রমে ফল কি? যাতে সুখে থাকিতে পার সেই চেষ্টা কর। কেবল মাত্র বলিলে কোন ফল হয় না, যদি কোন কার্য্য——কোন অহঙ্কারের কথা হইতেছে না, যদি কোন কার্য্য দ্বারা আমরা ঈশ্বরের কোন কার্য্য করিতে পারি (তাহা) করা উচিত।——যদি ফল পাইতে ইচ্ছা থাকে তবে ঐরূপ পুতুলের ন্যায় মানুষ দ্বারা কোন কার্য্য হইবে না।

মা। পাপ বোধ কিসে হয়?

আ। পাপ? আমাদের মত পাপীর ত পাপ বোধ হয় না। যদি তাই হইবে তবে আর পাপ করিব কেন? কোন কার্য্য করিবার সময়, নিজের শরীরে, নিজের আত্মায়, কোন অনুতাপ জন্মে না?

মা। জন্মে।

আ। জন্মে অনুতাপ! যে কার্য্যে যে বিষয়ের জন্য অনুতাপ জন্মে, সেই অনুতাপ কেন জন্মে? পাপের জন্য?— আমি বুঝি এই পাপ করিয়াছি তাইতে এরূপ অনুতাপ,

অমুক কার্য্যের জন্য—পাপ হইয়াছে কিসে বুঝি, ঐ অনুতাপ জন্য। পাপকে জানাইয়া দিবার জন্য অনুতাপ হয়।

মা। ভক্তিভাবে পূর্ব্বে লোকে নরবলি দিত, আপনি তাহা কিরূপ মনে করেন?

আ।—ঈশ্বরের এরূপ অভিপ্রায় নয় যে আমি একটা মানুষ নষ্ট করিতে পারিলে আমার পুণ্য হইবে। সাধারণেরাও বুঝিতে পারিতেছে, কোন একটা প্রাণী বধ করিতে পারিলেই তাদের পাপ জন্মে, কিন্তু কি প্রকারে তাহাদের মুক্তি হইয়াছে বলে, আমি বুঝিতে পারি না। অবশ্য মুক্তি হবে, সেই পাপ ক্ষয় হইলে। পাপের জন্য (কষ্ট) ভোগ করিতে হইবে। চিরকাল কাহারও (কষ্ট) ভোগ করিতে হইবে না—

মা। পাপের প্রায়শ্চিত্ত কিরূপ? পাপে কঠিন হইয়া আমাদের এখন অনুতাপ হয় না এর উপায় কি?

আ। এই কথা আমি বলিতে পারি যার জীবনে জীবন আছে তার কিছুমাত্র অনুতাপ হইবে, যদি সে জীবিত থাকে।—

মা। পাপের লঘু গুরু আছে?

আ। আছে বই কি।

মা। লঘু গুরু কিরূপে বুঝায়?

আ। যাতনা কম বেশি।

মা। কেহ বলে সময় বিশেষে মিথ্যা কথা বলা উচিত, যেমন ডাকাত সত্য কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, অমুক কোথায় আছে?

আ। আমি জানি (কিন্তু) যদি কোন কথার উত্তর না দেওয়া হয় তবে কি হয়? আমাকে মারে? ভাল।

মা। ডাক্তার মিথ্যা বলিবে কি না রোগীর নিকট?

আ। যদি সেই ব্যক্তির মৃত্যু নিশ্চয়ই জানা যায় (অর্থাৎ মিথ্যা কথা না বলিলে সে না বাঁচে) তবে আমার বিবেচনায় অন্যায় বলিয়া বোধ করি না।—

মা। দেহাধীন ও দেহমুক্ত এ দুইয়ের কার পক্ষে ঈশ্বর চিন্তা সহজ?

আ। যার সহজ তার সহজ। অর্থাৎ যার সহজ হয়, তাহার উভয় অবস্থায়ই সহজ।

মা। মৃত্যুর পরে এখানে অপেক্ষা বেশী সুখী হইব কি না?

আ। আমি তাহা বুঝিতে পারি না।

লেখক শ্রীযুক্ত বাবু অশ্বিনীকুমার দত্ত এম্ এ, বি, এল।

মা। আত্মার কি পরকালে ছয় রিপুর অধীনে থাকিতে হয়?

আ। রিপু একমাত্র, রিপু অল্পকালের জন্য।—

মা। ইতর প্রাণীরা কি পরকালে যায়?

আ। ঈশ্বর যেরূপ মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন, অন্য যত জীব থাকুক না কেন, সকলি ঈশ্বরের সৃষ্টি। অন্য কেহ সৃষ্টি করে নাই ইহা ঠিক্। যেরূপ আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়া পাঠাইয়াছেন খেলিবার জন্য, খেলা করিয়া চলিয়া যাইব, তাহারাও সেইরূপ।—মানুষ যেমন চেতন তাহারাও সেইরূপ অচেতন

নহে, চেতন। আমাদের যেরূপ প্রবৃত্তি ও ইচ্ছা আছে, তাহাদেরও সেইরূপ প্রবৃত্তি ও ইচ্ছা আছে। ঠিক্ করিয়া দৃষ্টি করিয়া দেখিতে গেলে, জীবন একই। তাদের ধর্ম্ম প্রবৃত্তি আছে কি না আমার জানার কোন অধিকার নাই, ঈশ্বর জানেন। আমি এই বুঝিতে পারি, যেমন আমি মানুষ, আমার শরীরের মধ্যে আত্মা আছে, ওদেরও শরীরের মধ্যে আত্মা আছে। ওকেও ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন, আমাকেও ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন। ওর চেয়ে আমি বলবান, আমি ওকে সহজে নষ্ট করিতে পারি।

মা। হাতীর ত বল অধিক ?

আ। মানুষের বুদ্ধি বল আছে, সে আমাদের হইতে বুদ্ধি কম বলিয়াই তাকে নষ্ট করিতে পারি। সে যে প্রাণী তাহার ভুল নাই।

মা। জলে না দেখিয়া যে পোকা খাই এতে কি পাপ আছে ?

আ। এই জন্য আমি পাপ জানি না।—ইচ্ছা করিয়া কি-কোন বিষয় জানিয়া যদি আমা দ্বারা কিছু নষ্ট হয়, তবে সেটী আমার পাপ স্বীকার করিতে হইবে।

মা। পশু পক্ষীদের আত্মা পরলোকে কি ঈশ্বরের চিন্তা করে ?

আ। এইরূপ পশু কেন ? মানুষ কত প্রকার, তারা ভুলক্রমে সেই ঈশ্বরের নাম লইতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু সংসার ছাড়িয়া যাইতে হইলে, মানুষ কেন, যত কিছু যার জীবন আছে, সেই ঈশ্বরকে ভাবে।

মা। বিষাক্ত সাপ কিম্বা হিংস্র জন্তু মারা কর্ত্তব্য কি না?

আ। আমাকে নষ্ট করিতে আসিলে ত?

মা। একটী বাঘ আমাকে নষ্ট করিতে আসিতেছে, এ সময়ে আমি তাহাকে মারিব কি না?

আ। (যদি) নিশ্চয় দেখি আমার পরিবার আর রক্ষা পাইবার সম্ভব নাই, নিশ্চয় আমাকে নষ্ট করে, সে সময় তাহাকে বধ করা অন্যায় মনে করি না।

মা। এক ইতর প্রাণী অন্য প্রাণী খায়, সুতরাং মনুষ্য অপর প্রাণী খাইতে পারে।

আ। এ কিরূপ যুক্তি? কোন একটা প্রাণী নষ্ট হইলেই পাপ হইবে তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু পূর্ব্বে বলিলেন তাদের জ্ঞান নাই, অজ্ঞানাবস্থায় পাপ কার্য্য করে, কিন্তু যার জ্ঞান আছে, সে জ্ঞানের অবস্থায় পাপ করিলে,——

মা। পরকালে আত্মার ঈশ্বর চিন্তা ভিন্ন কি অন্য চিন্তা আছে?

আ। আর কি চিন্তা থাকিবে তাহাদের মধ্যে? সকলের কষ্ট হয়, কাহারও সুখ নাই সেই ঈশ্বর ব্যতীত। পরলোকে নিজের ছেলে কষ্ট পাইতেছে, তার জন্য বিশেষ কোন কষ্ট পাইতে হয়, এরূপ দেখি না। যাহাদের মৃত্যু হইয়াছে, তারাও জানিতেছে যাহারা জীবিত আছে তারা আসিবে এইখানে, যাহারা জীবিত আছে তাহারা নিশ্চয় জানে আমরা মরিয়া যাইব। জানিয়া (ও) অনেকে এক দণ্ডের তরেও ঈশ্বর চিন্তা করে না। দেখা যায় যে জ্ঞানী

বুদ্ধিমান্ হইয়াও পাষণ্ড মনুষ্যের মধ্যে অনেক পাওয়া যায়। কারণ তাহারা অবিশ্বাসী। যাহাদের বিশ্বাস নাই, তাহাদের অনেক প্রকার শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

মা। বিবাহ কি ঈশ্বরের অভিপ্রেত?

আ। হ্যাঁ।

মা। পরকালে স্বামী স্ত্রী কি ভাবে থাকে?

আ। কি হবে তা জেনে?

মা। সকলেরি কি বিবাহ করা কর্ত্তব্য?

আ। বিবাহ না করিয়া সন্ন্যাসী হউক, কি যাহাই হউক, আমি ভাল বিবেচনা করি না।——

২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৬ সাল।

লেখক শ্রীযুক্ত বাবু জগদীশ মুখোপাধ্যায় বি, এ।

(প্রথমতঃ দীর্ঘ একটী প্রার্থনা করিলেন তাহার পর প্রশ্ন হইল।)

মা। আপনার আসার আগে কে এসেছিলেন কি লিখে গেলেন বুঝিলাম না।

আ। আমি একটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি, এক্ষণে যে যে ব্যক্তি উপস্থিত আছেন; সকলের কি অভিপ্রায় জানিতে ইচ্ছা করি।

মা। কি অভিপ্রায় কি?

আ। আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, কি অভিপ্রায় এখানে আসিয়াছেন? একজনের জানিয়া বলা উচিত।

মা। পরলোক ও ধর্ম্মবিষয়ে বিশ্বাসের জন্য আসি-

য়াছি। অধিকাংশের আশা ধর্ম্মের জন্য; হয়ত কাহারো মনে তামাসা দেখার ভাবও থাকিতে পারে।

আ। এখন একটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি; যদি কোন কার্য্য করিতে ইচ্ছা থাকে, এবং কোন বিষয়ের ফল পাইতে ইচ্ছা থাকে, ইচ্ছা করিলে সেই সময়েই ফল পাওয়া যায় না। যদি আমার ইচ্ছামত হয়, তবে এই কষ্ট না করিয়া ইচ্ছামত সেই শান্তিস্থানে যাইতে পারি।—কষ্ট ব্যতীত পরিশ্রম ব্যতীত কোন কার্য্য হইতে পারে না; বলিতেছি যদি কোন বিষয়ের ফল পাইতে ইচ্ছা হয়, কোন কাজে যেরূপ—কারণ কোন বস্তুর ফল খাইতে হইলে প্রথমে সে গাছ, পরে সে গাছের উন্নতি, শেষে ফল খাইতে পাইব। আমাদের গাছ না জন্মিতে ফল খাইতে ইচ্ছা। সে ইচ্ছায় ফল খাওয়া দূরে থাক, গাছ পর্য্যন্ত হয় কিনা সন্দেহ। তাই বলিতেছি, কোন এক বিষয় প্রত্যেক তারিখ বলা কষ্ট। কিন্তু যেরূপে ভাল হইতে পারে চেষ্টা করা উচিত। এই অবস্থায় যদি কোন কাজ করা যায়, এক মুহূর্ত্তেই কোন ফল হইবে না। যেরূপ বর্ষাতে জল পড়ে, নীচে জল উপরে জল দেখা যায়, সেই বর্ষা থামিয়া গেলে দেখা যায় জলে জল মিশে যায়। কিছুই দেখা যায় না,—কোন ফল পাইতে ইচ্ছা হয় যদি, এবং আশ্চর্য্য কিছু দেখিতে ইচ্ছা হয়, বিলম্বের কথা। কারণ কিছু বিলম্বে, কিছুকাল পরে, সকলের আশা পূর্ণ হইবে। এই ভাব না থাকে,—এই ভাবে কোন কার্য্য হইবার সম্ভব নাই, যেহেতু সকলের মন এক প্রকার হওয়া চাই। কারণ যেরূপ কোনকার্য্য করিতে, কার্য্য কারক চলিল,—কিছুদূর

যাইয়া বলিল; এদিক চল সকলেই যাইব, অপরে বলিল এ দিক যাইব কিন্তু সেই কার্য্যে সেই পাঁচ জন গেল পাঁচ দিকে। সেই কার্য্য করিতে কেহই থাকিল না। আমি এইরূপ বুঝিলাম। কিন্তু যদি কোন কার্য্য করিতে ইচ্ছা হয়—তবে নিয়মিত রূপে কার্য্য করা উচিত। যদি এই নিয়ম দ্বারা না চলে, বেশী করিয়া নেওয়া হয়, এই বলিতে পারি, অন্য যে সময় হইবে, সেই সময় যত জন উপস্থিত থাকিবেন; যদি তার পরে সেই সকলের মধ্যে কম কি বেশী হয়, তবে খারাপ হইবে। ইহার মধ্যে ঠিক্ এবং পরিস্কার-চিত্ত লোক থাকা উচিত। যে ব্যক্তির চিত্ত পরিস্কার সেই থাকিবে। যার চিত্ত পরিস্কার নাই সেই ঠকিবে। আর কোন বিষয় পরীক্ষা করিতে হইলে সে সময় আসিতেছে। এই বলিতেছি যদি এই বিষয় না ছাড়িয়া দেও, তবে অনেক ভাল হইবে। নাম শুনিবার সকলের ইচ্ছা ছিল, আমার মতে যদি এখন নাম বলি, কোন কার্য্য হইবে না। কিছুদিন পরে হইলে ভাল হইবে। কারণ পূর্ব্বে অনেক বিষয় পরীক্ষা করা উচিত। কিন্তু সেই যে এখন হইতেছে এমত নয়; এরূপ কাজে এরূপ উতালা হওয়া আমার মতে ভাল বোধ করি না। কারণ কার্য্যে যত্ন করা উচিত। আপনাদের কার্য্যে কতদূর যত্ন নিজেরা বুঝিতে পারেন, অধিক বলিতে ইচ্ছা করি না। এখন কারণ বলিবার দিন আসিতেছে, ক্রমে বলিব, এখন বলায় কোন ফল হইবে না। কারণ নিজেরা ঠিক্ হইতে পারেন নাই। যদি নিজে কাঁপিতে থাকি, কোন জিনিষ মস্তকে রাখিতে পারি না; কারণ পড়িয়া যায়। যদি

নিজে ঠিক্ না হইতে পারি, তবে নিশ্চয়ই ঠিক্ রাখিতে পারি না। যদি ঠিক্ হইতে পারেন, তবে যা শুনিবেন, তা গ্রাহ্য হইবে।

মা। আমাদের কি হওয়া উচিত?

আ। আমি এরূপ বলিতে ইচ্ছা করি না নাম ধরিয়া।— যে ব্যক্তি ভাল বলিয়া বোধ করেন, তিনি আসিবেন।

মা। কতজন আসা উচিত?

আ। দিন ঠিক্ হইতেছে না, দিন ঠিক্ চাই। মন ঠিক্ চাই।

মা। আপনি এখানে আছেন ইহাতে বিশ্বাসী যারা, অথবা ঈশ্বরে বিশ্বাসী যারা তাঁরা আসিবেন?

আ। আমাকে বিশ্বাস করুক নাই করুক, আমি কে জানি না, অন্যে জানিবে কিরূপে? যাঁকে বিশ্বাস করিতে হয়, তাঁকে যে বিশ্বাস করে। আর তামাসা দেখিতে আসিলে কোন কার্য্য হইবে না। কেননা কোন তামাসার কার্য্য হইতেছে না।

মা। কিরূপ বিশ্বাস লইয়া আসিব?

আ।—যার মনের ভাব সে বুঝিতে পারে, ইহার মধ্যে যার ভক্তি আছে বিশ্বাস আছে তিনি আসিবেন। আমি করযোড়ে বলিতেছি যে এই স্থানে যে যে ব্যক্তি উপস্থিত আছেন, কার কি অভিপ্রায়, কি মনের ভাব, কে কি জন্য আসিয়াছেন?—পুনরায় বলুন সকলে নিজ নিজ মত। (সকলের মনের ভাব বর্ণন)

আ। এই বলিতেছি যে যার কিছু বিশ্বাস (আছে)

তার হয়ত ক্রমে হইবে।——যার বিশ্বাস নাই যে ব্যক্তি জানিতে আসিয়াছেন, আসা উচিত, ভাব দেখা উচিত, অবস্থা দেখা উচিত। আমি ভাবিলাম এটা ভুল, আমার দেখা উচিত ভুল কি না। ইচ্ছা করি এখন দেখিব, এখন দেখিতে পারিব না, যদি এরূপ কারো মনের ভাব থাকে, তাকে বলিতেছি ক্রমে ক্রমে দেখুন, এই কথা নিয়া তর্ক করা অনুচিত। আমার মনের কথা মনে রহিল, কার্য্য করিতে পারি পরে বলিব; পূর্ব্বে বলিলে কোন ফল হইবে না। কার্য্য করিয়া বলিতে পারিলে, লোকে প্রশংসা করে। যে ব্যক্তি আসিতে ইচ্ছা করেন, যে অভিপ্রায়ে তিনি আসেন সে অভিপ্রায় যতদিন পূর্ণ না হয়, ততদিন কোন বাড়াবাড়ি না করিয়া, যাতে সেই কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে, এবং যাহাতে বিশ্বাস হয়, সেইরূপ ভাবে থাকা উচিত। পূর্ব্বে বলিয়াছি, ইচ্ছা করিলে দেখিতে পাই না (কিন্তু) ক্রমে দেখিব, যেরূপ দূর হইতে দৃষ্টি করিয়া কোন বস্তু ঠিক্ করা যায় না, ক্রমে নিকট হইলে ঠিক্ করা যায়, যে পর্য্যন্ত সে বস্তু ঠিক্ করা না হয়, সে পর্য্যন্ত কোন প্রতিবাদ, তর্ক করা অন্যায়। যদি এইরূপ কেহ না পারেন, তিনি যাহা ভাল বিবেচনা করেন তাহাই করিবেন।

মা। তর্কদ্বারা যদি মানুষকে আনিতে পারি?

আ। আমি এরূপ আনিতে ইচ্ছা করি না, কারণ যদি আমার নিজের প্রবৃত্তি না জন্মে, আমি অন্যের কথায় যাইব এরূপ আমি ইচ্ছা করি না।

মা। অন্যে আনিলেও ত অনেক ধর্ম্মের কথা শুনিতে পারে?

আ। সেই ধর্ম্ম যদি আমি না জানি? যদি ধর্ম্ম জানি, বিশ্বাস করি, তবে ত বলিব? যদি আমার বিশ্বাস না হয়, অন্যকে কিরূপে বিশ্বাস করাইব? নিজে যে পর্য্যন্ত, সেই দূরের বস্তু ধারে গিয়া দেখিব, সেই সময় বলিব। যদি চিনিয়া থাকেন বলুন বাধা কি? যেটা ঠিক্ জানি না, যেটা ভাল রূপে বুঝি না, যে বিষয় বিশেষ সন্দেহ আছে, সেই সন্দেহ যে প্রকারে ভঞ্জন হয়, তাই করা উচিত। সেই সন্দেহ ভঞ্জনের পর যদি কোন ভাইকে বলি, ভাই এই পথে চল, এই পথ পরিস্কার পথ, এই পথে সে আসিবে। বুঝাইয়া বলিব এই পথে কাঁটা নাই। যদি আমার মনে সন্দেহ থাকে এই পথে কাঁটা আছে কি না সন্দেহ স্থল, অন্যকে কি প্রকারে আনিব? সন্দেহ যতদিন দূর না হয়, (ততদিন) যাতে দূর করা যায় তাই করা কর্ত্তব্য।

মা। ব্রাহ্মসমাজে যে ভাবে উপাসনা করি, আপনি সে বিষয় অবগত আছেন কি না?

আ। উপাসনা কি জানি না, সকলি ক্রমে ক্রমে জানিতে পারিবেন। কারণ এক সময়ে সব কার্য্য সম্পন্ন হয় না। নাম বলিতে পারি, এখন বলিতে ইচ্ছা করি না। কারণ পূর্ব্বে যদি কোন অভিপ্রায় থাকে আমার করিব, পরে নাম বলিব। আমার অন্য যদি কিছু সাধ্য থাকে, তাহার পরে নাম বলিব। এখন বলিতে ইচ্ছা করি না।

মা। কীর্ত্তনের সময় আপনি না উঠিয়া পারেন না?

আ। (নিরুত্তর)

মা। পরলোকে স্বামী স্ত্রীর কি সম্বন্ধ?

আ। বলিনাই? ভাই ভগ্নী।

মা। ইহলোকে যার স্ত্রীর মৃত্যু হয়, তার আবার বিবাহ করা কর্ত্তব্য কি না?

আ। আমার মতে উচিত বোধ করি না।

মা। বিধবা বিবাহ উচিত কি না?

আ। প্রত্যেক তারিখে বলিতে ইচ্ছা করি না, পূর্ব্বে বলা হইয়াছিল।

মা। বুঝিতে পারি নাই।

আ। আমার মতে যার একবার বিবাহ হইয়াছিল, তার পুনরায় বিবাহ করা অনুচিত। যদি প্রবৃত্তি জন্মে তবে বাধা কি?

২৬শে ফেব্রুয়ারি। ১৮৮৬।

মা। আমাদের যে প্রার্থনা করিতে বলিলেন, তাতে আপনার কি সুবিধা বোধ হয়? কেহ কেহ আপনার জন্য প্রার্থনা করেছে।

আ। অনিষ্ট কি? উপকার হইতেছে।

মা। বরিশালে আর এক স্থানে আত্মা আনা হয়, আপনার সহিত অনেক কথায় তাঁহার ঐক্য হয় না। পুনর্জ্জন্ম প্রভৃতিতে তাহার বিশ্বাস আছে ইত্যাদি।

আ। আমি এই বলিতে পারি, মৃত্যুর পর আর এই পৃথিবীতে আসিতে হইবে না। যদি কেহ বলিয়া থাকে, আসিয়া থাকে, বলুক আমি সে বিষয় কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না।

মা। তিনি বলিয়াছেন, জন্ম গ্রহণের অল্প পূর্ব্বে পুনরায় জন্মের বিষয় টের পাওয়া যায়।

আ। যিনি আসিয়াছেন তিনি বুঝিতে পারেন। তাঁর কথা, আমি সে বিষয় বলিতে ইচ্ছা করি না।

মা। ৬ষ্ঠ স্বর্গ, ৫ম স্বর্গ যে তিনি বলিয়াছেন এসব কি ?

আ। যে বলিয়াছে আমি তার কথার বিপরীত বলিতে পারি না, কারণ তিনি পুনরায় আসিবেন বলিয়াছেন, বেশী দিন হইল তাঁর মৃত্যু হইয়াছে। তিনি মৃত্যুর পর একবার উপরে উঠিয়াছেন, পুনরায় নীচে আসিবেন। সে যে কিরূপ আমি বুঝিতে পারিতেছি না।

মা। তিনি কবে আসিবেন ?

আ। তিনিই জানেন ;

মা। তাঁকে কি আপনি চিনেন ?

আ। আমি জানি না সে কে। কারণ একবার স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়া, পুনরায় আগমন করিবে এমন কে চিনি না। সে বলিয়াছে "আমি স্বর্গে আছি"।

মা। আজ্ঞা হ্যাঁ।

আ। সে স্বর্গে আসিয়াছে বলিয়াছে ? যে ব্যক্তি একবার স্বর্গে যাইতে পারিবে, পুনরায় আসিতে হইবে কেন ? কে এই বিষয় বুঝাইয়া দিতে পারে আমাকে ?

মা। আমরাইত আপনার নিকট বুঝিব। হয়ত স্বর্গে কোন পাপ করিয়াছেন।

আ। যে ব্যক্তির একবার স্বর্গ প্রাপ্তি হইয়াছে, সে আমাদের মত পাপী ত নয় ? সে আমাদিগের ন্যায় অজ্ঞান

নয়, জ্ঞান না হইলে কখনই কেহ যাইতে পারে না। জ্ঞান জন্মিয়াছে যার, পুনরায় সে কিরূপে অজ্ঞান হইতে পারে?

মা। তবে ও জগতে আর পতন নাই?

আ। যেমন কোন বস্তু জন্মিলে ক্রমে বড় হইতে থাকে, সে পুনরায় ছোট হয় না, সেইরূপ, ক্রমান্বয়ে পাপীর পাপ ক্ষয় হইতে থাকে, এবং উন্নতি হইতে আরম্ভ হয়।

মা। তবে কি মৃত্যুর পর আর পতন হইতে পারেনা?

আ। যে একবার উন্নতি লাভ করে, তার কিরূপে পতন হয়?

মা। পৃথিবীতে যেমন।

আ। এরূপে যে প্রলোভনে পড়ে নষ্ট হয়, তাকেত উন্নতি বলে না?

মা। অন্যত্র যে আত্মা আসেন তিনি বলিয়াছেন, সাত স্বর্গ আছে। ত্রৈলঙ্গ স্বামী দেহত্যাগ করিলে ৭ম স্বর্গে যাইবেন। চৈতন্য ৬ষ্ঠ স্বর্গে আছেন। এসব কি? পঞ্চম, ৬ষ্ঠ, ৭ম স্বর্গ কি?

আ। এরূপ কোন একটা কিছু নাই। কারণ, যেরূপ বলিয়াছি, ক্রমে যেবস্তু জন্মে, সে ক্রমে উন্নত হয়। কারো বেশী কারো কম। হয়ত, এই বেশী কম, একস্থানে না থাকিয়া পৃথক স্থানে থাকে। এসব কথা বিশেষ কোন প্রয়োজনীয় নহে। যত নিজে কষ্ট করিতে পারা যায়, ততই উন্নতি লাভ করিতে পারে।

মা। ত্রৈলঙ্গ স্বামী জন্মিবেন সে কি রূপ?

আ। তিনিই জানেন।

মা। তিনি বলিলেন নিরাকারের ধ্যান হইতে পারে না।

আ। কেন পারে না বলিয়াছেন কি না?

মা। আরও বলেন গয়ায় পিণ্ড দান করা কর্ত্তব্য।

আ। কি মনে করিয়া?—এখানে সকলকে কি দেখাইলেন নিরাকারের উপাসনা সম্বন্ধে? সাকার পিতৃ পুরুষ প্রস্তুত করিয়া পিণ্ড দেওয়া হয় কি? আমি সাকার নিরাকারের একটা কথা বলিব। আমি (যদি) স্বীকার করি, নিরাকার ভাল বোধ করি না, সাকার ভাল মনে করি, সেই সাকার কি? ঈশ্বর নিরাকার সকলেই জানেন, সে নিরাকারের একটী সাকার করিলাম। সে কি করিলাম? নিরাকারের আকার করিলাম কি রূপে? এই পৃথিবীতে (কত) লোকের মৃত্যু হইতেছে শত সহস্র স্ত্রীলোক হাহাকার করিতেছে স্বামীর জন্য। যদি ঈশ্বর নিরাকারের একটী আকার হইতে পারে তবে কেন বিধবা স্ত্রী স্বামী প্রস্তুত করিয়া চিরকাল সধবা থাকে না? প্রতিমাতে যদি নিরাকার পাইত তবে কত কার্য্য হইত। মানুষের দেহ পরিত্যাগ করিয়া আত্মা চলিয়া যায়, দেহ পড়িয়া থাকে। সে দেহ সাকার, সাকারে কথা বলিতে পারে না কেন? সাকারে নিরাকার নাই। নিরাকার ব্যতীত কোন কার্য্য হইতে পারে না, তবে আমি কি করিতে সাকারের ভজনা করিব?

মা। গয়ায় পিণ্ড দিতে ফল আছে?

আ। আমি বুঝি না ঐ কার্য্যের দ্বারা কত ফল হয়।

মা। মৃত্যুর পরে আত্মার সঙ্গে আমাদের শারীরিক আকৃতির সাদৃশ্য থাকিবে কি না?

আ। সেখানে চেনা হবে, যে রূপ মানুষে মানুষে চেনা হয়।

মা। চিনিবার উপায়?

আ। জ্ঞান দ্বারা।

মা। অল্প জ্ঞান বিশিষ্ট যারা, তারা সকলকে চিনিতে পারে কি রূপে?

আ। জ্ঞান দ্বারা সকলে সকলকে চিনিতে পারে, চেনার জন্য কম বেশীতে আসে যায় না, কারণ জ্ঞান সকলের সমান নয়, সে পৃথক কথা হইয়াছে।

মা। মৃত্যুর পর ক্রমেই আপনি শান্তি পাইতেছেন কি না? অগ্রসর হইতেছেন কি না?

আ। পরিশ্রম হইলে কার্য্য হইতে পারে, আমরা সেরূপ পরিশ্রম করিতে পারি না বলিয়া সেইরূপ কার্য্য হইতেছে না, যে পরিশ্রম করে সে উন্নতি লাভ করে।

মা। কি রূপে আপনারা সময় কাটান?

আ। আমাদের একমাত্র দয়াময় নামে চিন্তাই কার্য্য।

মা। নিয়তই কি?

আ। যে পর্য্যন্ত বিনা কষ্টে পারি, কারণ যদি কষ্ট স্বীকার করিয়া সমস্ত সময় সেই দয়াময় নাম স্মরণ করা যায় তবে পাপীদের পাপের কষ্ট ভোগ করিতে হয় না। আমরা পারি না যে পর্য্যন্ত কোন কষ্ট বোধ না করি সেই পর্য্যন্ত ঈশ্বর-চিন্তা করা যায়, কিন্তু কষ্ট (১) করিয়া চিন্তা করিতে

(১) এই "কষ্ট" শব্দটীর ব্যবহার দেখিয়া বোধ হয় যে ধর্ম্মের জন্য খাটা ও চেষ্টার অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

পারি না, যদি তাই পারিতাম, পাপ হইতে সত্বর মুক্ত হইতে পারিতাম। ঈশ্বরের নাম স্মরণে পাপ খণ্ডন হয়।

মা। অবসর সময়ে কি করেন?

আ। এই আসিয়াছি।

মা। এই ভিন্ন অন্য সময়?

আ। যে সময়টুকু (নাম লইতে) প্রবৃত্তি না হয় সে সময় বিশ্রাম করি, যে সময়টুকু বিশ্রাম করা যায়, সে সময় অনুতাপ জন্মে।

মা। গান, সংকীর্ত্তন, প্রভৃতি কোন্‌টা আপনি ভাল বাসেন?

আ। সকলই।

মা। মৃত্যুর পরেই কি কামাদি রিপু ও বাসনা ধ্বংস হয়?

আ। ঐরূপ যার যায় সেই সময় সে অনন্ত ধামে যাইতে পারে, কারণ কোন পাপ শরীরে থাকিল না (কিন্তু) তা নয় ক্রমে ক্রমে সকল দূর হইতে থাকে, তবে এরূপ থাকে না, অনেক সে সময়ে প্রবৃত্তি ক্ষয় হয়।

৮ই মার্চ্চ।

আ। একটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি এবং বলিব—এক বিষয় কতবার বলা উচিত?

মা। কোন্ বিষয় বুঝিতে পারি না।

আ। একটী কথা কতবার বলিলে ঠিক্ হইবে?

মা। কোন্ কথাটী?

আ। যে কার্য্য করে, তার নিয়মিত কার্য্য ঠিক্ আছে, সকলের ঠিক্ থাকা উচিত। যদি কোন ব্যক্তি অনিয়মিতরূপে এবং অপ্রবৃত্তির সহিত কোন দ্রব্য ভক্ষণ করে, সে সহিতে পারে না, কতই যাতনা পাইতে হয়। আপনাদের মধ্যে যে কার্য্য হইবার সম্ভব নাই, সেই কার্য্যের বন্দোবস্ত পূর্ব্বে হইয়া থাকে এইরূপ করা ভাবের খেলা। কার্য্য সম্পন্ন হইবার পূর্ব্বের খেলা এখন পর্য্যন্ত খেলিতে আরম্ভ করেন নাই।

মা। আমাদের Mesmeriser (মুগ্ধকারী) এবং মিডিয়ম এখানে ছিলেন না বলিয়া বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে।

আ। আমি এখন কিছু না বলিয়া আপনাদের কথা বলি; যে যে ব্যক্তি এখানে আছেন এখন এবং অন্য কেহ যদি আসেন নিয়মিতরূপে যে আসিবে, নির্দ্দিষ্ট ঠিক্ দিনে যত লোক আসিবেন, নির্দ্দিষ্ট সময় ঠিক্ করুন সে সময় আসিবেন, নির্দ্দিষ্ট সময় ঠিক্ করুন যে সময় যাবেন, নির্দ্দিষ্ট সময় ঠিক্ করুন যে দিবস হবে, এই কয়েকটী কথা। যে কার্য্য করিতে হয় আপনারা করুন।

মা। যদি দৈবাৎ পীড়া কিম্বা অন্য কারণে কেহ না আসিতে পারেন?

আ। ওরূপ (স্থলে) বিশেষ কোন বাধা নাই।

মা। হিন্দু দিগের দ্বারা আনীত আত্মা এবং আপনি বিভিন্ন মত প্রকাশ করেন, আপনি ব্রাহ্ম মত এবং তিনি হিন্দু মত বলেন।

আ। ব্রাহ্ম হিন্দু বিভেদ কি? নিশ্চয় বলিতে পারি, যে ব্যক্তি যত দিন পর্য্যন্ত নিরাকারকে না জানে, সে পর্য্যন্ত

তার মুক্তি নাই, কে মূর্ত্তির নিকট আসিয়া মুক্তি হইয়াছে? নিরাকার যে পর্য্যন্ত ধারণা করিতে না পারে, যে নিরাকার ডাকিতে পারে না, চিন্তা করিতে পারে না কি প্রকারে তার মুক্তি হইয়াছে। স্বীকার করি যে পর্য্যন্ত মনের ভ্রম দূর না করা যায় সে পর্য্যন্ত ওরূপ অবস্থায় থাকিয়া ক্রমে উন্নতি হইতে থাকে। যে পর্য্যন্ত সেই জ্ঞান না জন্মিবে সেই নিরাকার ব্যতীত কিছুই হইবার সম্ভাবনা নাই সে সময় নিরাকারের চিন্তা ধ্যান সকল নিরাকারের কার্য্য হইবে। যদি এখন সে ভ্রম দূর না হয় পরে দূর হইবে, যখন আমি মনে এরূপ দেখিব নিরাকারের চিন্তা করিতে পারি। যেরূপ জল অন্য কোন শক্ত বস্তুর সহিত মিশেনা, জলে জল মিশে, চেনা যায় না, সেইরূপ নিরাকারে নিরাকার মিশিবে, নিরাকারে সাকারে মিশিবে না। এখন অধিক বলিতে ইচ্ছা করি না, সকলের নিকট ঠিক্ বলিতে পারি, নিরাকারে যে পর্য্যন্ত না যাবেন, সে পর্য্যন্ত তার উদ্ধার নাই। যিনি যিনি সাকারে এখন আছেন তাঁর নিরাকারে পোঁছিতে বেশী দেরী হইবে না।

(অন্য একদিনের কথার কিয়দংশ)

পূর্ব্বে বলিয়াছি, আরও কিছু নিরাকার ও সাকার সম্বন্ধে বলিতে ইচ্ছা করি, এখানে সাকার উপাসক কেহ আছেন কি না? আমি বলিতেছি নিরাকার যেরূপ চিন্তা করা যায় সেরূপ সাকার করা যায় না। আমি বুঝিতে পারি কথা বলিতে পারি সকলেই বুঝিতেছেন, কেহ দেখিতেছেন না—কে কথা বলে?

বুঝিতে পারেন, দেখিতে পারেন না, এইরূপ ভাবিয়া দেখুন নিরাকার চিন্তা করা সহজ। সাকারের চিন্তা কি রূপে হইতে পারে? কেন হইতে পারে না ইহা আমি বলিতেছিঃ—কোন একটা সাকার তাহাকে কিরূপে ধারণা করা যায়? অনেকে মনে করিয়া দেখুন কারো মূর্ত্তি, বন্ধুর মূর্ত্তি, সম্পূর্ণ ধারণা করিতে পারেন না, ঠিক্ যেরূপ ছিল সম্পূর্ণ সেরূপ হয় না। যাকে প্রতিমুহূর্ত্তে দেখিয়াছেন তাহাকে ভাবিয়া দেখুন কে পারে ঠিক্ করিতে? একখানা কাপড়ের সম্পূর্ণ ভাগ দেখিতে না পারিলে বলিতে পারি না কাপড় খানা ছেঁড়া কি ভাল। নিরাকারে যখন সম্পূর্ণ স্বরূপ জানিতে পারা যায়, সাকার প্রতিমাতে যখন হয় না তখন পূর্ব্বটী ছাড়িয়া পরটীতে কতটুকু ফল হয়? যিনি সাকার উপাসনা করেন তাঁর মনে কষ্ট দিতে চাই না। তিনি যদি নিরাকারে ফল না পান মনে করেন, তবে তাঁহার তাই হউক। কিন্তু পরিশ্রম আবশ্যক, উহা ব্যতীত কোন কার্য্য হইবে না। পরিশ্রম করিলে সফল হইবেন কিন্তু আমি বলিতেছি সাকারের অপেক্ষা নিরাকার সহজ।

মা। ভক্তি পূর্ব্বক সাকার ডাকিলে মুক্তি হবে কি না?

আ। যিনিই যা মনে করুন না কেন, কালে নিরাকারে পৌঁছিতে না পারিলে মুক্তি নাই। উহাতে ফল না হয় এমন নয়; (কিন্তু) নিরাকার ব্যতীত মুক্তির, পরিত্রাণের অন্য উপায় আর নাই। আমি বলিতে পারি “প্রতিমা পূজা করি না, নিরাকার ধ্যান ধারণা করি” কিন্তু বলিলেই কাজ হয় না, কাজ করা চাই নতুবা সব মিথ্যা। অনেকে সাকার কেহ

নিরাকারে বিশ্বাস করেন কিন্তু পূর্ব্বে (সাকার উপাসক) পরের পথে (নিরাকারে) আসিবেন। ঈশ্বর নিরাকার এবং অদ্বিতীয় এই দুইটী ঠিক্ হইলে আর কোন গোল নাই। অনেকে আছেন কিছুই বুঝেন না। না সাকার, না নিরাকার ঈশ্বর কি বুঝেন না। ঈশ্বর নাই এরূপ যার ধারণা তার কোন সার নাই। সেইরূপ লোক শুষ্ক কাষ্ঠের মত। পরে যিনি নিরাকার চিন্তা করিতে না পারিবেন সে পর্য্যন্তও মুক্তি নাই। প্রেমের ভাব পরিবর্ত্তন হইয়া নূতন ভাব হইবে। কোন বৃক্ষ কাটিয়া গেলে মূল হইতে পুনরায় অঙ্কুর জালাইয়া বড় হইতে থাকে এবং সেই বৃক্ষ ক্রমে বড় হয় কিন্তু সেইরূপ শুষ্ক হইয়া পরে নূতন হইয়া থাকে। আমাদের মত লোক যাহাদের সাধারণ মত একটু বিশ্বাস, (তাহাদের) কত কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। ইহা হইতেও বেশী কষ্ট ভোগ করিতে হইবে যাহাদের কিছুই (বিশ্বাস) নাই। তাই বলি যাহাতে এরূপ কষ্ট ভোগ করিতে না হয়, সেরূপ চেষ্টা করিবেন।

মা। সাধনা দ্বারা কি জীবিত থাকিতে ঈশ্বর দর্শন হয়?

আ। কিরূপ দর্শন জানিতে ইচ্ছা করি, আমি ঐ দিক্ দৃষ্টি করিলাম অমনি দেখিলাম তিনি আসিয়া দেখা দিলেন, এইরূপ হইতে পারে না। কাজ করুন নিজের পরিবর্ত্তন উন্নতি আপনিই বুঝিতে পারিবেন। চেষ্টা করিলেই দেখিতে পাইবেন। ঈশ্বর একজনকে ভাল বাসেন, অন্যকে ঘৃণা করেন এরূপ নহে কিন্তু দেখিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। এই আহার করিতেছেন, কিরূপ কষ্ট করিয়া অন্ন প্রস্তুত হয়

চিন্তা করিয়া দেখুন; নিজের খাওয়ার জন্য যদি এরূপ কষ্ট করিতে হয়, ঈশ্বরকে পাইতেও এইরূপ পরিশ্রম করিতে হয়।

২২ মার্চ্চ।

(অন্য একটী আত্মার আগমন, কিছুকাল একাকী নিঃশব্দে ভ্রমণ)

আ। একটী কথা বলিতে এসেছি।

মা। অনুগ্রহ করে বলুন।

আ। এই খানে যিনি আসিয়া থাকেন, তিনি সকলকে পরীক্ষা করিতেছেন। তিনি প্রথমে কিছু বলিবেন না, সকলের ভাব বুঝিতেছেন। এরূপে যদি সকলের মন খারাপ না হয়, তবে ভাল হইবে; যদি মন খারাপ হয়, অবজ্ঞা করেন, ভক্তি না করেন, যে প্রকারে আপনাদের মন খারাপ হয়, (তিনি) তার চেষ্টা করিবেন। যদি খারাপ না হয় তবে ঠিক্ হইল, যদি তাহাতে খারাপ হইল, তবে খারাপ হইবে।

(ইহার পর ইনি চলিয়া গেলেন, এবং যিনি প্রতিদিন আসিয়া থাকেন, তিনি আসিলেন।)

মা। **প্রকৃত বিশ্বাস কি এবং সেই বিশ্বাস জীবনে আসিলে কি কি লক্ষণ প্রকাশ পায়?**

আ। বিশ্বাস কারে কহে, আমাকে বলিবেন। বিশ্বাস কারে কহে জানেন না?

মা। কোন বস্তু যদি থাকে, সেই বস্তু আছে এই ধারণা

হইলে তাহার নাম বিশ্বাস। এই বিশ্বাস একবার হয়, আবার যায় কেন?

আ। প্রকৃত বিশ্বাস কি যাইতে পারে? যাহার প্রকৃত বিশ্বাস হয়, তাহার বিশ্বাস আর যাবার নহে। আমার বিশ্বাস হইল, আবার বিশ্বাস গেল, ইহাকে কে বিশ্বাস বলিবে? ঈশ্বরকে বিশ্বাস করিতে হইলে অনেক কষ্ট করিতে হয়, কিন্তু একবার জন্মিলে আর যায় না। আমাদের বিশ্বাস জন্মে নাই, তাই ভাবি বিশ্বাস হইয়াছিল। আবার গিয়াছে; কিন্তু তাহা নহে, বিশ্বাস হইলে আর যাইবার সাধ্য নাই। যদি কোন ব্যক্তির অরণ্যের মধ্যে বাঘ দেখিয়াছে বিশ্বাস হইল, কিন্তু বাঘ ব্যতীত যদি ক্ষুদ্র জন্তু থাকে, (তবু) তাহার মনে বাঘ আছে (এই) বিশ্বাস যাইবার নহে। এই সাধারণ বিশ্বাস ইহাই যদি যাবার নহে, তবে ঈশ্বর প্রতি বিশ্বাস হইলে কি যাইতে পারে? যাহার এরূপ বিশ্বাস হয় সে কখনও প্রলোভনে পড়ে না, যে পড়ে তাহার বিশ্বাস ভক্তি কিছু নাই। যাহার বিশ্বাস আছে এবং জ্ঞান আছে, এরূপ যে লোক সে প্রলোভনে পড়িয়া কোন কার্য্য করে না।

মা। ভক্তির উচ্ছ্বাস এবং ধ্যানের গম্ভীরতার পার্থক্য কি?

আ। প্রবৃত্তি না থাকিলে ভক্তি আসিতে পারে না। যে কাজে প্রবৃত্তি হয়, সেই কাজে ভক্তি হয়। কোন একটী বস্তু ধরিয়া প্রবৃত্তি না হইলে ভক্তি হয় না। প্রবৃত্তি হইলে ধরিতে পারা যায়। ঈশ্বরকে ডাকিতে প্রবৃত্তি হইলে ভক্তিও হইয়া পড়ে। ভক্তিতে নাম লইতে মনে আনন্দ হয়, সেই

জন্য (মন) এইরূপ নাচিয়া উঠে। ধ্যানের সময় কোন আমোদ হয় না, কিরূপে পাইব এই মনে হয়।

২৬ মার্চ্চ।

মা। দেহ মুক্ত আত্মাদের কি রিপু থাকে?

আ। রিপু কি?

মা। কাম ক্রোধ ইত্যাদি।

আ। মৃত্যু হইলেই পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে না।

মা। ঐ সকল কি আত্মার সঙ্গে থাকে?

আ। তা থাকে।

মা। জীবিতাবস্থায় দেহ হইতে আত্মা বাহির হইয়া যাইতে পারে কি না?

আ। হ্যাঁ পারে।

মা। তখনকার শরীরের অবস্থা কি?

আ। আত্মা না থাকিলে ক্রিয়া কিরূপে হয়? এরূপ করিতে হইলে নিয়ম করিতে হয়। সেই নিয়মে বিচক্ষণ না হইলে কিম্বা নিয়ম ঠিক্ না থাকিলে খারাপ হইতে পারে। খারাপ না হইলে পুনরায় আত্মা শরীরে আসিতে পারে।

মা। যোগবলে যোগীরা নাকি সশরীরে স্বর্গে যাইতে পারে?

আ। স্বর্গে গিয়াছে কে দেখিয়াছেন?

মা। গোবিন্দের মধ্যে আপনি আসাতে তাহার কোন উপকার আছে? তাহার পেটে যে একটা ব্যারাম আছে, তাহা কি সারিয়ে দিবেন?

আ। এখন বলিতে পারি না ব্যারাম সারিবে কি না। সোমবার কিছু ভাব দেখিবেন।

৮ এপ্রিল শুক্রবার, ও ১২ এপ্রিল ১৮৮৬।

আ। তোমাদের প্রতিজ্ঞা অদ্য পালন করিতে হইবে।(*)

বিজয় বাবুর সঙ্গে কথোপকথন।

বি। কেমন কি হচ্ছে, আলাপ কর, কি করিতেছ বল।

উ। (বুঝা গেল না)

বি। দিন রাত্র সেখানে কি কর?

উ। কর্ত্তব্য কার্য্য করি।

বি। কি কি কর্ত্তব্য কার্য্য তুমি ঠিক্ করিয়া নিয়াছ বল?

উ। সব বলিব। আমার কোন ক্ষমতা নাই, যৎকিঞ্চিৎ যাহা পারি করি। ঈশ্বরের নাম করি, এখানে আসিয়া এক কার্য্য করি, আর কি? কীর্ত্তন কর, পরে সব বলিব। (কীর্ত্তন হইল)

বি। ঈশ্বর দর্শন এখানে যেরূপ করিতে তদ্রূপ কি অন্যরূপ?

উ। এখান হইতে পরিষ্কার হয়।—

বি। কি কি কর্ত্তব্য কর?

উ। আর কি করিব? তুমি কি কর?

বি। আমি ঈশ্বরের নাম করি, প্রচার করি। তোমরা স্ত্রী পুরুষ কি পৃথক পৃথক থাক?

---

* শুক্রবারে পরিচয় দিবেন বলিয়া বহুদিন পূর্ব্বে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন।

উ। পৃথক কি? স্ত্রী পুরুষ এক সঙ্গে।

বি। স্ত্রীলোকের অবস্থা কিরূপ? তাহারা পুরুষের ন্যায় কার্য্য করে, না বিশেষ আছে?

উ। আমি যেরূপ করি হয়ত অন্যে সেরূপ করে না।

বি। স্ত্রী পুরুষের আত্মা একরূপ না ভিন্নরূপ? (*)

উ। স্ত্রী পুরুষ চেনা যায়।

বি। স্ত্রী পুত্র মনে করে কি না?

উ। যে ভালবাসে সে চিন্তা করে। যদি না ভালবাসিবে তবে তুমি আসিয়াছ কেন?

বি। ভালবাস তবে এক দিনও যাও নাই, পরিচয় দেও নাই।

উ। ক্রমে দিন আসিবে। কালক্রমে ভাল আসিবে। তোমাকে ডাকিয়াছিলাম শুন নাই?

বি। শুনিয়াইত আসিয়াছি।

আ। না, সে ত ডাকা নয়। তাহার পূর্ব্বেই ডাকিয়াছিলাম।

বি। তখন আমি সমাধিতে ছিলাম।

আ। শুনিয়াছিলে?

বি। হঁ্যা।—

আ। ইহার মধ্যে (অর্থাৎ আত্মা আনয়নকারী দলের মধ্যে) ভক্তি অনেকের কম। এরূপ যে পর্য্যন্ত না সারিবে.

---

* গোস্বামী মহাশয় নিজেই বলেন তিনি পরলোকগত আত্মা দেখিতে পান, তবে তাহার এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার কোন গূঢ় কারণ অবশ্যই ছিল।

সে পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ কার্য্য কিছুতেই করিতে পারিব না। কোন এক কার্য্যে চেষ্টা পরিশ্রম না করিয়া ফল পাইতে ইচ্ছা করে, সে ফল কে পাইয়াছে ?

বি। ভক্তি হবে কেমন করিয়া ?

আ। যেরূপ বলা হইয়াছে, সেরূপ কার্য্য করিয়াছেন ?

বি। সহজ কোন উপায় বলিয়া দাও।

আ। যাহা বলিয়াছি তাহা হইতে সহজ চুপ করিয়া থাকা।

বি। ইহাদের মনের—

আ। তাহা হইবার সম্ভব নাই, একটী নিয়ম করিয়াছিলেন সেই নিয়ম কত দিন পালন করিয়াছেন বলুন ?

বি। আমার পরিবার আসিয়াছেন,——————বাবুর বাসায় আছেন, গেলে আলাপ হইতে পারে।

আ। যাব।

বি। আগামী কল্য রাত্রে।——————বাবুর নূতন বাড়ী চেন ?

আ। তা দিয়ে কি হবে ? যেরূপ হয় যাইব।

বি। উপাসনা কি শ্রাদ্ধ স্থলে আত্মা আসেন কি না ?

আ। আসেন।

বি। তোমার আসার আগে যিনি আসেন তিনি কে ?

আ। তুমি দেখ দেখি কে ?

বি। এখানে তোমার আসার উদ্দেশ্য কি ? কেহ কি পাঠাইয়াছেন ?

আ। ইহাদের মঙ্গলের জন্য আপনা হইতে আসিয়াছি; ঈশ্বর অনুগ্রহে আসিয়াছি।

বি। কত জায়গা আছে তথায় না গিয়া এখানে আসিয়াছ কেন?

আ। এখানেও ত জায়গা আছে।

বি। আত্মার সূক্ষ্ম দেহ কি রকম?

আ। আমি জানি না।

বি। তবে চিনা যায় কি ক'রে?

আ। তুমি আমাকে কিরূপে চিনিলে? ভক্তি থাকিলে চক্ষু ফোটে, আত্মা দেখা যায়।

বিভিন্ন দিনের বিভিন্ন বিষয়ক উপদেশের সংক্ষিপ্ত সারাংশ।

একাগ্রতা।

ঈশ্বরকে পাওয়ার উপায় ভক্তি ও একাগ্রতা। কেহ কোন বন মধ্য দিয়া যাইতেছে, এমন সময় সম্মুখে একটী বাঘ দেখিলে বৃক্ষে উঠিবার জন্য যেরূপ মনের আগ্রহ হয়, একাগ্রতা সেইরূপ হওয়া চাই।

যে বস্তুর অভাবে কোন একটী প্রিয় ও প্রয়োজনীয় কার্য্য নষ্ট হয়, সেই বস্তুটী লাভের জন্য যে প্রকার চিন্তা ও চেষ্টা হয়, সেইরূপ একাগ্রতা হওয়া চাই।

সাধন।

কোন বস্তুর আস্বাদের কথা শুনিলে প্রাণ তৃপ্ত হয় না, তাহাকে ভোজন করা চাই। সেই প্রকার মুখে ধর্ম্মের কথা বলিলে কিম্বা কাণে শুনিলে হয় না, সাধন চাই।

কোন একখানা অস্ত্র লইয়া বৃক্ষের কাছে বসিয়া গল্প করিলে গাছ কাটা হয় না, আঘাত করা চাই।

কোন একটী রাস্তার কথা শুনিলে হয় না, কোথাও যাইতে হইলে পথ হাঁটা চাই। আবার যেস্থানে যাইতে এক বৎসর লাগে, সেইস্থানে যাইতে মনন করিয়া একমাস হাঁটিয়াই যদি কেহ সেই স্থান দেখিতে ইচ্ছা করে, তবে সে ইচ্ছা পূর্ণ হয় না।

প্রণালী।

যে বস্তু লাভের যে প্রণালী, তাহা অবলম্বন না করিয়া শত কার্য্য করিলেও কিছু হয় না; যেমন কোন একটী বস্তু কাটিতে হইলে সাধারণ একখানা ছুরী দ্বারা কাটা যায়, কিন্তু তাহার অপেক্ষা সহস্র গুণ ভারি লৌহ মুদ্গার দ্বারা সেই বস্তুর কিছুই করা যায় না।

আত্মদর্শন।

কোন একটী বস্তু একটা পাষাণ নির্ম্মিত বস্তুর মধ্যে রাখিলে দেখা যায় না, সেই বস্তু কাচ কিম্বা ফটিকের কোন বস্তুর মধ্যে রাখিলে স্পষ্ট দেখা যায়, সেইরূপ আমরা পাথর জড়িত হইয়া রহিয়াছি, যদি সেই পাথরকে পৃথক করিয়া ফটিকের মধ্যে যাইতে পারি, তবে নিজকে দেখিতে পাইব। আমাদের রিপুগণ পাষাণের ন্যায়, তাহাদিগকে দূর করিতে পারিলেই আত্মদর্শন হয়।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়।

প্রত্যেক মানবাত্মার মধ্যে অতি অদ্ভুত ও অত্যাশ্চর্য্য শক্তি সমূহের বীজ নিহিত আছে! মনুষ্য তাহার যথোপযুক্ত পরিচালনা করিয়া অত্যন্ত শক্তিশালী হইতে পারে। যিশুখ্রীষ্টের মধ্যে কতকগুলি অদ্ভুত শক্তির কার্য্য দেখিয়া তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহার ঈশ্বরত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ও খ্রীষ্টানেরা সেই সমস্ত অদ্ভুত কার্য্যকলাপের উপর আপনাদের ধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপন করিয়াই সমগ্র সভ্য জগতের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। খ্রীষ্ট শিষ্যগণ খ্রীষ্টের মধ্যে সাধারণ লোকাতীত এমন সকল শক্তির পরিচয় পাইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে কোন মতেই মানুষ বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। কিন্তু বিশ্বাসী খ্রীষ্টান ব্যতীত জগতের বিভিন্ন দেশস্থ বর্ত্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিকাংশই খ্রীষ্টের ঐ সকল শক্তি লোকাতীত জ্ঞানে উহাকে আরোপিত বা অতিরঞ্জিত বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু যাহারা আপনার মধ্যে কিম্বা অন্যের মধ্যে সাধারণ লোকাতীত শক্তির কিছু পরিচয়ও পাইয়াছেন তাঁহারা বিশ্বাস করিতে পারিবেন খ্রীষ্টাদির ঐ সকল শক্তির কথা আরোপিত বা অতিরঞ্জিত না হইতে পারে, এবং ঐ সকল শক্তির জন্য তাহাকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করিবারও কোন প্রয়োজন হয় না। কারণ মানবের মধ্যে ঐ সকল

শক্তির বীজ উপ্ত আছে, যত্ন করিলে প্রত্যেক মানবের মধ্যেই উহার অল্পাধিক পরিমাণে বিকাশ হইবে।

ভগবান্ মানবকে পরিমিত আয়ু বা সামান্য শক্তি দিয়া পৃথিবীতে প্রেরণ করেন নাই। তিনি যেমন মানুষকে অনন্ত আয়ু দিয়াছেন, তেমনি অসাধারণ শক্তি সমূহও প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু আমরা এই জড় জগতে জড় লইয়াই অধিক ব্যস্ত, কাজেই এখানে আমাদের আধ্যাত্মিক শক্তি সমূহের সামান্য বই বিকাশ হয় না। আমরা চক্ষু দ্বারা দর্শন করি, কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করি, রসনা দ্বারা আস্বাদ লই, হস্ত দ্বারা গ্রহণ করি ইত্যাদি। সমস্ত স্থলেই দেখিতে পাই জড়ের সাহায্যে আমরা জড় জগৎ উপলব্ধি করি। এতদতিরিক্ত আমাদের যে কোন শক্তি আছে তাহাও আমরা অনেকে জানি না। হস্ত ব্যতীতও যে ধরা যায় এবং টানিয়া আনা যায়, ইহা আমরা বিশ্বাস করিতে চাহি না। সচরাচর এরূপ দেখিতে না পাওয়ায়ই অনেকের এই বিষয়ের প্রতি আস্থা নাই।

আমার জীবনে মাঝে মাঝে এরূপ সুবিধা ঘটিয়াছে যাহাতে এই সকল বিশ্বাস করিতে আমি সুযোগ পাইয়াছি। পাঠক পাঠিকার কৌতূহল চরিতার্থের জন্য তাহার মধ্যে কোন একটী ঘটনার বিবরণ সংক্ষেপে প্রকাশ করিতেছি। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ জমীদার শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয়ের জমীদারীর অন্তর্গত ইদীলপুর পরগণায় লতাগ্রামে আমার মাতুলালয়। যখন আমার বয়স ১৬।১৭ বৎসর তখন একদিন সেই গ্রামে দুইটী ব্রাহ্মণ অতিথি উপস্থিত হইল। তাহার মধ্যে একটী সম্পূর্ণ বধির। অল্পবয়স্ক আমার একটী

মাতুলপুত্র ব্রাহ্মণদিগের কাছে উপস্থিত হইলে বধির বলিয়া উঠিলেন, "আহা ইহার অগ্রজ কয়েকটী ভ্রাতার মৃত্যু হইয়াছে, ইহারও জীবন সংশয়!" এই কথা শুনিয়া একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! আপনি ইহা কি করিয়া জানেন?" তখন বধিরের সঙ্গীয় ব্রাহ্মণটী বলিলেন, "ভগবানের কৃপায় ইনি ভূত ভবিষ্যৎ সমুদয় প্রত্যক্ষ করিয়া বলিতে পারেন।" এই কথা শুনিয়া অনেকে আসিয়া তাহাদিগকে ঘেরিল এবং ঠাকুরও সকলের ঘরের কথা বলিয়া দিতে লাগিলেন। আমি তখন এ প্রকার ঘটনা বিন্দু মাত্রও বিশ্বাস করিতাম না, তথাপি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া যেন পরিহাস করিবার নিমিত্তই তাহার নিকট উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, ঠাকুর সকল লোকেরই পরিচয় বলিতেছে, প্রত্যেকের পিতা পিতামহের নাম বলিতেছে, ব্যবসায় বাণিজ্য বলিতেছে। ক্রমে ক্রমে অল্পক্ষণের মধ্যে সেখানে লোকারণ্য উপস্থিত হইল। আমি প্রথম মনে করিলাম, হয়ত এ ব্যক্তি গোপনে গ্রামে থাকিয়া আগে সমস্ত জানিয়া লইয়াছে; কিন্তু একটু পরেই দেখিলাম হঠাৎ সেখানে বিদেশ হইতে কয়েকজন লোক উপস্থিত হইলেন এবং তাহাদের বিষয়ও ঠিক্ ঐরূপ বলা হইল। তিন দিন পর্য্যন্ত এই ব্রাহ্মণ আমার মাতুলালয়ে ছিলেন, ইহার' প্রতিদিনই বাড়ীতে যেন একটী হাট বসিত। দূরস্থান হইতে অনেক লোক আসিতেন, ঠাকুর সকলের কথাই সমান বলিতেন। কোন ভাব ভঙ্গিতে বলা নহে, সমস্ত পরিষ্কার রূপে বলা হইত; অথচ এই শত শত লোকের মধ্যে একজন লোকের একটী কথাও অমিল হয় নাই। বিস্তারিত

ঘটনা লিখিতে গেলে অনেক হইয়া পড়ে ; বোধ হয় পাঠক মনে করিবেন না, আমরা শত শত লোক তিন দিন পর্য্যন্ত একটা লোক দ্বারা প্রতারিত হইয়াছিলাম। বিশেষতঃ ইহাতে প্রবঞ্চনার বিষয় কি হইতে পারে? আমার এবং অন্য একজন লোকের জীবনের ছোট বড় সমস্ত ঘটনা যাহা কোন একজন লোকের জানা অসম্ভব, তাহা সমস্ত বলিয়া দিলেন। ইহার পর আমাদিগকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হইত না, নিকটে উপস্থিত হইলেই মনের কথা যাহা আমরা ভাবিয়া যাইতাম, তাহা বলিয়া দিতেন, কিছুমাত্র ভুল হইত না।

অনেককে অনেক ভবিষ্যৎ কথাও বলিতে লাগিলেন কিন্তু ভবিষ্যৎ বাক্যের তৎক্ষণাৎ পরীক্ষা করিবার উপায় নাই ভাবিয়া আমরা বৈকালে কি কি আহার করিব এইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম। বলিলাম "আপনি লিখিয়া একটি বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিন আমরা আহারান্তে খুলিয়া পড়িব। এই কথা শুনিয়া ঠাকুর অত্যন্ত চটিয়া গেলেন এবং সেই দিনই সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। ঠাকুরের ভবিষ্যৎ বাণী যদিও অধিকাংশই মিথ্যা হইয়াছে কিন্তু সে ব্যক্তি যে ভূত কথা এবং মনের কথা (তাহার নিকট জিজ্ঞাসুভাবে উপস্থিত হইলে) সকলই বলিতে পারে তাহাতে আমাদের সেই হিন্দু মুসলমান শতাধিক লোকের মধ্যে এক জনারও সন্দেহ নাই। যাঁহারা তিন দিন পর্য্যন্ত এই কাণ্ড দেখিয়াছেন এবং পরীক্ষা করিয়াছেন তাঁহারা অনেকেই জীবিত আছেন এখনও সে কথা ভাবিয়া তাঁহারা বিস্ময়ান্বিত হন।

মনে করুন একজন আর একজনার জীবনের সমস্ত গূঢ় ঘটনা এবং মনের কথা বলিয়া দিতে পারে ইহা কি সাধারণ লোকাতীত শক্তি নহে? যিনি না দেখিয়াছেন তিনি শত বিদ্বান, বুদ্ধিমান হইলেও কি ইহা বিশ্বাস করিতে পারেন? সুন্দর বনের ফকিরেরা বাঘের মুখ বন্ধ করিতে পারে, একথা অনেক দিন পর্য্যন্ত এদেশে প্রচলিত আছে এবং প্রাচীন লোকেরা ইহা সম্পূর্ণ বিশ্বাসও করেন। কাঠুরিয়ারা এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়াই জঙ্গলে বাঘের মুখে কাষ্ট কাটিতে যায়। তাহাদিগের মুখে অনেক ফকিরের আশ্চর্য্য শক্তির কথা শুনিতে পাওয়া যায়; ঐ সমস্ত লোকের কথা অতিরঞ্জিত হইলেও উহার মূলে অনেক সময়ই সত্য থাকে। মানুষ কেবলমাত্র আপনার মানসিক শক্তিবলে বাঘের কেন, যে কোন জন্তুর মুখ বন্ধ করিতে কিম্বা তাহাদিগকে ইচ্ছামত পরিচালিত করিতে পারে, একথা আমরা বিশ্বাস করি। কেন বিশ্বাস করি তাহার অবশ্যই কারণ আছে, আমরা ভরসা করি আমাদের কথা মত কার্য্য করিলে পাঠক পাঠিকাও বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইবেন।

পাঠক পাঠিকা! আপনারা কি বিশ্বাস করেন, একজন মানুষ আর একজন জাগ্রত মানুষের শরীর স্পর্শ না করিয়া তাহার হাত, পা, মুখ, চোখ সমস্ত বন্ধ করিয়া রাখিতে পারে? বোধ হয় আপনারা বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না, কিন্তু ইহা আপনাদিগকে বিশ্বাস করিতে হইবে। আমি যাহা বলিতেছি আপনারা সেই অনুসারে একটী কার্য্য করিয়া দেখুন।

প্রণালী।

১। একটী ঘরকে অন্ধকারময় করুন।

২। চারি পাঁচটী শান্ত শিষ্ট ভাল মানুষ (স্ত্রীলোক পুরুষ যাহা হয়) বাছিয়া লইয়া চক্রাকারে বসান।

৩। মধ্যখানে একটী আলো রাখুন এবং সকলকে ঐ আলোটার দিকে একদৃষ্টে চাহিতে বলুন।

৪। যখন তাহারা আলোর দিকে চাহিবে তখন আপনি আপনার চিত্তকে একাগ্র করুন এবং দৃঢ় করুন। দুই মিনিটের অনধিককাল আলোর দিকে চাহিলে তাহাদিগকে চক্ষু বুজিতে বলিবেন। আগেই বলিয়া দিবেন যেন আপনি চক্ষু বুজিতে বলিলে অমনি তাহারা চক্ষু বুজে।

৫। সকলে চক্ষু বুজিলে আপনি একাগ্রচিত্ত হইয়া সকলের চক্ষের দিকে চাহিবেন। এবং হস্ত মুষ্টি করিয়া চক্ষে যেমন ধূলি নিক্ষেপ করে, সেইরূপ খালি হস্ত সজোরে তাহাদের চক্ষের কাছে নিক্ষেপ করিবেন। এইরূপ প্রায় পাঁচ মিনিটকাল প্রত্যেকের চক্ষের কাছে পুনঃপুন এইরূপ করিবেন। সাবধান যেন চক্ষে কিম্বা নাকে হাত না লাগে। শরীরের কোন স্থানেই যেন হাত না লাগে। পাঁচ মিনিটকাল এইরূপ করিয়া দৃঢ়তার সহিত তাহাদিগকে হুকুম করিবেন "তোমরা আর চক্ষু মেলিতে পারিবে না, কখনই পারিবে না।" যতই তাহারা মেলিতে চেষ্টা করিবে ততই আপনি সজোরে "পারিবে না, পারিবে না" এইরূপ হুকুম করিবেন।

ইহাতে হয় সকলে, না হয় তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আর চক্ষু মেলিতে পারিবে না। এইরূপে যাহারা চক্ষু

মেলিতে পারিবে না তাহারা আপনার বশে আসিল। তখন তাহাদিগের ঠোঁট দুইখানি ধরিয়া একত্র করিয়া আপনি বলিবেন, আর মুখ মেলিতে কি কথা কহিতে পারিবে না, অমনি তাহার মুখ বন্ধ হইবে। এমন কি তাহার যে স্থান আবদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিবেন তাহাই হইবে। আপনার হুকুম ব্যতীত খুলিতে পারিবে না। একজনার অধিক ঐরূপ বশে আসিলে পরস্পরের হাতে হাত লাগাইয়া দিলে আর খুলিতে পারিবে না। একজন হইলেও তাহার উভয় হস্ত জড়াইয়া দিলে খুলিতে পারিবে না।

মনের জোর এবং দৃঢ়তা, অর্থাৎ এই কার্য্য নিশ্চয়ই আমি করিতে পারিব, এইরূপ ভাব যার যত নিশ্চয় হইবে তিনিই এই কার্য্যে তত অধিক কৃতকার্য্য হইবেন। আপনার শক্তিতে বিশ্বাস না থাকিলে কৃতকার্য্য হওয়া দুষ্কর। তথাপি যত অল্প বিশ্বাসীই হউক না কেন, পরিচালনা দ্বারা সকলেরই এই শক্তির বৃদ্ধি হইবে। অনেক জ্ঞানাভিমানী নব্য যুবক বলিবেন, যখন আলোর দিকে চাহিতে হয়, চক্ষের নিকট হস্ত সঞ্চালন করিতে হয় তখন ইহা নিশ্চয়ই বৈদ্যুতিক শক্তির কার্য্য। আমাদের দেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে এমন অতি অল্পই আছেন, যাঁহারা বিদ্যুতের প্রকৃত গুণাগুণ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জ্ঞাত আছেন। কিন্তু যখন কোন বিষয় উড়াইয়া দিতে আর কোন যুক্তি তর্কে না কুলায় তখন প্রায় সকলেই বিদ্যুৎ ও বৈদ্যুতিক শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন। আমরা বিজ্ঞ কিম্বা অভিজ্ঞ নহি সুতরাং কাহারও কথার প্রতিবাদ করিতে আমাদের সাহস হয় না।

কিন্তু আমরা সকলকে এ সম্বন্ধে কয়েকটী বিষয় পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করি। সেই পরীক্ষা অন্তেও যদি ইহাকে কেহ অচেতন বৈদ্যুতিক শক্তির কার্য্য বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, কি মনে করেন, তাহাতে আমাদের আপত্তি করিবার কিছু নাই।

যদি মনে করেন বৈদ্যুতিক পাশের দ্বারা চক্ষু মুখাদি বন্ধ হইয়াছে, তবে অবশ্য বিশ্বাস করিবেন যে, মেস্‌মেরাইজ অবস্থার ন্যায় আবার উল্টা পাশ দ্বারা তাহা খুলিতে হইবে। কিন্তু বাস্তবিক ইহাতে সেরূপ করিবার কোন আবশ্যক নাই। আপনি দূরে বসিয়া কেবল অভয় দানে আদেশ করিবেন যে "চেষ্টা কর আমি বলিতেছি, তুমি চক্ষু মেলিতে পারিবে" এইরূপ আদেশ করিলেই সে চক্ষু মেলিতে, মুখ মেলিতে, হাত খুলিতে পারিবে। একবার আদেশে না হয়, পুনঃপুন আদেশ করিবেন, ক্রমে সে নিশ্চয়ই খুলিতে পারিবে। কিন্তু আপনার আদেশ ভিন্ন অন্যের শত চেষ্টাতেও খুলিতে পারিবে না। অনেক সময় এমন হইবে যে, চক্ষে জল ছিটাইয়া কিম্বা চক্ষু অত্যন্ত টানিয়াও মেলা যাইবে না কিন্তু আপনার আদেশ মাত্র খুলিবে। এ সময় যদি তামাসা দেখিতে ইচ্ছা করেন, তবে দূরে বসিয়া একবার চক্ষু খুলিতে আদেশ করিবেন, এবং যাইমাত্র খুলিবে অমনি তৎক্ষণাৎ আবার "খুলিতে পারিবে না" এইরূপ দৃঢ় আদেশ করিবেন, আবার বন্ধ হইয়া যাইবে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে যখন মনের বল ও দৃঢ়তা বাড়িবে, তখন ও প্রকার আলোর দিকে দৃষ্টি কিম্বা হস্ত সঞ্চালনের আবশ্যক থাকিবে